পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 224 Wednesday, 15 July, 2026 ✱ ৩১ বর্ষ, ২২৪ সংখ্যা ✱ ৩০ আষাঢ় ১৪৩৩, বুধবার, ১৫ জুলাই ২০২৬ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য– ৩ টাকা

বাংলায় ১ লক্ষ বাড়ির টাকা দিল কেন্দ্র

আগের সরকারের কারণে ৮২ হাজার কোটির কাজ হয়নি কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৪ জুলাইঃ নবান্নে কেন্দ্রীয় কৃষি মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহানের সঙ্গে বড় বৈঠক করে ফেললেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। আবাস যোজনা থেকে গ্রাম সড়ক যোজনা, ১২৫ দিনের কাজ, নানাবিধ বিষয় নিয়েই হল কথা। শেষে কেন্দ্রীয় কৃষি মন্ত্রীকে নিয়েই সাংবাদিক বৈঠকও করলেন শুভেন্দু অধিকারী। সেখানেই তিনি স্পষ্ট জানালেন, প্রাণী সম্পদ বিকাশ থেকে শুরু করে ৮০ লক্ষ মহিলাদের বিভিন্ন কর্মসূচি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। আলাদা করে কৃষি সংক্রান্ত বিষয়ে দার্জিলিং, পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম নিয়ে আলাদা করে আলোচনাও হয়। সাংবাদিক সম্মেলন থেকে শুভেন্দু বলেন, ‘‘আবাস যোজনায় বাংলায় ১ লক্ষ বাড়ির টাকা দিল কেন্দ্র। গ্রাম সড়ক যোজনায় দেওয়া হয়েছে ১ হাজার কোটি। ২৪০০ কিলোমিটার রাস্তা জন্য এসেছে টাকা। উদ্যান পালনের ক্ষেত্রে ফুল ও পান সহ নানা ক্ষেত্রে চাষের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। প্রান্তিক মানুষদের আয় সুনিশ্চিত করতে কাজ করছে সরকার। বাংলায় ১২৫ দিনের কাজে চিহ্নিত ২ কোটি ৫৬ লক্ষ।’’ তবে যেভাবে বাংলার নতুন সরকার এগিয়ে চলেছে, যেভাবে মানুষের জন্য কাজ করে চলেছে তাতে উচ্ছ্বসিত কেন্দ্রীয় কৃষি মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান। শুরুতেই তিনি ধন্যবাদ জানান মুখ্যমন্ত্রীকে। ক্ষোভের সঙ্গে জানান, বিগত দিনে রাজ্য সরকারের লাগাতার অসহযোগিতার কারণে সড়ক, জাতীয় মহাসড়ক রেলপথ, মেট্রো এবং গ্যাস পাইপলাইনের মতো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে মোট ৮২,৪৯২ কোটি টাকার কাজ সম্পূর্ণ পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর মাত্র কয়েক মাসের মধ্যে এই ৮২,৪৯২ কোটির সমস্ত আইনি ও

প্রশাসনিক বাধা দূর করতে সক্ষম হয়েছে। ফলে এখন থেকে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় এই প্রকল্পগুলির কাজ শুরু হবে, যা বাংলার অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিকাঠামোকে এক ধাক্কায় অনেকটা এগিয়ে দেবে। ‘মুখ্যমন্ত্রীর দেওয়া হাতে কাজ, পেটে ভাত, মাথায় ছাদ’- এই তিন প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়নে কেন্দ্রের তরফে ঢালাও বরাদ্দের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। ‘বিকশিত ভারত জি রামজি’ কর্মসূচির অধীনে গ্রামীণ কর্মসংস্থানে আমূল বদল আনা হচ্ছে। আগামী ৩১ মার্চ পর্যন্ত শুধু কেন্দ্রীয় সরকারই বরাদ্দ করেছে ৮,৫০৮ কোটি টাকা। রাজ্যের অংশ মিলিয়ে এই তহবিলের মোট পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১২,০৬৪ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা। এই প্রকল্পের আওতায় এখন থেকে ১০০ দিনের বদলে ১২৫ দিনের কাজের গ্যারান্টি দেওয়া হবে। অদক্ষ শ্রমিকদের ক্ষেত্রে দৈনিক ৩০০ টাকা, আধা-দক্ষদের জন্য ৪৫০ টাকা এবং দক্ষ শ্রমিকদের জন্য ৬০০ টাকা মজুরি সুনিশ্চিত করা হয়েছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ (যেমন এল নিনো বা খরা) দেখা দিলে প্রয়োজনে আরও ৫০ দিন অতিরিক্ত কাজ দেওয়া হবে, যাতে গ্রামীণ মানুষকে কাজের সন্ধানে পরিযায়ী হতে না হয়। ইতিমধ্যে ২ কোটি ৫৬ লক্ষ জব কার্ড চিহ্নিত করা হয়েছে। বর্ষার কারণে আবাস যোজনার কাঁচা বাড়ির ভেরিফিকেশন বা তালিকা তৈরির সময়সীমা ২০ জুলাই থেকে বাড়িয়ে আগামী ১৫ আগস্ট পর্যন্ত করা হয়েছে। তবে আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় যাতে গরিব মানুষের ঘর পেতে দেরি না হয়, তাই চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের আগেই ১ লক্ষ বাড়ির অনুমোদন সরাসরি রাজ্য সরকারের হাতে তুলে দিয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। ‘লাখপতি দিদি’ ও দিনদয়াল অন্ত্যোদয় যোজনার অধীনে রাজ্যের ৮০ লক্ষ স্বনির্ভর গোষ্ঠীর দিদি ও বোনেদের স্বাবলম্বী করতে ২৪৫ কোটি টাকার ব্যাঙ্ক লোন এবং ৫০ কোটি টাকার ‘কমিউনিটি ইনভেস্টমেন্ট ফান্ড’ একযোগে রিলিজ করা হয়েছে। কৃষিক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গকে স্বনির্ভর ও বৈজ্ঞানিক মডেলে নিয়ে যাওয়ার জন্য আইসিএআর-এর প্রবীণ বিজ্ঞানীদের

● এরপর ৬ পাতায়...

এবার একুশে জুলাই কোথায় মমতা?

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৪ জুলাইঃ একুশের সেই আড়ম্বর যে এবার থাকবে না তা পালাবদলের সঙ্গে সঙ্গেই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। গত ১৫ বছর ধরে তৃণমূল কংগ্রেসের শক্তি প্রদর্শনের অন্যতম মঞ্চ ছিল ২১ জুলাইয়ের শহিদ স্মরণ সভা। মঞ্চে কারা জায়গা পেলেন, তা নিয়ে চলত আলোচনা। যাঁদের থাকার কথা নয়, চমক দিয়ে তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ হাজির হয়ে যেতেন হঠাৎ। মঞ্চ আলো করে থাকতেন দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার সেই আড়ম্বর তো দূরের কথা, এক সপ্তাহ আগেও ঠিক হল না, কোথায় সভা করবেন মমতা? ঠিক এক সপ্তাহ পর, মঙ্গলবার ২১ জুলাই পালন করবে তৃণমূল। বলা ভালো দুই তৃণমূল। একপক্ষের জায়গা নির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছে ইতিমধ্যেই। ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় নেতৃত্বাধীন শিবির ২১ জুলাই পালনের জন্য গান্ধীমূর্তির পাদদেশ বেছে নিয়েছে। মিলেছে অনুমোদনও। কিন্তু কালীঘাটপন্থী তৃণমূল এখনও বুঝেই উঠতে পারছে না, কোথায় মিলবে জায়গা। কালীঘাট তৃণমূলকে ব্রিগেডে সভা করার কথা বলেছে কলকাতা পুলিশ। সোমবারই লালবাজারে গিয়ে পুলিশকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন তৃণমূল নেতা শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় ও ডেরেক ও ব্রায়েন। এরপরই তাঁদের ব্রিগেডে সভা করার অনুমোদন মিলেছে বলে সূত্রের খবর। কিন্তু ব্রিগেডে আপত্তি আছে কালীঘাট-তৃণমূলের। মমতাপন্থীদের বক্তব্য, এই বর্ষায় জল-কাদা ভরা ব্রিগেডে সভা করা সম্ভব নয়। জানা গিয়েছে, নতুন করে ডোরিনা ক্রসিং-এ সভা করতে চেয়ে আবেদন জানিয়েছে কালীঘাট-তৃণমূল। তবে সে ব্যাপারে এখনও লালবাজারের তরফে কিছু জানানো হয়নি। এদিকে, গান্ধীমূর্তির পাদদেশে সভা করার প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে ঋতব্রত শিবির। ইতিমধ্যেই ফিরহাদ হাকিম, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যরা সভাস্থল পরিদর্শন করেছেন।

‘কত ভ্যাকেন্সি রয়েছে, তালিকা তৈরি করুন’

এবার রাজ্যে নিয়োগ নিয়ে বড় ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৪ জুলাইঃ নিয়োগ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা আনতে নয়া সিদ্ধান্ত মুখ্যমন্ত্রীর। বনদফতরের নিয়োগ এবার পুলিশ রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের মাধ্যমে, ঘোষণা শুভেন্দুর। বিগত তৃণমূল আমলে বনদফতরে নিয়োগ নিয়ে বারবার দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। তৃণমূল থেকে বেরিয়ে গিয়ে বিজেপিতে যোগদান করে এই অভিযোগকে আরও উস্কে দিয়েছিলেন প্রাক্তন বনমন্ত্রী রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়। পালাবদলের পর রাজ্যে বনদপ্তরে নিয়োগ নিয়েন নয়া সিদ্ধান্ত নিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দুঅধিকারী। পুলিশ রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের অধীনে এবার থেকে হবে বনদফতরের নিয়োগ। সিদ্ধান্ত নিয়ে জানিয়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। মঙ্গলবার সল্টলেকের বনবিতানে অরণ্য উৎসবের উদ্বোধন করতে এসে মুখ্যমন্ত্রী বনমন্ত্রী মনোজ ওরাওঁকে বললেন, ‘‘বনদফতরের অনেকেই রয়েছেন, যাঁরা অত্যন্ত ঝুঁকি নিয়ে কাজ করেন। তাঁদের অনেক কিছুর অভাব রয়েছে। কর্মী নেই। পরিকাঠামো নেই। এই অবস্থায় কাজ করে যেতে হচ্ছে।’’ বনমন্ত্রীকে তিনি বলেন, ‘‘কত ভ্যাকেন্সি রয়েছে, কি পরিকাঠামোর প্রয়োজন, তার যাবতীয় তালিকা তৈরি করে মুখ্য সচিবের কাছে জমা দিতে। যে পরিমাণ কর্মী সংখ্যার অভাব

রয়েছে, নতুন করে নিয়োগ করা হবে।’’ প্রসঙ্গত, বনমন্ত্রী থাকাকালীন রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমলে বন সহায়ক পদে নিয়োগ নিয়ে দুর্নীতি অভিযোগ উঠেছিল। প্রায় দু’হাজার শূন্য পদে নিয়োগ হওয়ার কথা ছিল। নিয়োগ হয়েছিল অস্বচ্ছতার মাধ্যমে। কলকাতা হাইকোর্ট পুনরায় সেই ইন্টারভিউয়ের নির্দেশ দেয়। বনদফতর সব থেকে বড় দুর্নীতি হয়েছিল এই নিয়োগ প্রক্রিয়ায়। তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছেন, পুলিশ রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের মাধ্যমে এই নিয়োগ হবে। যাতে নিয়োগ প্রক্রিয়া সঠিকভাবে হয়ে থাকে। স্বাভাবিকভাবেই মুখ্যমন্ত্রী এই বক্তব্য নিয়োগ প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা আনবে বলে মনে করছে বিভিন্ন মহল। তৃণমূল সরকারকে দুষে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘‘সব কিছুই শেষ করে গিয়েছেন আপনারা। বন-জঙ্গল বলতে কিছুই নেই। সব বিক্রি করে দিয়েছেন। বাঁকুড়া-পুরুলিয়া-ঝাড়গ্রাম, এই তিন জেলা মিলিতভাবে অরণ্য সুন্দরী বলা হয়। কিন্তু সেই জেলাগুলিতে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর অবস্থা হয়ে রয়েছে।’’ মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, ‘‘আকাশ পথ দিয়ে যাওয়ার সময় রাজ্যের জঙ্গল অধ্যুষিত এলাকা গুলি চোখে পড়লে রীতিমতো চিন্তা বাড়ছে। কিছুই রাখেনি বিগত আমলের সরকার।’’ সবকিছুই লুটে নিয়ে গিয়েছে বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। উল্লেখ্য, অরণ্য সপ্তাহ উপলক্ষে বাংলায় ৭ কোটি ৫০ লক্ষ গাছ লাগানোর পরিকল্পনা নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। পঞ্চায়েত সদস্যদের ১ হাজার করে ও বিধায়কদের ১ লক্ষ টার্গেট বেঁধে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

বারুইপুর-কাণ্ডে ৩ ধৃতকে নিয়ে গিয়ে ঘটনার পুনর্নির্মাণ করল পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ১৪ জুলাইঃ দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুরে নাবালিকা ধর্ষণ-খুন কাণ্ডের তদন্তে মঙ্গলবার ঘটনাস্থলে গিয়ে অভিযুক্তদের নিয়ে ঘটনার পুনর্নির্মাণ করল বিশেষ তদন্তকারী দল বা সিট। সঙ্গে গিয়েছিল ফরেন্সিক দলও। তারাও ঘটনাস্থল ঘুরে নমুনা সংগ্রহ করেছে। পুলিশ সূত্রে খবর, নাবালিকাকে রেললাইনের ধারে যে জায়গায় ধর্ষণ করা হয়েছিল বলে অভিযোগ, মঙ্গলবার সেখানেই গিয়েছিলেন তদন্তকারীরা। সঙ্গে নিয়ে যাওয়া হয় তিন অভিযুক্ত কবীর মোল্লা, আনন্দ সর্দার এবং দিবাকর সর্দারকে। ঘটনার পুনর্নির্মাণের সময়ে সাক্ষী হিসেবেও দু’জন উপস্থিত ছিলেন। প্রসঙ্গত, গত

মঙ্গলবার রাতে ঘটনার পুনর্নির্মাণের জন্য অকুস্থলে প্রভাস মণ্ডলকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। পরে সেখানে পুলিশি এনকাউন্টারে নিহত হয় সে। পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার পুনর্নির্মাণের সময়ে এক তদন্তকারী অফিসারের সার্ভিস রিভলভার ছিনিয়ে পালানোর চেষ্টা করেছিল প্রভাস। এক রাউন্ড গুলিও চালিয়েছিল। পাল্টা পুলিশ আত্মরক্ষার্থে গুলি চালিয়ে খতম করেছে প্রভাসকে। সেই ঘটনার এক সপ্তাহ পরে আবার ঘটনার পুনর্নির্মাণ করল পুলিশ। গত শনিবার বারুইপুরে গিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু

● এরপর ৬ পাতায়...

রথের দিন কলকাতায় ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৪ জুলাইঃ আগামী বৃহস্পতিবার, ১৬ জুলাই রথযাত্রা। ওইদিন দক্ষিণবঙ্গে প্রবল ঝড়-বৃষ্টির পূর্বাভাস দিল আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। তালিকায় আছে শহর কলকাতা। তবে দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং দুই মেদিনীপুর জেলায় অতিভারীর বৃষ্টির আশঙ্কা করছেন আবহাওয়াবিদরা। জারি করা হয়েছে ‘কমলা’ সতর্কতা। আজ, মঙ্গলবার বিশেষ বুলেটিন প্রকাশ করা হয়েছে কলকাতার হাওয়া অফিস থেকে। যেখানে বলা হয়েছে, আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে উত্তর বঙ্গোপসাগরে একটি নিম্নচাপ বলয় সৃষ্টির সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। যার প্রভাবে আগামী কয়েকদিন বৃষ্টির দাপট বাড়তে চলেছে জেলায় জেলায়। ১৭ জুলাই পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের কিছু এলাকায় প্রবল বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। ১৯ এবং ২০ জুলাইয়ের মধ্যে একই আশঙ্কা রয়েছে উত্তরবঙ্গের কয়েকটি স্থানে। আবহাওয়াবিদরা জানিয়েছেন, বর্তমানে দক্ষিণবঙ্গের উপরে সক্রিয় রয়েছে দক্ষিণপশ্চিম মৌসুমী বায়ু। যার প্রভাবে আগামীকাল সকাল সাড়ে ৮টা পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা। তবে পশ্চিম বর্ধমান, পূর্ব মেদিনীপুর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার কিছু স্থানে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা। মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে উত্তরবঙ্গের অধিকাংশ স্থানে। ১৮ জুলাই পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গজুড়ে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি জারি চলবে। সঙ্গে বইতে পারে ঝোড়ো হাওয়া। ১৬ জুলাই অতিভারী বৃষ্টির ‘কমলা’ সতর্কতা জারি হয়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও দুই মেদিনীপুরে। এছাড়া কলকাতা, হাওড়া, হুগলী, উত্তর ২৪ পরগনা সহ দক্ষিণবঙ্গের বাকি জেলায় ভারী ঝড়-বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর।

রাজ্য পুলিশে বড়সড় রদবদল

সিআইডি থেকে সরিয়ে টেলিকমিউনিকেশনে সুপ্রতিম

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৪ জুলাইঃ রাজ্য পুলিশ প্রশাসনে বড়সড় রদবদল ঘটাল নবান্ন। রাজ্য ও কলকাতা পুলিশের মোট ৩৩ জন পদস্থ আইপিএস ও ডব্লিউবিপিএস কর্মকর্তার বদলির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই তালিকার মধ্যে সবচেয়ে বড় খবর- সিআইডি-র বর্তমান এডিজি ও আইজিপি সুপ্রতিম সরকারের দায়িত্ব বদল করা হয়েছে। রাজ্য গোয়েন্দা বিভাগের এই পুলিশ কর্তাকে সিআইডি (এবং অতিরিক্ত দায়িত্বে থাকা আইবি)-র পদ থেকে সরিয়ে রাজ্য পুলিশের টেলিকমিউনিকেশনের এডিজি পদে পাঠানো হয়েছে। সিআইডি এই মুহূর্তে যে গুরুত্বপূর্ণ মামলার তদন্ত করছে, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য নির্বাচনের সময়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে জোড়া অভিযোগের তদন্ত। সেই মামলায় একবার সুপ্রতিম সরকারের জিজ্ঞাসাবাদের মুখেও পড়তে হয়েছিল অভিষেককে। প্রশাসনিক মহলে সুপ্রতিমের মতো দক্ষ ও পোড়খাওয়া অফিসারের সিআইডি থেকে অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ টেলিকমিউনিকেশন বিভাগে এই বদলি নিয়ে জোর গুঞ্জন শুরু হয়েছে। অন্যদিকে, রাজ্য অপরাধ দমন শাখার নতুন শীর্ষকর্তা তথা ডিজি ও আইজিপি হিসেবে দায়িত্ব নিচ্ছেন অভিজ্ঞ আইপিএস অফিসার নটরাজন রমেশ বাবু। তিনি বর্তমানে সংশোধনাগার দফতরের ডিরেক্টর জেনারেল পদে কর্মরত ছিলেন। নতুন দায়িত্বে আসার পাশাপাশি রমেশ বাবু তাঁর পূর্বের সংশোধনাগার

● এরপর ৬ পাতায়...

কলকাতার ইসকনের রথে টান দেবেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৪ জুলাইঃ অতীতে মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতি বছরই ইসকনের রথযাত্রার শুভ সূচনা করতেন এবং প্রথম রশিতে টান দিতেন। কিন্তু বাংলায় রাজনৈতিক ক্ষমতা বদলের পর এবার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে নতুন সরকার। প্রথা মেনে এবারও রাজ্য প্রশাসনের প্রধান হিসেবেই রথযাত্রায় উপস্থিত থাকছেন মুখ্যমন্ত্রী। শুধু নামটা শুভেন্দু অধিকারী। আগামী ১৬ জুলাই, বৃহস্পতিবার উদযাপিত হতে চলেছে এই রথযাত্রা। ইসকন সূত্রে খবর, সেদিন বেলা ১১টা ৪৫ মিনিট নাগাদ সভাস্থলে উপস্থিত হবেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানে একাধিক দেববিগ্রহ দর্শন, বিশেষ আরতি ও শাস্ত্রীয় আচার-অনুষ্ঠান সম্পন্ন করার পর তাঁর হাত ধরেই টান পড়বে রথের রশিতে, গড়াবে জগন্নাথ দেবের চাকা। বরাবরের মতোই দক্ষিণ কলকাতা থেকে যাত্রা শুরু করবে ইসকনের এই বর্ণাঢ্য ও সুবিশাল শোভাযাত্রা। কলকাতার দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে বলরাম, সুভদ্রা এবং প্রভু জগন্নাথ দেবের রথ এসে থামবে কলকাতার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ড বা ময়দান চত্বরে। সেখানেই দীর্ঘদিনের ঐতিহ্য মেনে তৈরি করা হয়েছে জগন্নাথ দেবের অস্থায়ী ‘মাসির বাড়ি’। সোজা রথ থেকে উল্টো রথ পর্যন্ত দেবতারা সেখানেই অবস্থান করবেন এবং ভক্তদের দর্শন দেবেন। এই রথযাত্রা উপলক্ষে কলকাতার ইসকন মন্দিরে এক উচ্চপর্যায়ের সাংবাদিক বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানে উপস্থিত ছিলেন কলকাতা ইসকনের অধ্যক্ষ দয়ারাম দাস, সহ-অধ্যক্ষ বল্লভ চৈতন্য দাস, রথযাত্রা কমিটির চেয়ারম্যান অনঙ্গ মোহন দাস এবং সচিব অনন্ত ভগবান দাস। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তাঁরা জানান, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে এই উৎসবে শামিল হওয়ার জন্য আমন্ত্রণ

● এরপর ৬ পাতায়...

নিউটাউনের গেস্ট হাউসে মিলল ‘কুবেরের ধন!’

নিজস্ব প্রতিনিধি, নিউটাউন, ১৪ জুলাইঃ কলকাতার আইটি হাব নিউটাউনের অভিজাত এলাকায় যেন ‘কুবেরের ধন’-এর হদিশ মিলল। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে শহরের এক গেস্ট হাউসে হানা দিয়ে বিপুল পরিমাণ টাকার বাণ্ডিল উদ্ধার করল পুলিশ। সোমবার রাত থেকে শুরু হওয়া পুলিশের তল্লাশি শেষ হয়েছে প্রায় ১২ ঘণ্টা পর। আর তাতেই উদ্ধার হয়েছে ২ কোটির বেশি নগদ টাকা। তা গুনতে ছ’টি মেশিন আনা হয় বলে পুলিশ সূত্রে খবর। এছাড়া বাজেয়াপ্ত হয়েছে একটি গাড়ি ও স্কুটি। এই ঘটনায় এক মহিলা-সহ মোট ৭ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, প্রাথমিকভাবে জানা যাচ্ছে, সোমবার রাতে নিউটাউনের ২০ নম্বর ট্যাংকের কাছে বালিগড়ি এলাকার একটি গেস্ট হাউসে হানা দেয় পুলিশ। গেস্ট হাউসটির অন্দরে তল্লাশি চালাতেই চক্ষু চড়কগাছ হয় তদন্তকারীদের। ট্রলি ভর্তি নগদ ২ কোটি ২৭ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকার বাণ্ডিল দেখে রীতিমতো অবাক পুলিশ। উদ্ধার হওয়া টাকা গোনার জন্য আনা হয় ৬টি টাকা গোনার মেশিন। তিন ট্রলিভর্তি এই বিপুল অর্থের পাশাপাশি একটি বিলাসবহুল গাড়ি ও একটি স্কুটিও বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। জানা গিয়েছে, গেস্ট হাউসের মালিকের নাম প্রসন্নকুমার রায়। তবে তিনি কে, কোথায় আছেন, সে সম্পর্কে এখনও বিশেষ কিছু জানা যায়নি। পুলিশ সূত্রে খবর, গেস্ট হাউসের সামনে থাকা একটি গাড়ি ও স্কুটির মালিক কে, তাও এখনও অজ্ঞাত। যদিও সেসব বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। কিন্তু এত টাকার উৎস কী? কোথায় লেনদেন হচ্ছিল? তা তদন্তসাপেক্ষ। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, এই ঘটনার

● এরপর ৬ পাতায়...

‘ক্যামাক স্ট্রিটটা সব শেষ করে দিল’

ফের অভিষেকের বিরুদ্ধে সরব কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৪ জুলাইঃ ফের অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে সরব কল্যাণ। আক্রমণ তাঁর ‘বিতর্কিত’ আপ্ত সহায়ক সুমিত রায়কেও। ক্যামাক স্ট্রিট সব শেষ করে দিল। যারা সব থেকে বেশি সুবিধা নিয়েছে, অভিষেকের লোক বলে চাপ তৈরি করত, তারাই আজ অভিষেকের বিরুদ্ধে বলছে। অভিষেক বাঁচিয়ে দেবে জেনেই অন্যায় করেছে নেতারা। এ ভাষাতেই আক্রমণ শানাতে দেখা যায় কল্যাণকে। তা নিয়েই চাপানউতোর শুরু রাজনৈতিক আঙিনায়। সুমিত রায়ের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়ে কল্যাণ বলেন, ‘‘ক্যামাক স্ট্রিটে সুমিত রায়ের সঙ্গে যারা কথা বলতো, সগংগঠন চালানোর জন্য বেশি কথাবার্তা বলেছে, তাদের এখন ডেকে ডেকে পুলিশ বলছে, ওই শালবনির কেসের সঙ্গে যোগ আছে। বেশি যদি বাড়াবাড়ি করো ঢুকিয়ে দেব। এটা এখন পুলিশের পিকচার হয়ে গেছে। বলছে, হয় ঋতব্রতর ক্যাম্পে যাও না হলে ধরে নেব। সুমিত রায়ের জন্য আজ অসংখ্য ছেলে এই চাপের মুখে পড়ছে।

● এরপর ৬ পাতায়...

হরমুজ প্রণালীতে ইরানি হামলায় নিহত ভারতীয় নাবিক, বড় পদক্ষেপ নয়াদিল্লির

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ১৪ জুলাইঃ হরমুজ প্রণালীতে সংযুক্ত আরব আমিরশাহির দু’টি ট্যাঙ্কারে ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় একজন ভারতীয় নাবিক নিহত হয়েছেন। বেশ কয়েকজন গুরুতর জখম। এরপরই বড়সড় পদক্ষেপ করল নয়া দিল্লি। এই হলার পর বিদেশমন্ত্রককে তলব করা হল নয়া দিল্লিতে নিযুক্ত ইরানের উপ-রাষ্ট্রদূতকে। সোমবার সরকারি সূত্রে এই তথ্য জানা গিয়েছে। সূত্রগুলো আরও জানিয়েছে যে, ইরানের রাষ্ট্রদূত বর্তমানে নয়া দিল্লিতে না থাকায় বিদেশমন্ত্রক উপ-রাষ্ট্রদূতকে তলব করেছে। সংযুক্ত আরব আমিরশাহি জানিয়েছিল যে, হরমুজ প্রণালীর দক্ষিণাঞ্চলীয় নৌ-পথে ওমানের জলসীমার মধ্যে ইরানি ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাতে ‘মোম্বাসা’ ও ‘আল বাহিয়া’ নামের ট্যাঙ্কার দু’টি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ঠিক তার পরদিনই এই কূটনৈতিক পদক্ষেপ করল ভারত। ইরানের এই হামলায় একজন ভারতীয় নাবিক নিহত এবং আরও আটজন আহত হয়েছেন। আহতদের মধ্যে ছয়জন ভারতীয় ও দু’জন ইউক্রেনীয় নাগরিক রয়েছেন। আহতদের মধ্যে

চারজনের অবস্থা এখনও আশঙ্কাজনক। কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ এই জলপথটির দখল ঘিরে উত্তেজনা চরমে। তারমধ্যেই এই কূটনৈতিক পদক্ষেপটি করা হল। উল্লেখ্য, ভারতের অপরিশোধিত তেল ও এলএনজি আমদানির একটি বড় অংশ এই পথ দিয়েই পরিবাহিত হয়। এই হামলার ঘটনা বাণিজ্যিক জাহাজ চলাচলের নিরাপত্তা এবং বিশ্বব্যাপী জ্বালানি সরবরাহের ওপর সম্ভাব্য প্রভাব নিয়ে উদ্বেগ আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। সংযুক্ত আরব আমিরশাহির প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের বিবৃতি অনুযায়ী, হরমুজ প্রণালীর দক্ষিণ লেন দিয়ে যাওয়ার সময় ‘মোম্বাসা’ এবং ‘আল বাহিয়া’ নামের দুটি ট্যাঙ্কার লক্ষ্য করে হামলা চালানো হয়। মন্ত্রক জানিয়েছে, মৃত নাবিক মোম্বাসা জাহাজের কর্মী ছিলেন। আহত আটজনের মধ্যে ছয়জন ভারতীয় এবং দুজন ইউক্রেনীয় নাগরিক রয়েছেন। হামলার জেরে জাহাজ দুটিতে ভয়াবহ আগুন ধরে গিয়েছিল, তবে শেষ পর্যন্ত অগ্নিনির্বাপক বাহিনীর তৎপরতায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়েছে। এই হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে সংযুক্ত আরব আমিরশাহি। আবুধাবির অভিযোগ, এটি আন্তর্জাতিক আইনের চরম লঙ্ঘন এবং আঞ্চলিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে বড়সড় উস্কানি। আমিরশাহি

● এরপর ৬ পাতায়...

সুভাষ সরোবর পরিদর্শনে এসে ক্ষুব্ধ পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ১৪ জুলাই ঃ সপ্তাহখানেক আগেই সুভাষ সরোবর পরিদর্শনে এসেছিলেন পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। সে সময়ে এসে স্বচ্ছতা রক্ষায় বেশ কিছু নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি। মঙ্গলবার পরিদর্শনে গিয়েও পরিস্থিতির উন্নতি হয়নি দেখে ক্ষুব্ধ হন তিনি। উগড়ে দেন ক্ষোভ।অগ্নিমিত্রা জানান, সুভাষ সরোবর ও সংলগ্ন বস্তি পরিদর্শনে গিয়ে দীর্ঘদিনের অব্যবস্থাপনার চিত্র সামনে এসেছে। পার্কের পরিকাঠামো, নিরাপত্তা ও শৌচাগার ব্যবস্থার উন্নয়নে দ্রুত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, স্বচ্ছতার অপর বিশেষ জোর দিতে হবে। যদি কেউ নোংরা করে তাহলে জরিমানা করার কথাও বলেছেন তিনি।

প্রবীণ বিজেপি নেতা রামচন্দ্র গৌড়া প্রয়াত, ৮৮ বছরে জীবনাবসান

বেঙ্গালুরু(সংবাদ সংস্থা), ১৪ জুলাই ঃ প্রবীণ বিজেপি নেতা রামচন্দ্র গৌড়া প্রয়াত হয়েছেন। মঙ্গলবার বেঙ্গালুরুর একটি হাসপাতালে তাঁর জীবনাবসান হয়। মৃত্যুকালে প্রবীণ এই নেতার বয়স হয়েছিল ৮৮ বছর। রামচন্দ্র গৌড়া কর্ণাটকের মন্ত্রীও ছিলেন। তাঁর প্রয়াণে কর্ণাটকের রাজনৈতিক মহলে শোকের আবহ তৈরি হয়েছে। শোকপ্রকাশ করেছেন প্রবীণ বিজেপি নেতা বি এস ইয়েদুরাপ্পা-সহ অনেকেই।প্রবীণ বিজেপি নেতা এবং কর্ণাটকের প্রাক্তন মন্ত্রী এস ভি রামচন্দ্র গৌড়া বার্ধক্যজনিত অসুস্থতার সঙ্গে লড়াই করার পর মঙ্গলবার বেঙ্গালুরুর একটি বেসরকারি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। এই প্রবীণ নেতা বার্ধক্যজনিত স্বাস্থ্য সমস্যার জন্য চিকিসাধীন ছিলেন। মঙ্গলবার সকাল ৬.২০ মিনিটে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। কামাক্ষিপাল্যায় তাঁর পৈতৃক ভিটেতে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হবে, যেখানে পরিবারের সদস্য, রাজনৈতিক নেতা, সমর্থক এবং শুভাকাঙ্ক্ষীরা তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে পারবেন।রামচন্দ্র গৌড়া কর্ণাটকে বিজেপির অন্যতম প্রবীণ নেতা ছিলেন এবং তাঁর কয়েক দশকব্যাপী এক দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবন ছিল। তিনি রাজ্যের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী পদে দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁর কর্মজীবনে তিনি সরকার ও দল উভয় ক্ষেত্রেই বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন। কর্ণাটকে মন্ত্রী থাকাকালীন তিনি উচ্চশিক্ষা, চিকিৎসা শিক্ষা, রেশম চাষ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, ক্ষুদ্র সঞ্চয় এবং খনি ও ভূতত্ত্ব সহ প্রধান দফতরগুলির দায়িত্ব সামলেছেন।

এক হাজার ২৪ একরের বেশি জমি হস্তান্তর

কলকাতা,১৪জুলাইঃসীমান্ত সুরক্ষাকে আরও সুদৃঢ় করে অনুপ্রবেশ সহ অন্যান্য অবৈধ কাজ রুখতে রাজ্য সরকার সীমান্ত সুরক্ষা বাহিনীকে এখনও পর্যন্ত এক হাজার ২৪ একরের বেশি জমি হস্তান্তর করেছে। আজ নবান্নে মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তর থেকে জারি করা এক বিবৃতিতে গত শুক্রবার পর্যন্ত নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, মালদা, দুই দিনাজপুর সহ মোট নয় জেলায় বাহিনীকে মোট এক হাজার ২৪ দশমিক ৭৫ একর জমি দেওয়া হয়েছে বলে জানান হয়েছে। যার মোট দৈর্ঘ্য ১৭২ দশমিক ৬০৯২২ কিলোমিটার। এরমধ্যে মুর্শিদাবাদে সবচেয়ে বেশি ৩৩৭ একর জমি

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

‘নলম টিএন’ প্রকল্পের ওয়েবসাইট ও লোগো উদ্বোধন, ২,১৪৪ স্বাস্থ্যকর্মীর হাতে নিয়োগপত্র তুলে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী বিজয়

চেন্নাই(সংবাদ সংস্থা), ১৪ জুলাই ঃ তামিলনাড়ুর সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবাকে আরও আধুনিক, শক্তিশালী এবং জনঅংশগ্রহণভিত্তিক করে তুলতে ‘নলম টিএন’ প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক সূচনা করল রাজ্য সরকার। মঙ্গলবার চেন্নাইয়ের স্টেট কলেজে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী জোসেফ বিজয় প্রকল্পের সরকারি ওয়েবসাইট উদ্বোধন এবং লোগো প্রকাশ করেন। একই অনুষ্ঠানে তিনি ২ হাজার ১৪৪ জন নবনিযুক্ত স্বাস্থ্যকর্মীর হাতে নিয়োগপত্র তুলে দেন।নিয়োগ প্রাপ্তদের মধ্যে রয়েছেন ৭৫১ জন সহকারী চিকিৎসা আধিকারিক এবং ১ হাজার ৩৯৩ জন স্বাস্থ্য পরিদর্শক। মুখ্যমন্ত্রী তাঁদের উদ্দেশে বলেন, নিষ্ঠা, সংবেদনশীলতা ও সেবার মনোভাব নিয়ে মানুষের পাশে দাঁড়ানোই স্বাস্থ্য পরিষেবার মূল লক্ষ্য।অনুষ্ঠানে এক বিশেষ মুহূর্তের সৃষ্টি হয়, যখন এক প্রতিবন্ধী মহিলা চিকিৎসক মঞ্চে উঠতে না পারায়

মুখ্যমন্ত্রী নিজেই মঞ্চ থেকে নেমে তাঁর হাতে নিয়োগপত্র তুলে দেন। উপস্থিত অতিথিরা এই উদ্যোগের প্রশংসা করেন।রাজ্য সরকারের দাবি, ‘ নলম টিএন’ প্রকল্পের মাধ্যমে সরকারি হাসপাতালের পরিকাঠামো উন্নয়ন, আধুনিক চিকিৎসা পরিষেবার সম্প্রসারণ এবং রোগীদের উন্নতমানের চিকিৎসা নিশ্চিত করা হবে। হাসপাতাল গুলিতে আধুনিক শৌচাগার নির্মাণ, সীমানা প্রাচীর, চিকিৎসক ও নার্সদের আবাসন, ডায়ালিসিস মেশিনের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং ক্যানসার চিকিৎসার জন্য অত্যাধুনিক সরঞ্জাম সংযোজন এই প্রকল্পের অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ক্ষেত্র।স্বাস্থ্যমন্ত্রী অরুণরাজ বলেন, সংক্রামক ও অন্যান্য রোগ প্রতিরোধে স্বাস্থ্য পরিদর্শকদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সরকারি হাসপাতালে চিকিসার জন্য আসা অধিকাংশ রোগী আর্থিকভাবে দুর্বল হওয়ায় তাঁদের প্রতি সহানুভূতিশীল ও মানবিক আচরণ করা চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের অন্যতম দায়িত্ব।তিনি জানান, ‘নলম টিএন’-এর মাধ্যমে কর্পোরেট সংস্থা, শিল্পগোষ্ঠী, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন এবং সাধারণ মানুষ সরকারি হাসপাতালের উন্নযনে আর্থিক সহযোগিতা করতে পারবেন। প্রকল্পের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অনুদানের পুরো প্রক্রিয়া স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক রাখা হবে। পাশাপাশি, বিবাহ, জন্মদিন, বিবাহবার্ষিকী-সহ বিভিন্ন শুভ অনুষ্ঠান উপলক্ষে সরকারি হাসপাতালের উন্নয়নে এই প্রকল্পে আর্থিক সহায়তার আহ্বান জানান তিনি।

তৃণমূলের সবচেয়ে ধনীর চেয়েও ধনী প্রশান্ত কিশোর, ভোটের হলফনামায় সম্পদের পাহাড় দেখালেন পিকে

সংবাদ সংস্থা, পাটনা, ১৪ জুলাইঃ বাংলায় বিধানসভা ভোটে তৃণমূলের যে নেতারা ভোটে দাঁড়িয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে ধনী হলেন জাকির হোসেন। মুর্শিদাবাদে জাকিরের বিড়ি কারখানা, তেল কল, গম কল, মেডিকেল কলেজ মায় বিপুল ব্যবসা। নির্বাচন কমিশনে পেশ করা হলফনামায় জাকির জানিয়েছিলেন, তাঁর ও তাঁর স্ত্রীর সম্মিলিত সম্পদের পরিমাণ ১৩৩ কোটি টাকা। সোমবার বিহারের বাঁকি বিহারের বাঁকিপুর বিধানসভা উপনির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন জমা দিয়েছেন জন সুরাজ পার্টির প্রতিষ্ঠাতা প্রশান্ত কিশোর। দেখা যাচ্ছে, প্রশান্ত ও তাঁর স্ত্রীর সম্পত্তির পরিমাণ জাকিরের চেয়ে ঢের বেশি। নির্বাচন কমিশনে জমা দেওয়া হলফনামা অনুযায়ী, প্রশান্তের নিজেরমোট সম্পত্তির পরিমাণ ৯৬.০৬ কোটি টাকা। অন্যদিকে তাঁর স্ত্রী ডাঃ জাহ্নবী দাসের নামে রয়েছে ১০১.৯৩ কোটি টাকার সম্পত্তি। অর্থাৎ, দম্পতির মোট ঘোষিত সম্পদের পরিমাণ প্রায় ১৯৮ কোটি টাকা। হলফনামা অনুযায়ী, প্রশান্ত কিশোরের অস্থাবর সম্পত্তির মূল্য ২২.১৯ কোটি টাকা। তাঁর স্ত্রীর অস্থাবর সম্পত্তির মূল্য ৮৯.৫১ কোটি টাকা। প্রশান্ত কিশোরের সম্পদের সবচেয়ে বড় অংশ এসেছে একটি বেসরকারি সংস্থায় তাঁর মালিকানা থেকে। তিনি বেদাস ভেঞ্চার্সের ১০০ শতাংশ শেয়ারের মালিক। ওই সংস্থায় তাঁর অংশীদারিত্বের মূল্য প্রায় ৯৫.২৬ কোটি টাকা বলে হলফনামায় উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়াও তাঁর নামে রয়েছে প্রায় ৭.৩৬ কোটি টাকার ফিক্সড ডিপোজিট, ব্যাঙ্ক আমানত এবং বিভিন্ন আর্থিক বিনিয়োগ। স্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রেও কম নয় প্রশান্ত কিশোরের বিনিয়োগ। হলফনামা অনুযায়ী তাঁর নামে রয়েছে- বিহারের রোহতাস জেলায় তিন একরেরও বেশি জমির উপর একটি বন্ধ হয়ে যাওয়া চালকল। পাটনার পাটলিপুত্র কলোনিতে আবাসন। দিল্লির অভিজাত বসন্ত বিহার এলাকায় আবাসিক সম্পত্তি। উত্তরপ্রদেশের গাজিয়াবাদে বাড়ি। পৈতৃক সম্পত্তিতেও অংশীদারিত্ব রয়েছে তাঁর। এই সব মিলিয়ে তাঁর স্থাবর সম্পত্তির মূল্য ৭৩.৮৭ কোটি টাকা। অন্যদিকে স্ত্রী জাহ্নবী দাসের নামে থাকা স্থাবর সম্পত্তির মূল্য ১২.৪২ কোটি টাকা। হলফনামায় আরও উল্লেখ করা হয়েছে, প্রশান্ত কিশোরের বিরুদ্ধে বর্তমানে আটটি ফৌজদারি মামলা বিচারাধীন। এই মামলাগুলির বেশিরভাগই ২০২৪ ও ২০২৫ সালে দায়ের হয়েছে। অভিযোগগুলির মধ্যে রয়েছে- বেআইনি জমায়েত, দাঙ্গা, সরকারি কর্মীর কাজে বাধা, ফৌজদারি ষড়যন্ত্র ও মানহানির মামলা। তবে এখনও পর্যন্ত কোনও মামলাতেই তাঁর বিরুদ্ধে দোষ প্রমাণ হয়নি। অনেক মামলাই পাটনা হাইকোর্টে বিচারাধীন। কয়েকটি মানহানির মামলা এখনও প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে। প্রশান্ত কিশোরের শিক্ষাগত যোগ্যতার বিবরণও হলফনামায় দেওয়া হয়েছে। ১৯৯১ সালে বিহার বোর্ডের আওতায় বক্সারের এম.পি. হাই স্কুল থেকে মাধ্যমিক পাশ করেন পিকে। ১৯৯৩ সালে পাটনা সায়েন্স কলেজ থেকে উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেন। এরপর লখনউ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে স্নাতক হন। পরে হায়দরাবাদের অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ স্টাফ কলেজ থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। এই কোর্সটি জন হপকিনস বিশ্ববিদ্যালয় এবং হিন্দুজা হাসপাতালের যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত ছিল। মনোনয়ন জমা দেওয়ার পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে প্রশান্ত কিশোর বলেন, ‘‘এটি শুধু আমার মনোনয়ন নয়। এটি বিহারের পরিবর্তনের মনোনয়ন, রাজ্যের আরও ভালো ভবিষ্যতের সূচনা। অপরাধীদের ক্ষমতা থেকে সরানোর লড়াইয়ের শুরু আজ থেকেই।’’ বিহারের রাজনীতিতে নতুন শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশের চেষ্টা করছে জন সুরাজ পার্টি। সেই প্রেক্ষাপটে প্রশান্ত কিশোরের এই হলফনামা শুধু তাঁর সম্পদের পরিমাণই নয়, তাঁর রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত পরিচিতির বিভিন্ন দিকও সামনে এনে দিল।

শৌর্য বিজয় যাত্রা তরুণদের মধ্যে দেশপ্রেমের নতুন অনুভূতি জাগিয়ে তুলবেঃরাজনাথ সিং

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ১৪ জুলাইঃ প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং মঙ্গলবার নতুন দিল্লির জাতীয় যুদ্ধ স্মৃতিসৌধ থেকে ১৩ দিনব্যাপী ‘শৌয বিজয় যাত্রা’ নামক মোটরবাইক অভিযানের সূচনা করেছেন। এই সূচনা অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়ে রাজনাথ সিং আত্মবিশ্বাস প্রকাশ করেন, এই অভিযান জনগণের, বিশেষ করে তরুণদের মধ্যে দেশপ্রেমের এক নতুন অনুভূতি জাগিয়ে তুলবে। তিনি আরও বলেন, এটি ভবিষ্য প্রজন্মকে এই বার্তা দেবে যে দেশের স্বাধীনতা ও সম্মানের প্রতিরক্ষা কেবল সীমান্তেই নয়, বরং মানুষের স্মৃতি ও মূল্যবোধের মধ্যেও নিহিত থাকে।রাজনাথ সিং বলেন, ১৯৯৯ সালের কারগিল যুদ্ধের বিজয় দেশের ভূমি, পরিচয় এবং সম্মানের উপর যে কোনও প্রতিকূল দৃষ্টির বিরুদ্ধে পূর্ণ শক্তিতে জবাব দেওয়ার দেশের অদম্য সংকল্পের প্রতীক। ২০২৬ সালের কারগিল বিজয় দিবস উপলক্ষে দেশব্যাপী উদযাপনের অংশ হিসেবে আয়োজিত এই অভিযানটি চলতি মাসের ২৬ তারিখে লাদাখের দ্রাসে অবস্থিত কারগিল যুদ্ধ স্মৃতিসৌধে শেষ হবে।

হিমাচলে এখনই থামবে না বৃষ্টি, দুর্যোগে ৬০-এর বেশি রাস্তা বন্ধ

শিমলা, ১৪ জুলাই ঃ বৃষ্টি-দুর্যোগে হিমাচল প্রদেশে বন্ধ হয়ে রয়েছে ৬০টির বেশি রাস্তা। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, প্রবল বৃষ্টির জেরে হিমাচল প্রদেশজুড়ে ৬৯টি রাস্তা এই মুহূর্তে বন্ধ রয়েছে। এর মধ্যে কুল্লুতে ৩৮টি, মান্ডিতে ১৩টি, সিরমৌরে ৬টি, শিমলায় ৫টি, কাংড়ায় ৪টি, উনায় ২টি এবং লাহুল ও স্পিতি জেলায় একটি রাস্তা বন্ধ রয়েছে। পাশাপাশি, রাজ্যজুড়ে ১৩টি ট্রান্সফরমারও অচল হয়ে পড়েছে-যার মধ্যে কুল্লুতে ৮টি, শিমলায় ৪টি এবং মান্ডিতে একটি রয়েছে।এছাড়াও রাজ্যজুড়ে প্রায় ৮০টি পানীয় জল সরবরাহ প্রকল্পও ব্যাহত হয়েছে এর মধ্যে সিরমৌরে ৬৯টি, হামিরপুরে ৮টি এবং শিমলায় ৩টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, হিমাচল প্রদেশে আগামী কয়েক দিন বৃষ্টিপাত অব্যাহত থাকবে বিশেষ করে ১৮ ও ১৯ জুলাই রাজ্যের অনেক জায়গায় ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে, এই সময়ে হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। শিমলা, কুল্লু, মান্ডি এই সমস্ত জেলাগুলিতে ভারী বৃষ্টি হতে পারে।

‘হাসিনা ফিরলে স্বাগত, কিন্তু বিচার এড়ানোর সুযোগ নেই’-ডিসেম্বরে দেশে ফেরার জল্পনার মাঝেই কড়া বার্তা তারেক রহমানের উপদেষ্টার

ঢাকা,১৪জুলাইঃবাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সম্ভাব্য দেশে ফেরা ঘিরে নতুন করে রাজনৈতিক বিতর্ক তীব্র হয়েছে। চলতি বছরের ডিসেম্বরেই বাংলাদেশে ফিরে আত্মসমর্পণের পরিকল্পনার কথা প্রকাশ্যে আসার পর এ নিয়ে স্পষ্ট অবস্থান জানিয়েছে বর্তমান বিএনপি নেতৃত্বাধীন সরকার। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের উপদেষ্টা জাহেদ উর রহমান জানিয়েছেন, শেখ হাসিনা বাংলাদেশে ফিরলে তাঁকে স্বাগত জানানো হবে। তবে সেই স্বাগত কোনওভাবেই বিচারপ্রক্রিয়া থেকে অব্যাহতির ইঙ্গিত নয়। বরং তিনি দেশে ফিরলেই প্রচলিত আইন মেনে তাঁর বিরুদ্ধে চলা মামলাগুলির বিচার সম্পূর্ণ স্বচ্ছ ও নিয়মতান্ত্রিকভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে।মঙ্গলবার বাংলাদেশ সচিবালয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনে জাহেদ উর রহমান বলেন, সরকারের লক্ষ্য রাজনৈতিক প্রতিহিংসা নয়, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা। তাঁর দাবি, শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে আদালতের যে রায় রয়েছে, সেই প্রক্রিয়াকেই সরকার সম্মান জানাতে চায়। তিনি বলেন, শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে মৃত্যুদণ্ডের রায় হয়েছে। তাঁকে দেশে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা চলছে। তিনি যদি স্বেচ্ছায় বাংলাদেশে ফিরে আসেন, তাঁকে স্বাগত জানানো হবে। তবে বিচারপ্রক্রিয়া আইন অনুযায়ী স্বচ্ছভাবেই চলবে।তবে এখানেই থেমে থাকেননি প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা। তিনি আরও দাবি করেন, বাংলাদেশের একটি বড় অংশের মানুষ মনে করেন, শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে আদালতের দেওয়া মৃত্যুদণ্ডের রায় বহাল থাকা উচিত এবং সেটিই কার্যকর হওয়া উচিত। তাঁর বক্তব্য, জনগণের সেই মনোভাব সরকার জানে, তবে শেষ পর্যন্ত আইনের পথেই সব সিদ্ধান্ত হবে।বর্তমানে শেখ হাসিনা ভারতে অবস্থান করছেন। গত মাসে একটি ভারতীয় সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাকারে তিনি জানিয়েছিলেন, চলতি বছরের মধ্যেই বাংলাদেশে ফেরার ইচ্ছা রয়েছে তাঁর। পরে আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থা রয়টার্সকে দেওয়া আরেক সাক্ষাকারে হাসিনা বলেন, তিনি ডিসেম্বর মাসে দলীয় নেতা-কর্মীদের সঙ্গে বাংলাদেশে ফিরে আত্মসমর্পণের পরিকল্পনা করছেন। তাঁর এই মন্তব্য প্রকাশ্যে আসার পর থেকেই বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে নতুন করে জল্পনা শুরু হয়েছে।জাহেদ উর রহমান অবশ্য স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, শেখ হাসিনা দেশে ফিরলেও বাংলাদেশের রাজনীতিতে তাঁর আর কোনও ভবিষ্যৎ নেই বলে বর্তমান সরকার মনে করে। তাঁর মতে, দেশের রাজনৈতিক বাস্তবতা বদলে গিয়েছে এবং নতুন পরিস্থিতিতে পুরনো নেতৃত্বের ফিরে আসার সম্ভাবনা কার্যত নেই। তবে তিনি জোর দিয়ে বলেন, সরকারের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল বিচারপ্রক্রিয়াকে সম্পূর্ণ আইনসম্মত ও স্বচ্ছ রাখা। সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি আরও বলেন, গত বছরের জুলাইয়ের গণঅভ্যুত্থানে বিএনপিও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। তাই সেই আন্দোলনের স্মৃতিকে যথাযথ মর্যাদায় পালন করা হবে এবং গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার লড়াইকে সরকার ভবিষ্যতেও গুরুত্ব দেবে।অন্যদিকে, শেখ হাসিনা তাঁর বিরুদ্ধে দেওয়া মৃত্যুদণ্ডের রায়কে সম্পূর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে দাবি করেছেন। ভারতীয় সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাকারে তিনি বলেন, আমার বিরুদ্ধে যে মৃত্যুদণ্ডের রায় দেওয়া হয়েছে, সেটি কোনও ন্যাযবিচার নয়। এটি রাজনৈতিক প্রতিহিংসার বহিঃপ্রকাশ। যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের প্রতিশোধ নিতেই এই রায় দেওয়া হয়েছে। আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের বিচারপ্রক্রিয়ায় ন্যাযবিচারের মৌলিক মানদণ্ড অনুসরণ করা হয়নি। আমাকে এবং আওয়ামী লীগকে রাজনৈতিক অঙ্গন থেকে সরিয়ে দেওয়ার লক্ষ্যেই বিচারের নামে এই প্রহসন করা হয়েছে।শেখ হাসিনার সম্ভাব্য প্রত্যাবর্তনকে ঘিরে বাংলাদেশের রাজনীতিতে যে উত্তেজনা তৈরি হয়েছে, তা আগামী কয়েক মাসে আরও বাড়তে পারে বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা। একদিকে বর্তমান সরকারের পক্ষ থেকে আইন মেনে বিচার সম্পন্ন করার আশ্বাস, অন্যদিকে হাসিনার দাবি যে তাঁর বিরুদ্ধে মামলা রাজনৈতিক প্রতিহিংসার ফল-এই দুই বিপরীত অবস্থান দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলেছে। এখন ডিসেম্বর মাসে শেখ হাসিনা সত্যিই বাংলাদেশে ফেরেন কি না এবং ফিরলে পরবর্তী আইনি ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি কোন দিকে মোড় নেয়, সেদিকেই নজর থাকবে বাংলাদেশসহ আন্তর্জাতিক মহলের।

রাম মন্দিরের ছায়া গুজরাটের অম্বাজি মন্দিরে!

সংবাদ সংস্থা, গান্ধীনগর, ১৪ জুলাইঃ অযোধ্যার রাম মন্দির এবং উত্তরাখণ্ডের বদ্রীনাথ মন্দিরে ভক্তদের প্রণামীর টাকা চুরির ঘটনার আবহে এবার একই ধরনের অভিযোগ উঠল গুজরাতের অম্বাজি মন্দিরে। সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া একটি পুরনো ভিডিও ঘিরে নতুন করে শুরু হয়েছে চর্চা। ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, প্রণামীর অর্থ গোনার সময় এক কর্মী নাকি টাকা সরানোর চেষ্টা করছেন। যদিও মন্দির কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ঘটনাটি নতুন নয়। চলতি বছরের মে মাসেই এই ঘটনার তদন্ত করে প্রয়োজনীয় আইনি পদক্ষেপ করা হয়েছিল। মন্দির কর্তৃপক্ষের দাবি, অভিযুক্ত চিরাগ ঠাকোর নামে এক চুক্তিভিত্তিক কর্মী প্রণামীর টাকা গণনার সময় প্রায় এক লক্ষ টাকার একটি বান্ডিল নিজের কাছে লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করেছিলেন। অভিযোগ, টাকা গণনার ঘর থেকে শৌচাগারে যাওয়ার অজুহাতে বেরিয়ে আসার সময় তাঁর পকেট থেকে টাকার বান্ডিল মেঝেতে পড়ে যায়। সেটি দেখে সন্দেহ হয় অন্য কর্মীদের। এরপরই শুরু হয় তদন্ত। তদন্তে আরও দুই চুক্তিভিত্তিক কর্মীর নাম সামনে আসে বলে জানিয়েছে মন্দির কর্তৃপক্ষ। অভিযোগের ভিত্তিতে তিনজনের বিরুদ্ধেই থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। পরে পুলিশ তাঁদের গ্রেফতার করে। একই সঙ্গে তিন অভিযুক্তকেই চাকরি থেকে অবিলম্বে বরখাস্ত করা হয়। ঘটনার পর মন্দির পরিচালনাকারী ট্রাস্ট নিরাপত্তা এবং স্বচ্ছতা আরও জোরদার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ট্রাস্টের পরিচালন সমিতির প্রধান এবং বানাসকাঁঠা জেলার জেলাশাসক মিহির পটেল জানিয়েছেন, ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনা যাতে আর না ঘটে, তার জন্য নতুন নিয়ম চালু করা হয়েছে। নতুন ব্যবস্থায় প্রণামীর টাকা গণনার পুরো প্রক্রিয়া কড়া নজরদারির আওতায় থাকবে।

প্রকৌশল-বিস্ময় চেনাব সেতু, অমরনাথ তীর্থযাত্রীদের জন্য হয়ে উঠেছে আকর্ষণ

জম্মু(সংবাদ সংস্থা), ১৪ জুলাই ঃ জম্মু ও কাশ্মীরের রিয়াসি জেলায় অবস্থিত বিশ্বের সর্বোচ্চ রেলওয়ে আর্চ ব্রিজ-চেনাব সেতু-শ্রী অমরনাথ জি যাত্রায় অংশ নেওয়া তীর্থযাত্রীদের কাছে প্রধান আকর্ষণ হয়ে উঠেছে। এই অঞ্চলের মধ্য দিয়ে যাতায়াতকারী হাজার হাজার ভক্ত চেনাব নদীর ওপর মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকা এই প্রকৌশল-বিস্ময়কে দেখার জন্য যাত্রাপথে কিছুক্ষণের জন্য থামছেন।এই সেতুটি ছবি তোলা ও দর্শনীয় স্থান হিসেবে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে ও তীর্থযাত্রীদের আধ্যাত্মিক যাত্রায় ভ্রমণের এক অনন্য অভিজ্ঞতা যোগ করেছে। তীর্থযাত্রীরা এই আইকনিক সেতুর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন তাঁরা এই সেতুকে ভারতের প্রকৌশলগত উৎকর্ষ এবং জম্মু ও কাশ্মীরে দ্রুত পরিকাঠামোগত উন্নয়নের প্রতীক হিসেবে অভিহিত করেছেন। পবিত্র অমরনাথ গুহা মন্দিরের দিকে যাত্রা অব্যাহত রাখার আগে অনেক দর্শনার্থীই এই সেতুর ছবি ও ভিডিও তুলছেন। উধমপুর-শ্রীনগর-বারামুল্লা রেল লিঙ্ক (ইউএসবিআরএল) প্রকল্পের অংশ হিসেবে নির্মিত চেনাব সেতুটি এই অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থাকে উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত করেছে এবং জম্মু ও কাশ্মীরের অন্যতম দর্শনীয় স্থান হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

একুশে জুলাই কোনও তৃণমূলের কর্মসূচি নয়ঃদিলীপ ঘোষ

কলকাতা, ১৪ জুলাই ঃ একুশে জুলাই কোনও তৃণমূলের কর্মসূচি নয়, এমনই মন্তব্য করলেন রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ। মঙ্গলবার সকালে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে দিলীপ ঘোষ বলেন, একুশের জুলাই কোনও তৃণমূলের অনুষ্ঠান নয়। এটি বাংলার রাজনীতির এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এটি একটি কালো দিন।দিলীপ আরও বলেন, একটি রাজনৈতিক আন্দোলনের ওপর গুলি চালানো হয়েছে এবং তা লজ্জাজনক। আমরা সকলেই তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাই। মমতা বন্দ্যোাপাধ্যায় একুশে জুলাইকে হাইজ্যাক করেছিলেন। এখন তাঁর নিজের দলই ভেঙে পড়েছে। কেন শুধু একটি দল শ্রদ্ধা জানাবে? আমরা সকলেই শ্রদ্ধা জানাবো।তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেবাশ্রয় নিয়ে ফের মুখ খুলেছেন দিলীপ। তিনি বলেন, ডায়মন্ড হারবারে অনেক অনৈতিক কার্যকলাপ হয়েছে। সবচেয়ে বড় অনিয়মটি করা হয়েছিল সেবাশ্রয়ের নামে। মানুষ প্রতারিত হয়েছে এবং এর কারণে অনেকে ভোগান্তির শিকার হয়েছেন। আগে মানুষ মুখ খুলতে ভয় পেত, কিন্তু এখন তারা এগিয়ে এসে অভিযোগ দায়ের করছেন। বিষয়টি তদন্ত করা উচিত।

নীতিন গড়করির সঙ্গে সাক্ষাৎ তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী রেবন্ত রেড্ডির, একাধিক বিষয়ে আলোচনা উভয়ের

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ১৪ জুলাইঃ তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী রেবন্ত রেড্ডি মঙ্গলবার দিল্লিতে কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহন মন্ত্রী নীতিন গড়করির সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। এদিন দুই নেতার মধ্যে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প নিয়ে আলোচনা হয়। পাশাপাশি পরিকাঠামো সংক্রান্ত বিষয় নিয়েও এদিন আলোচনা হয় উভয়ের মধ্যে। নীতিন গড়করি এদিন সমাজ মাধ্যম এক্স হ্যান্ডলে এই সাক্ষাতের বিষয়ে জানিযেছেন।মঙ্গলবার কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহন মন্ত্রী নীতিন গড়করি জানান, এদিন দিল্লিতে তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী রেবন্ত রেড্ডি তাঁর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষা করেছেন। বৈঠকে তাঁর সঙ্গে তেলেঙ্গানায় চলমান সড়ক ও উন্নয়নমূলক প্রকল্প নিয়ে আলোচনা হয়। সেইসঙ্গে, বেশ কয়েকটি প্রস্তাবিত সড়ক প্রকল্প নিয়েও তাঁদের মধ্যে কথাবার্তা হয়েছে বলে জানান কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহন মন্ত্রী।

ইথানলে আপনার গাড়ির সমস্যা হচ্ছে? উপায় বাতলে দিলেন নিতিন গড়করী

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ১৪ জুলাইঃ ইথানল নিয়ে উত্তাল দেশ। পক্ষে-বিপক্ষে উঠে আসছে নানা মত। যদিও কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণ মন্ত্রী নিতিন গড়করীর সাফ কথা, ইথানল নিয়ে কোনও সমস্যাই নেই। এটা পুরোটাই পরিবেশবান্ধব গ্রিন ফুয়েল। এমনকী দরাজ সার্টিফিকেট দিয়ে তিনি বলছেন, ‘‘ইথালন নিয়ে কোনও অভিযোগই নেই। পরিবেশ দূষণেরও কোনও অভিযোগ আসেনি। ইথানল ১০০ শতাংশ গ্রিন ফুয়েল।’’ শুধু তাই নয়, কোনও সমস্যা হলে কীভাবে বিনা খরচাতেই তা মোকাবিলা করা সম্ভব সেই উপায়ও বাতলে দিলেন। এদিকে সাম্প্রতিককালে ইথানলের প্রয়োগ নিয়ে নানা মহলে নানা মত শোনা গিয়েছে। উত্তাল হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়া। যদিও মন্ত্রীর মতে, কোনও কিছুই কারও অগোচরে কিছু করা হয়নি। সবটাই হয়েছে স্বচ্ছভাবে। আর যদি আপনার গাড়ি গ্যারান্টি পিরিয়ডে থাকে তাহলে তো আর কোনও চিন্তাই নেই। কেন? সম্প্রতি এক সংবাদমাধ্যমের সাক্ষাৎকারে মন্ত্রী বলছেন, ‘‘আপনার গাড়ি যদি গ্যারান্টি পিরিয়ডে থাকে, আপনার বিমা যদি সুরক্ষিত থাকে তাহলে কোনও চিন্তা নেই। কোনও সমস্যা হলে ডিলারের কাছে যান। আপনার গ্যারান্টিতে আপনার যা সমস্যা আছে সব দূর করা হবে। কোনও খরচ দিতে হবে না।’’

রাশিফল

মেষঃআজ আপনি কিছু সৃজনশীল কর্মকাণ্ডে অংশ নিতে পারেন, যা আপনাকে তৃপ্তি ও আনন্দ দেবে। আবেগের দিক থেকে আপনি অন্যদের প্রতি যত্নশীল থাকবেন এবং তাঁদের প্রয়োজন বোঝার চেষ্টা করবেন। পারিবারিক জীবনেও সম্প্রীতি বজায় থাকবে। শুভদিন

বৃষঃকর্মক্ষেত্রে আপনার প্রচেষ্টা যথাযথ স্বীকৃতি পেতে পারে। নিজের ভাবনাগুলি স্পষ্টভাবে তুলে ধরুন এবং নতুন সুযোগ হাতছাড়া করবেন না। শুভদিন

মিথুনঃ আজ আপনার প্রত্যয় বাড়বে এবং উন্নতি নিশ্চিত। আকস্মিক টাকাকড়ির আগমন আপনার রসিদগুলির এবং তাৎক্ষণিক খরচার খেয়াল রাখবে।

কর্কট রাশি ঃকোন বন্ধুর কাছ থেকে পাওয়া কোন বিশেষ প্রশংসা আপনাকে খুশি করবে। শুভদিন।

সিংহঃ আজ আপনার সামনে একটি গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ আসতে পারে, সেটিকে চিনতে ভুল করবেন না। স্বাস্থ্যের প্রতি যত্ন নিন এবং মানসিক চাপ এড়াতে ধ্যান বা যোগব্যায়ামের সাহায্য নিন।

কন্যাঃআবেগের দিক থেকে আজ আপনি অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসী অনুভব করবেন। আর্থিক উন্নতি হতে পারে।

তুলাঃ আপনি দীর্ঘস্থায়ী অসুস্থতা থেকে পরিত্রাণ পেতে পারেন। যারা ক্ষুদ্রতর ব্যবসায় পরিচালনা করছেন তারা আজ তাদের বন্ধ হওয়া ব্যক্তিদের কাছ থেকে কোনও পরামর্শ নিতে পারেন, যা তাদের আর্থিকভাবে লাভবান করতে পারে। সংসারে শান্তি হতে পারে।

বৃশ্চিকঃআনঃদদায়র সফর এবং সামাজিক জমায়েত আপনাকে ভারমুক্ত এবং খুশি করে রাখবে। বড়সড় পরিকল্পনা এবং ধারণাশালী কেউ আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করবে- কোন বিনিয়োগ করার আগে সেই ব্যক্তির বিশ্বস্ততা এবং সত্যতা যাচাই করে নিন। সংসারে শান্তি হবে।

ধনুঃআজ আপনার ভাগ্য আপনার সহায় থাকবে। আধ্যাত্মিক কাজে আগ্রহ বাড়বে। কর্মক্ষেত্রে কোনও বড় সাফল্য পেতে পারেন। ব্যবসায় নতুন কোনও আইডিয়া কাজে লাগালে ভালো লাভ হবে। অর্থব্যয়

মকরঃ আজ আপনার জন্য ইতিবাচক শক্তি ও নতুন সম্ভাবনা নিয়ে আসবে। সংসারে শান্তি হবে।

কুম্ভঃআপনি আপনার শখ পূরণে অথবা আপনি সবচেয়ে বেশি উপভোগ করেন এমন জিনিসে আপনার অতিরিক্ত সময় ব্যয় করুন। বিবাহের যোগ হতে পারে।

মীনঃ অসুস্থতা থেকে সেরে ওঠার সুযোগ বেশী যা আপনাকে প্রতিযোগিতামূলক খেলাধুলাতে অংশ নিতে সাহায্য করবে। আপনার পরিচিত মানুষদের মাধ্যমে উপার্জনের নতুন উৎস সৃষ্টি হবে।

আবহাওয়া

উত্তরবঙ্গের পাহাড় ঘেঁষা পাঁচ জেলাতেই ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। ভারী না হলেও হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে দক্ষিণবঙ্গে। আগামী ২৪ ঘণ্টায় উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, হাওড়া, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুরে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। দক্ষিণবঙ্গের বাকি সব জেলায় বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি চলবে। উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে দার্জিলিং, কালিম্পং, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ারে। বুধবার ভারী বৃষ্টি হতে পারে দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম এবং বাঁকুড়ায়। উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে এই দিনে ভারী বৃষ্টি হবে দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ারে। বৃহস্পতিবার দক্ষিণবঙ্গের হাওড়া, হুগলি, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া এবং পশ্চিম মেদিনীপুরে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। শুক্রবার পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, পুরুলিয়া, বীরভূম, মুর্শিদাবাদে ভারী বৃষ্টি হবে। আগামী রবিবার জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার এবং দার্জিলিঙে অতিভারী বৃষ্টি হতে পারে।১৫ থেকে ১৭ জুলাই, অর্থা বুধবার থেকে শুক্রবার পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের উপকূলে সমুদ্রের উপর ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। তার গতিবেগ থাকবে ঘণ্টায় ৩৫ থেকে ৪৫ কিলোমিটার। এর ফলে শুক্রবার পর্যন্ত মস্যজীবীদের সমুদ্রে না-যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। মঙ্গলবার সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৮.৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস, স্বাভাবিকের চেয়ে ২ ডিগ্রি বেশি। আপেক্ষিক আর্দ্রতা আজ হতে পারে ৯৫ শতকরা এবং সর্বনিম্ন ৭৫শতকরা আবহাওয়া দপ্তর থেকে জানা।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৬টা ৩৩মনিট এবং রাত ১১ টা ৪২মিনিটে। **ভাটা**-বেলা ০১টা ৫১মিনিট এবং রাত ১০টা ৪৩ মিনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৫ টা ০২মিনিটে হতে পারেএবং অস্ত যাবে আজ ৬টা ২১মিনিটে হতে পারে।

রাজ্যে শিল্প বিনিয়োগ বাড়াতে কর্পোরেট ধাঁচের কৌশল

বাংলায় শিল্প আনতে বিদেশে কনসালট্যান্ট নিয়োগের পরিকল্পনা, অব্যবহৃত জমির তালিকা তৈরি করবে রাজ্য

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১৪ জুলাই ঃ রাজ্যে শিল্প বিনিয়োগ বাড়াতে এবার কর্পোরেট ধাঁচের কৌশল নিতে চলেছে সরকার। বিদেশি বিনিয়োগকারীদের কাছে বাংলার ভাবমূর্তি তুলে ধরতে বিভিন্ন দেশে কনসালট্যান্ট নিয়োগের পরিকল্পনা করছে রাজ্য। তাঁদের মূল কাজ হবে আন্তর্জাতিক শিল্পমহলের কাছে বাংলার নতুন শিল্পনীতি, বিনিয়োগের সুযোগ এবং পরিকাঠামোগত সুবিধাগুলি তুলে ধরা। নতুন সরকারের আমলে রাজ্য যে শিল্পবান্ধব পরিবেশ তৈরি করতে চাইছে, সেই বার্তাই পৌঁছে দেওয়া হবে বিদেশি শিল্পপতিদের কাছে। সোমবার নবান্নে শিল্প বিষয়ক মন্ত্রিগোষ্ঠীর প্রথম বৈঠকে এই বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়। বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে, রাজ্যে বিনিয়োগের সম্ভাবনা বাড়াতে আন্তর্জাতিক স্তরে প্রচারের প্রয়োজন রয়েছে। সেই লক্ষ্যেই বিদেশে কনসালট্যাণ্ট নিয়োগের বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করছে রাজ্য সরকার। প্রশাসনের আশা, এই উদ্যোগের মাধ্যমে বিদেশি সংস্থাগুলিকে বাংলায় বিনিয়োগে আগ্রহী করে তোলা সম্ভব হবে। একই সঙ্গে রাজ্যে অব্যবহৃত জমির তালিকা তৈরির কাজ শুরু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। প্রশাসনের সূত্রে খবর, এমন বহু জমি রয়েছে যা শিল্প স্থাপনের জন্য বরাদ্দ করা হলেও সেখানে এখনও কোনও শিল্প গড়ে ওঠেনি। সেই সমস্ত জমির বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করে একটি ডেটাব্যাঙ্ক তৈরি করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে আধিকারিকদের। নবান্নের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত, শিল্পমন্ত্রী তাপস রায়, পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী

অগ্নিমিত্রা পাল, পরিবহণ ও শ্রমমন্ত্রী অর্জুন সিং-সহ বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকেরা। বৈঠকে রাজ্যে বিনিয়োগের সম্ভাবনা, শিল্পের জন্য জমির প্রাপ্যতা এবং বিভিন্ন প্রকল্পের অগ্রগতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে, বৈঠকে জমি সংক্রান্ত তথ্য পর্যালোচনা করতে গিয়ে দেখা যায়, আগের সময়ে শিল্পের জন্য ব্যবহৃত জমি নিয়ে পূর্ণাঙ্গ কোনও তথ্যভাণ্ডার তৈরি হয়নি। কোথায় কত জমি রয়েছে, কোন জমি শিল্পের জন্য বরাদ্দ হয়েছিল, কোথায় এখনও কোনও প্রকল্প শুরু হয়নি- এই সমস্ত তথ্য এক জায়গায় নেই। তাই দ্রুত জমির পূর্ণাঙ্গ তালিকা তৈরির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই তালিকায় মূলত তিন ধরনের জমিকে চিহ্নিত করা হবে। প্রথমত, যে জমি শিল্প স্থাপনের জন্য নেওয়া হয়েছিল কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে অব্যবহৃত রয়েছে। দ্বিতীয়ত, সরকারি জমির সম্পূর্ণ বিবরণ সংগ্রহ করা হবে এবং এমন জমির তালিকাও তৈরি করা হবে, যেগুলির মালিকানা বা ব্যবহার সম্পর্কে স্পষ্ট তথ্য নেই। তৃতীয়ত, প্রয়োজনে বেসরকারি মালিকানাধীন জমি শিল্পের কাজে ব্যবহারের সম্ভাবনাও খতিয়ে দেখা হবে। এদিনের বৈঠকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পেয়েছে বিদেশি বিনিয়োগ টানার পরিকল্পনা। প্রশাসনের মতে, শুধু শিল্প সম্মেলন আয়োজন করলেই হবে না, বরং বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের বিনিয়োগকারীদের কাছে নিয়মিতভাবে বাংলার সুযোগ ও সম্ভাবনার কথা তুলে ধরতে হবে। সেই কারণেই বিদেশে কনসালট্যাঃট নিয়োগের ভাবনা নেওয়া হয়েছে। গত কয়েক বছর ধরে রাজ্যে শিল্প বিনিয়োগের গতি নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। একাধিক শিল্প সম্মেলন হলেও প্রত্যাশামতো বড় শিল্প প্রকল্প রাজ্যে আসেনি বলে অভিযোগ রয়েছে। সেই পরিস্থিতি বদলাতে নতুন সরকার শিল্পক্ষেত্রে নতুন উদ্যোগ নিতে চাইছে। বিদেশি সংস্থাগুলির সঙ্গে যোগাযোগ বাড়ানো, বিনিয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় জমি চিহ্নিত করা এবং প্রশাসনিক জটিলতা কমানোর দিকেই এখন নজর দেওয়া হচ্ছে। শিল্প বিষয়ক মন্ত্রিগোষ্ঠীর এদিনের বৈঠক ছিল প্রথম বৈঠক। সূত্রের খবর, খুব শীঘ্রই ফের বৈঠকে বসবে এই কমিটি। আগামী দিনে রাজ্যে শিল্প প্রসারের জন্য আরও একাধিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হতে পারে। বাংলাকে বিনিয়োগের অন্যতম গন্তব্য হিসেবে তুলে ধরাই এখন রাজ্য সরকারের প্রধান লক্ষ্য বলে মনে করা হচ্ছে।

পিএম পোষণ প্রকল্পকে গতিশীল করতে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ রাজ্যের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১৪ জুলাই ঃ রাজ্য সরকার পিএম পোষণ প্রকল্পকে গতিশীল করার লক্ষ্যে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী সমাজমাধ্যমে জানিয়েছেন,ছাত্র ছাত্রীদের পুষ্টি বৃদ্ধি, রাঁধুনি ও সহায়কদের আরো বেশি সহায়তা প্রদান ও সব স্কুলে এলপিজি গ্যাসের সংযোগ বৃদ্ধির মাধ্যমে এই প্রকল্পকে গতিশীল করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই কাজে ৫১লক্ষ ৬১হাজার প্রাক প্রাথমিক ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীর জন্য প্রতিদিন শিশু প্রতি রান্নার খরচ ৬টাকা ৭৮ পয়সা থেকে বৃদ্ধি করে দশ টাকা ধার্য করা এবং পিএম পোষণের স্কুলগুলিতে একশ শতাংশ এলপিজি সংযোগের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। রাজ্য সরকার ইউনিট প্রতি এলপিজি সংযোগের জন্য ৩হাজার টাকা করে খরচ বহন করবে। প্রায় ৪১৪ কোটি ৬৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এই পদক্ষেপগুলি শিশুদের জন্য নিরাপদ রান্নাঘর এবং আরো পুষ্টিকর খাবার সুনিশ্চিত করবে। এছাড়া ২লক্ষ ২৪হাজার রাধুনী ও সহায়কের মাসিক বেতন ২হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে তিন হাজার টাকা করার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এর জন্য অতিরিক্ত প্রায় ২২৪ কোটি টাকার আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী জানান, সামগ্রিকভাবে ৬শো ৩৯কোটি টাকা ব্যয় হবে। রাজ্যে প্রতিটি শিশুকে নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশে পুষ্টিকর খাবার প্রদান সুনিশ্চিত এবং যারা প্রতিদিন তাদের সেবা করে থাকে,তাদের সহায়তায় এই পদক্ষেপগুলি নেওয়া হয়েছে।

এআইয়ের পর এবার কোয়ান্টাম কম্পিউটিংয়ে বড় পদক্ষেপ! মার্কিন প্রযুক্তি সংস্থাকে আমন্ত্রণ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১৪ জুলাই ঃ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) প্রযুক্তির দ্রুত প্রসারের পর এবার ভবিষ্যতের আরেক বিপ্লবী প্রযুক্তি- কোয়ান্টাম কম্পিউটিংয়ের দিকে নজর বাড়াচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। বিশ্বের অন্যতম উন্নত প্রযুক্তিক্ষেত্রে নিজেদের অবস্থান আরও শক্তিশালী করতে এবং আগামী দিনের প্রযুক্তিনির্ভর অর্থনীতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে রাজ্য সরকার ইতিমধ্যেই একাধিক উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। সেই ধারাবাহিকতায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি শীর্ষস্থানীয় প্রযুক্তি সংস্থাকে পশ্চিমবঙ্গে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে বলে নবান্নের প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে। সূত্রের খবর, কোযাঃটাম কম্পিউটিং প্রযুক্তির সম্ভাবনা, গবেষণা, বিনিযাগে এবং শিল্পক্ষেত্রে এর বাস্তব প্রযাগে নিযে প্রাথমিক পর্যাযের আলোচনা শুরু করতেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সংস্থার প্রতিনিধিদের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী এবং রাজ্য সরকারের শীর্ষ প্রশাসনিক আধিকারিকদের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকেরও পরিকল্পনা করা হযেছে। ওই বৈঠকে প্রযুক্তিগত সহযোগিতা, গবেষণার পরিকাঠামো গড়ে তোলা, দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি এবং ভবিষ্যৎ বিনিয়োগের সম্ভাবনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হতে পারে। বিশেষজ্ঞদের মতে, কোয়ান্টাম কম্পিউটিং আগামী কয়েক দশকে প্রযুক্তি জগতের অন্যতম বড় পরিবর্তনের চালিকাশক্তি হযে উঠতে পারে। প্রচলিত কম্পিউটারের তুলনায বহু গুণ দ্রুত জটিল গণনা সম্পন্ন করার ক্ষমতা রয়েছে এই প্রযুক্তির। স্বাস্থ্য পরিষেবা, ওষুধ আবিষ্কার, আর্থিক পরিষেবা, সাইবার নিরাপত্তা, মহাকাশ গবেষণা, জলবায়ু পরিবর্তনের বিশ্লেষণ এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার উন্নয়নের মতো একাধিক ক্ষেত্রে কোয়ান্টাম কম্পিউটিং যুগান্তকারী পরিবর্তন আনতে সক্ষম বলে মনে করা হচ্ছে। প্রশাসনিক সূত্রের দাবি, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ইতিমধ্যেই তথ্যপ্রযুক্তি, স্টার্টআপ এবং উদ্ভাবনী গবেষণার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে। সেই লক্ষ্যকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে কোয়ান্টাম প্রযুক্তির সম্ভাবনা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। আন্তর্জাতিক প্রযুক্তি সংস্থাগুলির সঙ্গে অংশীদারিত্ব গড়ে তুলতে পারলে শুধু বিনিয়োগই নয়, রাজ্যে উন্নত গবেষণার পরিবেশ তৈরি হবে এবং নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগও সৃষ্টি হতে পারে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্ট মহল। প্রস্তাবিত বৈঠকে প্রযুক্তি স্থানান্তর, যৌথ গবেষণা প্রকল্প, বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সহযোগিতা, আধুনিক গবেষণাগার স্থাপন এবং শিক্ষার্থী ও তরুণ গবেষকদের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মতো বিষয়গুলিও আলোচনায় উঠে আসতে পারে। পাশাপাশি কোয়ান্টাম কম্পিউটিং, এআই এবং উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন কম্পিউটিং -এর সমন্বয়ে ভবিষ্যতের প্রযুক্তি- ইকোসিস্টেম গড়ে তোলার সম্ভাবনাও বিবেচনা করা হবে। বিশেষজ্ঞদের মতে, যদি এই উদ্যোগ সফল হয়, তাহলে পশ্চিমবঙ্গ দেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তি ও গবেষণা কেন্দ্র হিসেবে নিজেদের অবস্থান আরও শক্তিশালী করতে পারবে। এতে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ বাড়ার পাশাপাশি প্রযুক্তিনির্ভর শিল্প গড়ে ওঠার নতুন সুযোগ তৈরি হবে। একই সঙ্গে রাজ্যের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, গবেষণা সংস্থা এবং শিল্পক্ষেত্রের মধ্যে আরও ঘনিষ্ঠ সমন্বয় গড়ে উঠতে পারে। যদিও পুরো উদ্যোগটি এখনও প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে, তবুও নবান্নের এই পদক্ষেপকে ভবিষ্যতমুখী পরিকল্পনার অংশ হিসেবেই দেখছেন প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞরা।

'রিফর্ম এক্সপ্রেস'-এর অধীনে আরও আটটি কাঠামোগত সংস্কার উন্মোচন করলেন রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব

নয়াদিল্লি, ১৪ জুলাই ঃ দিল্লি কর্তৃক'সংস্কার অভিযান' অব্যাহত রেখে, কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী শ্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব আজ রেলকে আধুনিকীকরণের লক্ষ্যে আরও আটটি কাঠামোগত সংস্কারের ঘোষণা করেছেন। এর ফলে, এই উদ্যোগের অধীনে বাস্তবায়িত সংস্কারের মোট সংখ্যা ১৭-তে পৌঁছেছে। নতুন সংস্কারগুলি পণ্য পরিবহন, লজিস্টিকস, নির্মাণ পদ্ধতি, প্রকল্প বাস্তবায়ন, ওয়াগন ডিজাইন, দক্ষতা উন্নয়ন এবং ব্যবসা করার সহজতার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আনবে। নয়াদিল্লির রেল ভবনে সংবাদমাধ্যমকে সম্বোধন করে শ্রী বৈষ্ণব বলেন যে ভারতীয় রেল হল ভবিষ্যতের উপযোগী একটি রেল ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য ধারাবাহিক সংস্কার হাতে নেওয়া হচ্ছে। এই সংস্কারগুলো এর অংশ।দক্ষতা বৃদ্ধি ও উদ্ভাবন প্রসারের লক্ষ্যে ৫২ সপ্তাহে ৫২টি

সংস্কার বাস্তবায়নের মন্ত্রণালয়ের লক্ষ্যমাত্রা। এবং রেল পরিকাঠামোকে শক্তিশালী করা। শ্রী বৈষ্ণব বলেন, পূর্বে ঘোষিত সংস্কারগুলি...রিফর্ম এক্সপ্রেস উদ্যোগটি ইতোমধ্যে উৎসাহব্যঞ্জক ফল দিতে শুরু করেছে। শ্রী বৈষ্ণব বলেন যে, ভারতে প্রতি বছর প্রায় ৩৪ কোটি টন ফ্লাই অ্যাশ উৎপন্ন হয়, যার মধ্যে প্রায় ৯.৬ কোটি টন সিমেন্ট শিল্পে ব্যবহৃত হয়। ভারতীয় রেল ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে প্রায় ১.৩ কোটি টন ফ্লাই অ্যাশ পরিবহন করেছে, যা দেশের মোট ফ্লাই অ্যাশ উৎপাদনের প্রায় চার শতাংশ।

ভিক্টোরিয়া হাউসে ৬০ দিনের জমায়েত নিষেধাজ্ঞা ঘিরে হাই কোর্টে কালীঘাট তৃণমূল, বুধবার শুনানির সম্ভাবনা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১৩ জুলাই ঃ ২১ জুলাইয়ের কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে ফের রাজনৈতিক ও আইনি টানাপোড়েন শুরু হয়েছে রাজ্যে। ধর্মতলার ভিক্টোরিয়া হাউস চত্বরে দীর্ঘ ৬০ দিনের জন্য জমায়েত নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে কালীঘাট তৃণমূল। এই নিষেধাজ্ঞার ফলে তাদের নির্ধারিত ' স্মরণ' কর্মসূচি আয়োজনের ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে। সোমবার বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের এজলাসে বিষয়টি উত্থাপন করা হলে আদালত মামলা দায়েরের অনুমতি দেয়। আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে, আগামী বুধবার এই মামলার শুনানি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বিগত কয়েক বছর ধরে ধর্মতলার ভিক্টোরিয়া হাউস সংলগ্ন এলাকাতেই ২১ জুলাইয়ের কর্মসূচি পালন করে এসেছে তৃণমূল। সেই ধারাবাহিকতা বজায় রেখে এ বছরও একই স্থানে ' স্মরণ' অনুষ্ঠানের অনুমতি চেয়ে আবেদন জানানো হয়েছিল। তবে সেই অনুমতি মেলেনি। এরই মধ্যে কলকাতা পুলিশের জারি করা নির্দেশিকায় জানানো হয়, নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ওই এলাকায় চার বা তার বেশি মানুষের জমায়েতের উপর নিষেধাজ্ঞা বলব থাকবে। এই সিদ্ধান্তের বৈধতা নিয়েই আদালতের দ্বারস্থ হয়েছে কালীঘাট তৃণমূল। মামলার আবেদনকারী হিসেবে কালীঘাট তৃণমূলের পক্ষ থেকে সাংসদ ডেরেক ও'ব্রায়েন আদালতের শরণাপন্ন হন। তাঁর হয়ে আদালতে সওয়াল করেন সাংসদ ও আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। শুনানিতে তিনি দাবি করেন, শান্তিপূর্ণভাবে কর্মসূচি পালনের সাংবিধানিক অধিকারকে খর্ব করা হয়েছে। ভিক্টোরিয়া হাউস চত্বরে দীর্ঘ সময় ধরে জমায়েত নিষিদ্ধ রাখার যৌক্তিকতা নিয়েও প্রশ্ন তোলা হয়। আদালতের হস্তক্ষেপ চেয়ে আবেদন জানানো হলে বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য জনস্বার্থে বিষয়টি শুনানির জন্য গ্রহণ করেন এবং মামলা দায়েরের অনুমতি দেন।

হাওড়ার চ্যাটার্জিহাটে ব্যবসায়ীর বাড়িতে ঢুকে দু ঃসাহসিক ডাকাতি

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ১৪ জুলাই ঃ হাওড়ার চ্যাটার্জিহাট বাজার এলাকায় ব্যবসায়ীর বাড়িতে ঢুকে নাবালক পুত্র-কন্যার মাথায় বন্দুক ঠেকিয়ে দু ঃসাহসিক ডাকাতির ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য, আশেপাশের এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে দুষ্কৃতীদের সনাক্ত করার চেষ্টা পুলিশের। জানা গেছে, নবান্ন থেকে অনতিদূরে চ্যাটার্জিহাট বাজারের পিছনে বহুতল আবাসনে ব্যবসায়ীর বাড়িতে ঢুকে সোনার গয়না এবং নগদ টাকা লুট করে চম্পট দেয় তিন জনের এক ডাকাত দল। সোমবার রাতে ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্থানীয় এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ও আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। অভিযোগ, ঘটনার সময় ব্যবসায়ী সস্ত্রীক বাড়িতে ছিলেন না। সেই সময় বাড়িতে একা থাকা তাঁদের ১৭ বছরের কিশোর ও ১২ বছরের নাবালিকার মাথায় আগ্নেযাস্ত্র ঠেকিয়ে ভয়াবহ ওই ডাকাতি হয়। রাত সাড়ে ১০টা নাগাদ ঘটনাটি ঘটে। জনবহুল চ্যাটার্জিহাট বাজার এলাকায় স্থানীয় একটি বহুতলের তৃতীয় তলায় দু ঃসাহসিক ওই ঘটনা ঘটে। রাতে বাড়ির পাশের একটি মন্দিরে পুজো ছিল। স্থানীয়দের ভিড় ছিল সেখানেই। সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়েই ঘটনাটি ঘটে। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, তিন দুষ্কৃতী মুখে মাস্ক ও হাতে গ্লাভস পরে ওই ফ্ল্যাটে ঢোকে। এরপর বাড়িতে থাকা ১৭ বছরের কিশোর ও ১২ বছরের নাবালিকার মাথায় আগ্নেয়াস্ত্র ঠেকিয়ে আলমারি খুলে লুটপাট চালায় তারা। অভিযোগ, সোনার গয়না, নগদ টাকা সহ বহু মূল্যবান জিনিসপত্র নিয়ে তারা চম্পট দেয়। দুষ্কৃতীরা সকলেই ইশারায কথা বলছিল বলে পরিবারের সদস্যরা জানান।

রাজ্যে কৃষির উন্নয়নে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত রোড ম্যাপ তৈরির কাজ শুরু সরকারের

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ১৪ জুলাই ঃআবহাওয়া ও মাটির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে রাজ্যে কৃষির উন্নয়নে কেন্দ্রীয় সরকার একটি আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত রোড ম্যাপ তৈরির কাজ শুরু করেছে। কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান রাজ্যের প্রানী সম্পদ বিকাশ, গ্রামোন্নয়ন, কৃষি উপাদন, মৎস্য চাষ সহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আজ নবান্ন সংলগ্ন সভাঘরে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী, পঞ্চায়েত মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ, কৃষি মন্ত্রী দুধকুমার মন্ডল, নাবার্ড, ব্যাংক সহ সচিব ও আধিকারিকদের সঙ্গে পর্যালোচনা বৈঠক করেন। পরে সাংবাদিকদের বলেন কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষনা কেন্দ্রের সহযোগিতায় রাজ্য সরকারের সঙ্গে যৌথভাবে এই ম্যাপ তৈরির কাজ চলছে। বর্ষার মরসুমের কারনে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা প্রকল্পে গত ২০ জুলাই এর মধ্যে রাজ্যে কাঁচা বাড়ির উপরে সমীক্ষার কাজ শেষ করে তালিকা তৈরির কথা থাকলেও সেই সময়সীমা বৃদ্ধি করে ১৫ই আগষ্ট করা হয়েছে বলে তিনি জানিয়েছেন। পাশাপাশি ইতিমধ্যে যে সব বাড়ির সমীক্ষার কাজ শেষ হয়েছে সেগুলির কাজ দ্রুত শুরু করার জন্যে এক লক্ষ বাড়ি তৈরির আগাম অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। ভি বি জি রাম জি প্রকল্পে বছরে ১২৫দিনের কাজ সুনিশ্চিত করতে ইতিমধ্যে ২ কোটি ৫৬ লক্ষ জব কার্ড দেওয়া হয়েছে বলে তিনি জানান। এই প্রকল্পে অদক্ষ শ্রমিককে দিনপ্রতি তিনশো, অর্ধদক্ষ দের সাড়ে চারশো এবং দক্ষ শ্রমিকদের ৬০০ টাকা দেওয়া হবে বলে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জানিয়েছেন। পাশাপাশি রাজ্যে আলু, পাট বীজ তৈরি সহ কৃষির উন্নয়নে হুগলীর চুঁচুড়ায়, মালদা সহ চার জায়গায় প্রশিক্ষন ও গবেষনা কেন্দ্র তৈরি করা হবে বলে তিনি জানান। কৃষকদের জন্যে ডিজিটাল পরিচয়পত্র তৈরির কাজ শুরু ও তাদের উন্নয়নে রাজ্য সরকার প্রধানমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনা সহ বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্প চালু করার জন্যে তিনি মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান। বৈঠকে কিষান ক্রেডিট কার্ড নিয়েও ব্যাঙ্কের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। এই বৈঠককে ইতিবাচক উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেন প্রথম দফায় রাজ্যের দার্জিলিং, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া ও আলিপুরদুয়ার জেলায় প্রধানমন্ত্রী ধনধান্য যোজনা চালু করার জন্যে কেন্দ্রীয় অনুমোদন পাওয়া গিয়েছে। এছাড়াও স্বনির্ভর গোষ্ঠির মহিলাদের উন্নয়নে লাখপতি দিদি প্রকল্প নিয়েও তাদের মধ্যে আলোচনা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী গ্রাম স।ক যোজনায় দুই হাজার ৪০০ কিলোমিটার রাস্তা তৈরির জন্যে প্রথম দফায় কেন্দ্র সরকার রাজ্যের জন্যে এক হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে বলে মুখ্যমন্ত্রী জানান।

মাদক ও বেআইনি মদের বিরুদ্ধে লালবাজারের বিশেষ অভিযান

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১৪ জুলাই ঃ শহরে মাদক ও বেআইনি মদের কারবার রুখতে বিশেষ অভিযান শুরু করল কলকাতা পুলিশ। লালবাজার সূত্রে জানা গিয়েছে, চলতি সপ্তাহ থেকেই এই অভিযান শুরু হয়েছে এবং আগামী দু'সপ্তাহ ধরে তা চলবে। শহরের বিভিন্ন প্রান্তে মাদক পাচার ও অবৈধ মদ বিক্রির বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতেই এই বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যেই কলকাতা পুলিশের প্রতিটি থানা এবং গোয়েন্দা বিভাগকে এ বিষয়ে কড়া নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, শহরের প্রতিটি ডিভিশনের ডিসিদের নেতৃত্বে এই অভিযান পরিচালিত হবে। সংশ্লিষ্ট এলাকার থানার ওসি এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনারদের তত্ত্বাবধানে চলবে তল্লাশি ও নজরদারি। পাশাপাশি কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের বিভিন্ন শাখাও মাদক ও বেআইনি মদের চক্রের বিরুদ্ধে অভিযান চালাবে। লালবাজারের নির্দেশ অনুযায়ী, কোনও এলাকায় অভিযান চালানোর আগে সংশ্লিষ্ট ডিভিশনের ডিসিদের পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে এবং পুরো প্রক্রিয়ার উপর নজর রাখতে হবে। পুলিশের মূল লক্ষ্য হল, শহরের বিভিন্ন জায়গা থেকে যত বেশি সম্ভব মাদক এবং বেআইনি মদ উদ্ধার করা। পাশাপাশি এই কারবারের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে তাঁদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া। পুলিশ প্রশাসনের তরফে আরও জানানো হয়েছে, এই অভিযানের মাধ্যমে যে সমস্ত মামলা দায়ের হবে, তার বিস্তারিত রিপোর্ট প্রতিদিন পাঠাতে হবে কলকাতা পুলিশের অপরাধী রেকর্ড শাখা বা সিআরএসে। পরে সেই রিপোর্ট পুলিশ কমিশনারের কাছে পাঠানো হবে। শুধু স্থানীয় থানা নয়, কলকাতা পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরাও নিজ নিজ এলাকায় মাদক এবং বেআইনি মদের কারবার বন্ধ করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবেন। এদিকে সাধারণ মানুষের অভিযোগকেও গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। লালবাজার সূত্রে জানা গিয়েছে, সরকারি ' পোর্টালের মাধ্যমে সাধারণ মানুষ মাদক সংক্রান্ত অভিযোগ জানাতে পারবেন। সেই অভিযোগ পাওয়ার পর সংশ্লিষ্ট থানা তা যাচাই করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে। পুলিশ ইতিমধ্যেই শহরের বিভিন্ন এলাকায় মাদক ও বেআইনি মদ বিক্রির সম্ভাব্য জায়গাগুলির তালিকা তৈরির কাজ শুরু করেছে। কোথায় কোথায় এই ধরনের কারবার চলছে, কারা এর সঙ্গে যুক্ত এবং কীভাবে এই চক্র পরিচালিত হচ্ছে, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এর পাশাপাশি মাদক পাচারকারীদের সম্পর্কেও তথ্য সংগ্রহ করছে পুলিশ। তদন্তকারীদের মতে, শুধু মাদক উদ্ধার করলেই হবে না, এর পিছনে থাকা মূল চক্রকে চিহ্নিত করাই এই অভিযানের অন্যতম লক্ষ্য। সেই কারণেই মাদক সরবরাহের উৎস, পাচারের পথ এবং জড়িত ব্যক্তিদের সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে। শহরে অপরাধ নিয়ন্ত্রণ এবং যুবসমাজকে মাদকের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে দূরে রাখতেই এই বিশেষ অভিযান বলে জানিয়েছে পুলিশ। আগামী দু'সপ্তাহের এই অভিযানে কতটা সাফল্য আসে, এখন সেদিকেই নজর রয়েছে।

দীর্ঘ দুই দশক পর কলকাতায় তসলিমা

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ১৪ জুলাই ঃ প্রায় কুড়ি বছর পর আবারও পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে পা রাখতে চলেছেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক তসলিমা নাসরিন। দীর্ঘ বিরতির পর আগামী ১ অগস্ট কলকাতার রবীঃদ্র সদনে আযোজিত একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার কথা রয়েছে তাঁর। এই সফরকে ঘিরে ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক মহলে ব্যাপক আলোচনা শুরু হয়েছে। অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তাদের দাবি, বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের যৌথ উদ্যোগে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। সেখানে সমাজের বিভিন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তির পাশাপাশি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকেও আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। আয়োজকদের বক্তব্য, মুখ্যমন্ত্রী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার বিষয়ে সম্মতি জানিয়েছেন।

অনুষ্ঠানের অন্যতম উদ্যোক্তা মোহিত রায় জানান, তসলিমার এই রাজ্যে আসার ক্ষেত্রে তো কোনও আইনি বাধা নেই। আদতে বিগত দু'টো সরকার মৌলবাদের কাছে নতজানু হয়েছিল। এখন নতুন একটি সরকার এসেছে। নতুন আবহে আমরা যাঁরা দীর্ঘ দিন তসলিমার সঙ্গে যোগাযোগ রাখি, তাঁরা ঠিক করলাম তসলিমাকে কলকাতায় আনব। তিনি আরও বলেন, এই অনুষ্ঠানের নেপথ্যে কোনও রাজনীতি নেই। তসলিমার বিভিন্ন কবিতা ও গান নিয়ে অনুষ্ঠান হবে। তবে তসলিমার নিরাপত্তা একটা বড় বিষয়। সরকারের তরফে তসলিমার নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা হয়েছে। এই অনুষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে ' মিশন' নামে একটি সংগঠনও। সংগঠনের পক্ষ থেকে কলকাতা হাই কোর্টের আইনজীবী ওসমান মল্লিক সমাজমাধ্যমে একটি বার্তা প্রকাশ করে জানান, দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান...। সকল প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিকে পরাস্ত করে তিনি আসছেন। আমরা তাঁর সংগ্রামের সঙ্গে ছিলাম, আছি, থাকব। উদ্যোক্তাদের প্রচারসামগ্রীতে তসলিমা নাসরিনকে ' বিরোধী প্রতিবাদের অগ্নিসম প্রতীক' হিসেবেও উল্লেখ করা হয়েছে, যা নিয়েও বিভিন্ন মহলে আলোচনা শুরু হয়েছে। অন্যদিকে, তসলিমার এই সফরকে কেংদ্র করে রাজনৈতিক প্রতিক্রিযাও সামনে এসেছে।

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (Water Supply), Br-XVI, KMC** invites e-tender for the following work :-

NIT No. : KMC/WS/JOKA/04/2026-27

Name of work : **Filter water pipe line shifting of 300 MM Dia M.S. reserve main at Chakramnagar near Charaktala ESR in Ward No.142, Br-XVI.** Estimated Cost : **Rs.1,98,406.13.** Earnest Money : **Rs.4,000.00.** Period of Completion : **15 days.** Last date of submission of bid : **22.07.2026 upto 2 p.m.** Tender will be opened on : **24.07.2026 at 3 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **15.07.2026 at 5 p.m.** in the website **https://wbtenders.gov.in**

The **Executive Engineer (Water Supply), GRWW, KMC** invites e-tender for the following works :-

1. NIT No. : EEWS/KMC/GRWW/26-27/06
Name of work : **Strengthening of three nos. 1600 MM Dia leaky PSC socket joint at Coco Cola Company Gate No.03 on Taratala Road.** Estimated Amount : **Rs.1,85,115.43.** Earnest Money : **Rs.3,750.00.** Period of Completion : **07 days.**

2. NIT No. : EEWS/KMC/GRWW/26-27/07
Name of work : **Strengthening of two nos. 1500 MM Dia PSC CC Line at Marine College and 8 inch C.I Line other allied works.** Estimated Amount : **Rs.2,75,210.86.** Earnest Money : **Rs.5,555.00.** Period of Completion : **10 days.**

3. NIT No. : EEWS/KMC/GRWW/26-27/08
Name of work : **Leak repairing of two nos 1600 MM Dia PSC, SS Line between Dimond Beverage Gate-3 & 4 and one 6 inch C.I Line on Vesivious Garden on Taratala Road.** Estimated Amount : **Rs.2,59,605.13.** Earnest Money : **Rs.5,200.00.** Period of Completion : **10 days.**

4. NIT No. : EEWS/KMC/GRWW/26-27/10
Name of work : **Strengthening by MS Cleat of 1600 MM Dia PSC Pipe on SS Grid opposite loading unloading area of DBPL on Taratala Road.** Estimated Amount : **Rs.2,48,679.62.** Earnest Money : **Rs.5,000.00.** Period of Completion : **10 days.**

5. NIT No. : EEWS/KMC/GRWW/26-27/32
Name of work : **Strengthening of two nos. 1600 MM Dia PSC SS, pipe line beside Bamboo Shop near Zinzira Bazar More on Taratala Road.** Estimated Amount : **Rs.2,23,169.50.** Earnest Money : **Rs.4,500.00.** Period of Completion : **07 days.**

6. NIT No. : EEWS/KMC/GRWW/26-27/34
Name of work : **Strengthening of 600 MM Dia PSC pipe near BBT Road railway bridge and one nos. 4" C.I Line at Kopt compound on Taratala Road.** Estimated Amount : **Rs.1,96,568.71.** Earnest Money : **Rs.3,950.00.** Period of Completion : **07 days.**

7. NIT No. : EEWS/KMC/GRWW/24-25/137A
Name of work : **Renovation of four numbers 10 HP submersible pumps by replacing damaged component with new ones for urgent maintenance work of Garden Reach Water Works Command Zone.** Estimated Amount : **Quotation.** Earnest Money : **Rs.3,950.00.** Period of Completion : **10 days.** Last Date and Time of receipt/opening of Tender (Online) : **22.07.2026 at 2 p.m./24.07.2026 at 2 p.m. (for Sl.No.1 to 7).**

8. NIT No. : EE/GRWW/WTP-I/17R/2026-27
Name of work : **Renovation of Syphon Line for 8 Nos. Filter Beds at B-side with other allied works at WTP-I under GRWW.** Estimated Amount : **Rs.2,95,243.00.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.** Period of Completion : **15 Days.**

9. NIT No. : EE/GRWW/WTP-I/08R/2026-27
Name of work : **Repairing and replacement of different spare parts of Sludge Pump No.01 at Sludge Pump House with ancillary works under WTP-I, GRWW.** Estimated Amount : **Quotation.** Earnest Money : **Rs.5,900.00.** Period of Completion : **15 Days.** Last Date and Time of receipt of Tender (Online) : **28.07.2026 at 2 p.m. (for Sl.No. 8 & 9).** Last Date and Time of opening of Tender (Online) : **30.07.2026 at 2 p.m. (for Sl.No.8 & 9).** The bid forms and other details will be availabel shortly from the website **https://wbtenders.gov.in (for Sl.No.1 to 6, 8 & 9) and https://etender.wb.nic.in (for Sl.No.7).**

229 / 26-27

অরণ্য সপ্তাহ পালন করছে গণ উন্নয়ন পর্ষদ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১৪ জুলাই ঃ প্রতিবছরের মত এ বছরও ১৪ই জুলাই থেকে ২০ই জুলাই - ২০২৬ অরণ্য সপ্তাহ পালন করছে গণ উন্নয়ন পর্ষদ। সাথে আছে রোটারি বেঙ্গল ড্রিমার্স। সহযোগী সংগঠন হিসাবে রয়েছে ইন্ডিয়ান সায়েন্স নিউজ অ্যাসোসিয়েশন, ন্যাশনাল এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স অ্যাকাডেমী এবং বিজয়গ। জ্যোতিষ রায় কলেজ। আমরা আধুনিক সুখ-সুবিধা পাওয়ার লোভে অরণ্য নির্বিচারে কেটে ফেলছি। ফলে পৃথিবী দিনে দিনে গরম হয়ে উঠছে। আজ মানুষের মুখে মুখে শোনা যায় বিশ্ব উষ্ণায়ন, জলবায়ু পরিবর্তনের কথা। কিন্তু আমরা এই সমস্যার কথা শুনলেও এর থেকে কি করে পরিত্রাণ পেতে পারি বা যাতে এই সমস্যা আর না বাড়তে পারে তার জন্য সঠিক কোন ব্যবস্থা আমরা অনেক ক্ষেত্রে নিইনা। গণ উন্নয়ন পর্ষদের লক্ষ্য হলো আগামী দিনের দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে যে নবীন প্রজন্ম বেড়ে উঠছে তাদের মধ্যে এই ধারণা গেঁথে দেওয়া যে অরণ্য হলো আমাদের অতি মূল্যবান সম্পদ। একে রক্ষা করা অত্যন্ত জরুরী। আমরা এতদিন ধরে এর যে বিনাশ করে এসেছি তারফলে যে ক্ষতি হয়েছে, তা পূরণের জন্য উপযুক্ত পদক্ষেপ নেওয়া, এই উপলক্ষে গণ উন্নয়ন পর্ষদ ও তার সহযোগী সংগঠনগুলো একত্রিত হয়ে সারা সপ্তাহব্যাপী বিভিন্ন কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও বিদ্যালয়গুলোতে নানা ধরনের কার্যক্রম করছে, উল্লেখ্য সেন্ট

জেভিয়ার্স কলেজ (স্বশাসিত), যাদবপুর বিদ্যাপীঠ, বিজয়গ। জ্যোতিষ রায় কলেজ প্রভৃতি জায়গায় ডিজিটাল পোস্টার মেকিং প্রতিযোগিতা, পরিবেশের উপর কুইজ প্রতিযোগিতা এবং মোবাইল রিলস মেকিং প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছে। এদিনের অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডঃ রক্তিমা মুখোপাধ্যায়- Executive Director, IBRAD, ডঃ সুবর্ণা ভট্টাচার্য Asst. Prof. School of Environmental Studies, Jadavpur University, ডঃ সুদেষ্ণা শ্যাম চৌধুরী- Associate Prof. Microbiology, St. Xavier College (স্বশাসিত), অধ্যাপক শ্রী সুধেন্দু মন্ডল- প্রাক্তন অধিকর্তা ন্যাশনাল লাইব্রেরী, এডিটর, ইন-চিফ সাইন্স এন্ড কালচার, ইন্ডিয়ান সায়েন্স নিউজ অ্যাসোসিয়েশন, ডঃ কৃষ্ণেন্দু দাস- প্রাক্তন প্রিন্সিপাল সায়েটিস্ট, ICAR, সহ-সভাপতি ন্যাশনাল এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স অ্যাকাডেমী, শ্রীমতি সুতপা সরকার- ডিরেক্টর, গণ উন্নয়ন পর্ষদ, শ্রীমতি রাজর্ষি নিয়োগী- অধ্যক্ষ, বিজয়গ। জ্যোতিষ রায় কলেজ, শ্রীমতি সোয়েতা সিং- সভানেত্রী রোটারি বেঙ্গল ড্রিমার্স প্রমুখ। এই সপ্তাহব্যাপী অনুষ্ঠানে প্রায় ৪০০ জন শিশু ও কিশোর অংশগ্রহণ করবে ও তাদের মধ্যে ৬০০ টি গাছ বিতরণ করা হবে।

রাজ্য প্রানী বাঘরোলের মৃতদেহ উদ্ধার হলো হাওড়ার আমতায়

নিজস্ব সংবাদদাতা,আমতা, ১৪ জুলাই ঃ মঙ্গলবার রাজ্য প্রানী বাঘরোলের মৃতদেহ উদ্ধার হলো হাওড়ার আমতা থানা এলাকার নারীটের মালিক পাড়ায়। যা ঘিরে রীতিমতো এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। শুধু তাই নয় এই নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন ব্যবসায়ীরা বন্যপ্রান প্রেমীরা। ওই বাগরোলটিকে খুন করা হয়েছে বলে অভিযোগ তাদের। উল্লেখ্য আমাদের রাজ্য প্রাণী বাঘরোল সারা পৃথিবীতে যত সংখ্যক পাওয়া যায় তার অধিকাংশ টাই মেলে হাওড়া আমতা দু'নম্বর ব্লক এলাকায়। আমতা এলাকায় নারীট , কুশবেড়িয়া এই সমস্ত এলাকার খড়ি বনে বাঘরোল বা মেছো বেড়ালের বাসস্থান। ভরা বর্ষায় খড়িবনের ভিতরে জল ঢুকে যাওয়ায় এই সময় বাঘরোল খাওয়ার জন্য লোকালয়ে চলে যায়।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
৩১ বর্ষ, দৈনিক ২২৪ সংখ্যা, বুধবার , ৩০ আষাঢ়, ১৪৩৩

বাঙালি নোবেল বিচারক

তিনবার নোবেল পুরস্কার মিটির বিচারক এক বাঙালি। যশোর শহরের ছেলে হয়ে তিন বার নোবেল পুরস্কার কমিটির একজন বিচারক মনোনীত হয়েছিলেন। যশোর শহরের ভেতর তার নামে একটি সড়ক আছে। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য আমরা কেউ তাকে চিনি না। অনেকে তাঁর নাম শুনে বিস্মিত হন। ভৌত রসায়ন ক্ষেত্রের পথিকৃৎ প্রখ্যাত বিজ্ঞানী নীলরতন ধর, ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দের ২রা জানুয়ারি যশোর শহরে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন অ্যাডভোকেট প্রসন্ন কুমার ধর। ড. নীলরতন ধর পরিবারের ভ্রাতাগণ উকিল অমূল্য রতন ধর, রাজনীতিবিদ ডা জীবন রতন ধর, ডা দুর্গারতন ধর এম.আর.সি.পি সবাই স্ব স্ব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। প্রখ্যাত বিজ্ঞানী অধ্যাপক নীলরতন লেখাপড়া শুরু করেছিলেন যশোর জেলা স্কুলে। শিক্ষাজীবনের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সর্বস্তরেই প্রথম। এম.এস.সি-তে কলা ও বিজ্ঞান বিভাগ নিয়ে সর্বোচ্চ রেকর্ড নম্বর পেয়ে কুড়িটি স্বর্ণপদক, গ্রিফিথ পুরস্কার ও এশিয়াটিক সোসাইটি প্রদত্ত পুরস্কার লাভ করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়ন শাস্ত্রে এম.এস.সি পড়ার সময়ে বিজ্ঞান জগতের দুইজন দিকপাল আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র ও আচার্য জগদীশচন্দ্রের অধীনে গবেষণা করেন। ১৯১৫ সালে স্টেট স্কলারশিপ পেয়ে বিলেত যান। ১৯১৭ সালে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এবং ১৯১৯ সালে প্যারিসের সরবন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ‘ডি.এস.সি’ উপাধি লাভ করেন। ১৯১৯ সালে লণ্ডনে ফিরে আই.ই.এস নির্বাচিত হয়ে এলাহাবাদ ম্যুর সেন্ট্রাল কলেজের রসায়ন বিভাগের প্রধান হিসেবে যোগ দেন। তাঁর গবেষণা জীবনের প্রথম কাজ ‘ইনডিউসড অ্যাণ্ড ফটো-কেমিক্যাল রিঅ্যাকশন’। শেষ জীবনেও তিনি নাইট্রোজেন ফিকশন নিয়ে গবেষণারত ছিলেন। তাঁর মৌলিক গবেষণাপত্রের সংখ্যা ছয়শতাধিক । ভৌত রসায়ন ক্ষেত্রে তিনি পথিকৃৎ হিসেবে স্বীকৃত। তিনি পাঁচটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনারারি ডক্টরেট এবং এস এ হিল ও জি হিল স্মৃতি পুরস্কার পেয়েছেন। ১৯৩৮, ১৯৪৭ ও ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে নোবেল পুরস্কার কমিটিতে তিনি বিচারক ছিলেন। তিনি ভারতীয় বিজ্ঞান একাডেমির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে ২০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে তাঁর নির্মিত ‘ইণ্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অব স্পেশাল সায়েন্স’ এর বাড়িটি তাঁর প্রথম স্ত্রী বিজ্ঞানী সেইলা ধরের মৃত্যুর পর (১৯৪৯) এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় তাঁর নামাঙ্কিত করে। তিনি অত্যন্ত মিতব্যয় জীবনযাপন করতেন। গবেষণার জন্য তিনি বহু লক্ষ টাকা ব্যয় করেছেন। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে চার লক্ষ টাকা আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের নামে অধ্যাপক পদ ও এক লক্ষ টাকা আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর নামে লেকচারার পদ সৃষ্টির জন্য দিয়েছেন। চিত্তরঞ্জন সেবাসদনকে এক লক্ষ টাকা এবং সাত বছরের সম্পূর্ণ বেতন তিনি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করেন। ভারত সরকার তাঁকে পদ্মশ্রী খেতাব দিতে চাইলে তিনি তা বিনয়ের সাথে প্রত্যাখ্যান করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থগুলি হলো- আমাদের খাদ্য, জমির উর্বরতা বৃদ্ধির উপায়, নিট কনসেপশন ইন বায়ো কেমিস্ট এবং ইনফ্লুয়েন্স অব লাইট ইন সাম বায়ো-কেমিক্যাল প্রসেস ইত্যাদি।

মহাকরণে সাংবাদিক কর্ণার

১৭৭৭ সালে থমাস লিওঁর ডিজাইনে তৈরি লাল দিঘির সামনে লাল রঙের এই ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির এই স্থাপত্য গড়ে তোলা হয়েছিল মূলত জুনিয়র করণিকদের অফিস হিসেবে। ১৯৪৭ সালে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে এটি গড়ে তোলা হয় মূলত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মন্ত্রীদের মুখ্য দফতর হিসেবে। পাঁচ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার বর্গ ফুটের এই ব্রিটিশ স্থাপত্যের ভিতরে ছিল রাজ্য সরকারের মোট ৩৪ দফতর। প্রায় ৬০০০ সরকারি কর্মী এখানে বসে কাজ করতেন। রাইটার্স বিল্ডিং বা মহাকরণ ১৭৭৭ সালে থমাস লিয়ন ইআইসি-এর জন্য ডিজাইন করেছিলেন। ভারতে তার ব্যবসায়িক কার্যক্রমকে একীভূত করতে এবং ইআইসি কর্তৃক বেঙ্গল সুবেদারের বসানো আয়কর কার্যক্রমকে কেন্দ্রীভূত করতে চেয়েছিল। সময়ের সাথে সাথে, ভারতে ব্রিটিশ বাণিজ্যের আগ্রহ বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং ইআইসি বাংলার নবাবদের পরাজিত করে। এটি ইআইসি-এর কার্যকর সদর দফতর এবং পরবর্তীতে ভারতীয় উপমহাদেশে সমগ্র ব্রিটিশ রাজ হিসেবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। ২০০ বছরেরও বেশি সময় ধরে ভবনটি ব্রিটিশ ক্ষমতার কেন্দ্র হিসেবে কাজ করেছে এবং দাবি করা হয়, বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি এবং পরবর্তীতে বঙ্গ প্রদেশের সরকারের আসন হিসেবে। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে, ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় এই ভবনটি ছিল আন্দোলন, সহিংসতা এবং হত্যা প্রচেষ্টার স্থান। ১৯৪৭ সালে ভারতের স্বাধীনতার পর থেকে, এটি রাষ্ট্রীয় সচিবালয় হিসাবে কাজ করেছে। কালিকাটা গ্রামটি ব্রিটিশ কলকাতা এবং অবশেষে কলকাতায় পরিণত হওয়ায় তাৎক্ষণিক অঞ্চলের ইতিহাস গঠনে এই ভবনটি একটি মৌলিক ভূমিকা পালন করে। এর ধারণা থেকে, বিল্ডিং-এর চারপাশে উদীয়মান শহরটির ফোকাল প্রশাসনিক এবং ব্যবসা কেন্দ্রে পরিণত হওয়ার জন্য ডিজাইন করা হয়েছিল এবং এইভাবে ইআইসি-র মালিকানাধীন বিদ্যমান অবকাঠামোর কাছাকাছি নির্মিত হয়েছিল। এটি একই জমির অংশে নির্মিত হয়েছিল যেখানে বাংলার ইআইসি-র প্রাথমিক সামরিক ঘাঁটি ফোর্ট উইলিয়াম ১৭৫৬ সাল পর্যন্ত দাঁড়িয়েছিল। এটি ‘হোয়াইট টাউন’-এর কেন্দ্র হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিল, যা মূলত ইংরেজ বণিক, অফিসার এবং ইআইসি দ্বারা পরিচালিত হত। প্রধানত স্থানীয় জমির মালিক এবং ব্যবসায়ীদের দ্বারা জনবহুল ‘ব্ল্যাক টাউন’ থেকে পৃথক রাখা হয়েছিল। হিন্দুস্থান টাইমসের সাংবাদিক এবং প্রবীণ সাংবাদিক তপন দাস, মাঝে মাঝে রোমিতা দত্ত যেতেন মহাকরণে। বর্তমান পত্রিকার অমল সরকার, জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়, গণশক্তির কৌশিক উপস্থিত হত।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

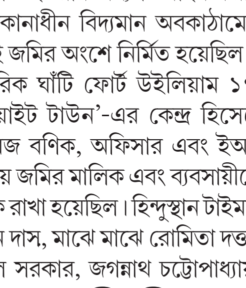

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর বলেন যে ধর্মকে সত্যপথে পরিচালিত হলে অধর্মের পরাজয় ঘটে। চাই জ্ঞান শক্তি। বুদ্ধি শক্তি। এই সব শক্তির ধারক হচ্ছেন মা। মায়ের আশির্বাদ গ্রহণ করতে হবে। মাতৃভক্তিকে জাগরিত করতে হবে। ভক্তিভাবে কর্ম করতে হবে। মা অভয় দান করে থাকেন। তাঁর অভয় দানের মধ্যে দিয়ে জগত নির্ভয় লাভ করে। তিনি হচ্ছেন শক্তিরূপিনী জগদ্ধাত্রী মা। মৃন্ময়ী মা রূপে পুজিত হয়ে থাকেন। তিনি জগত ধারন এবং বহন করে থাকেন। এই জগতে যিনি শক্তি অর্জন করে তিনি সব কিছুকে জয় করতে পারেন। মানসিক শক্তি, শারীরিক শক্তি দুই শক্তি প্রয়োজন।

মা সারদা দেবী

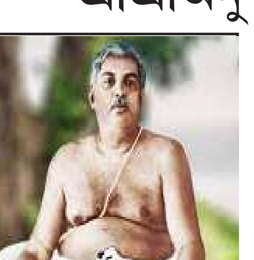

মা সারদা দেবী বললেন, গীতায় মানব ধর্মের কথা বলা হয়েছে। সেখানে বারবার একটি কথা বলা হচ্ছে অসৎ পথ পরিত্যাগ করে সৎ পথকে অবলম্বন করো। তাহলে জীবনকে রক্ষা করতে সক্ষম হবে। জীবন ধন্য হতে থাকবে। জীবনকে শক্তিশালী করতে হবে। তার জন্য মায়ের ধ্যান করতে হবে। মাতৃভক্তিকে জাগরিত করতে হবে। মাই হচ্ছেন আসল শক্তির আধার। তিনি সবাইকে শক্তি দান করে থাকেন। মা ভবতারিনী হচ্ছেন শক্তি। মনের শক্তি এবং ভক্তি জাগরিত হলে আর কোনও অপশক্তি আপনাকে পরাস্ত করতে পারবে না। সব অপশক্তি পরাস্ত হবে। ধন্য হয়ে উঠবে গোটা জগতটা। জ্ঞান অর্জন করতে হবে। জ্ঞানই ধন উপার্জন করতে সাহায্য করবে। যিনি জ্ঞানী তাদের ধন উপার্জন করতে আলাদা করে উদ্যোগী হতে হয় না। ধন আপনা থেকে তার কাছে এসে ধরা দিয়ে থাকে। জ্ঞানই ধন উপার্জনের পথটাকে খুলে দেয়। মনের শক্তিটাকে খুলে দিতে হয়। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, মানব ধর্ম হচ্ছে সবচেয়ে বড় ধর্ম। তার ওপরে আর কোনও ধর্ম নেই।

ভারতের বিপ্লবী আন্দোলনে ‘গদর পার্টি’

রবীন্দ্রকুমার শীল

বাংলার বিপ্লবীদের কথা বলতে গেলে স্বাভাবিকভাবে এসে পড়বে ‘গদর’ দলের কথা। বাংলার ‘যুগান্তর’, ‘অনুশীলন সমিতি’ এর মতো বিদেশে তৈরি হয়েছিল ‘গদর’ দল। স্বাধীনতা আন্দোলনে গদর দলের ভূমিকার কথা অতি অবশ্যই উল্লেখযোগ্য। ১৯১৩ সালে আমেরিকাতে গঠিত হল ‘প্যাসিফিক কোস্ট হিন্দুস্তান অ্যাসোসিয়েশন’। এই দলের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল ভারত থেকে ব্রিটিশ

রাজকে সরিয়ে দেওয়া। লালা হরদয়াল, সনতোখ সিং, বাবা জাওয়ালা সিং, সন্ত বাবা ওয়াসাখা সিং দাদেহার এবং সোহান সিং ভাকনা এই সংস্থা তৈরি করে ছিলেন। তাঁরা একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন-‘ গদর কি গুঞ্জ’। এই সংস্থা ক্রমশ আমেরিকা এবং কানাডাতে শ্রীবৃদ্ধি লাভ করতে শুরু করে। এই সংস্থার অধিকাংশ সদস্যরা পাঞ্জাবের তরুণ তারা ক্যালিফোরনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে গিয়েছিল। সদস্যদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন ভিজি পিংলে, হর দয়াল সিং, করতার সিং, তারক নাথ দাস সহ আরও অনেকে। সোহান সিং ভাকনা প্রচার করতে শুরু করলেন -“We are not Sikhs or Punjabis. Our religion is patriotism”।এই দলের সদস্যরা একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করলো। নাম দিল ‘গদর’। গদর একটি আরবিক শব্দ। এর অর্থ হল ‘বিদ্রোহ’। পত্রিকার প্রচ্ছদের ওপরে লেখা থাকলো -‘ইংরেজি রাজ কা দুষমন’। বড় বড় করে লেখা হল- “চাই- সাহসী সেনা যারা ভারতকে মুক্ত করতে চায়; মাইনা- মৃত্যু; মুল্য- শহীদ; পেনশন- স্বাধীনতা; যুদ্ধক্ষেত্র- ভারত।’ প্রথম সংখ্যাতেই করতারা সিং লিখলেন-“Today there begins ‘Ghadar’ in foreign lands, but in our country’s tongue, a was against the British Raj. What is our name? Ghadar. What is our work? Ghadar. Where will be the revolution? In India. The time will soon come when rifles and blood will take the place of pens and ink!” গদর দল বাংলার বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বাঘা যতীন) এবং রাসবিহারী বোসের সঙ্গে যোগাযোগ করে। গদর দলের সদস্যদের সঙ্গে মিলিত হয়ে ভারতে একটি সশস্ত্র অভ্যুত্থান করার স্বপ্ন দেখতে শুরু করেন রাসবিহারী বোস, বাঘা যতীন এবং শচীন্দ্রনাথ সান্যাল। ১৯১৪ সালের এপ্রিল মাসে গুরদিত সিং সান্ধু ‘কামাগাটা মারু’ নামে একটি জাহাজে যাত্রী বোঝাই করে ভারতের উদ্দেশ্যে পাড়ি জমায়। এদের মূল উদ্দেশ্য ছিল যেসব শিখসহ ভারতীয়রা যারা বিদেশে রয়েছে তাদেরকে ভারতে পৌছে দিয়ে ব্রিটিশ সরকারের ওপরে চাপ সৃষ্টি করা যাতে তারা ভারত ত্যাগ করে চলে যায়। ‘কামাগাটা মারু’র যাত্রীদের মধ্যে গদর দলের প্রচার পত্র বিলি করা হয়। তাদেরকে জানানো হল ব্রিটিশ শক্তি দুষমন হচ্ছে ‘গদর দল’। আমরা এখন দেশকে মুক্ত করতে সেখানে চলেছি। বজবজে কামাগাটামারু জাহাজ উপস্থিত হলে যাত্রীদের নামতে বাধা দেওয়া হয়েছিল। ব্রিটিশ পুলিশ গুরদিত সিং সান্ধুকে গ্রেফতার করার চেষ্টা করে। গদর দলের সদস্য বিষ্ণু গণেশ পিংলে ছিলেন একজন মারাঠি যুবক। পিংলের সঙ্গে সত্যেনভূষণ সেনের পরিচয় ছিল। আবার সত্যেনের সঙ্গে বাঘা যতীনের পরিচয়। কামাগাটামারুর ঘটনার পরেই পিংলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন যে তিনি ভারতে ফিরে আসবেন এবং স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করবেন। সত্যেন সেনের ছদ্মনাম ছিল ‘বিজয়’। পিংলে কলকাতায় এসে উপস্থিত হলে বিজয় বাঘা যতীনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। বাঘা যতীনের সঙ্গে আলোচনা করে পিংলে রাসবিহারী বোসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। বেনারসের বাঙালি টোলাতে রাসবিহারীর সঙ্গে দেখা করে আলোচনায় বসলেন পিংলে। সেখানে সেনা অভ্যুত্থানের বিষয়ে আলোচনা হয়েছিল। ব্রিটিশ ভারতীয় সেনা দলে শিখ সেনার সংখ্যা বেশি। তাদেরকে জাতীয়তা বাদের মন্ত্রে দীক্ষিত করে ব্রিটিশ দের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর পরিকল্পনা নিয়ে বিস্তারিত আলো চনা হয়েছিল। ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের মতো আবার ব্রিটিশ বিরোধী সেনা অভ্যুত্থান কীভাবে করা যেতে পারে তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। ১৯১৪ সালে ৩১ ডিসেম্বর অমৃতসর শহরে পিংলে একটি গোপন বৈঠক করেছিলেন। সেই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন কারতার সিং, সরমন সিং, পরমানন্দ, বলবন্ত সিং, নিধন সিং, মুলা সিং সহ আরও অনেকে। ভারতের ব্রিটিশ বিরোধী দ্বিতীয় সেনা অভ্যুত্থানের পরিকল্পনায় মুখ্যভূমিকা পালন করেছিলেন রাসবিহারী বোস, শচীন সান্যাল, বিষ্ণু গণেশ পিংলে, কারতার সিং, বাঘা যতীন সহ আরও বেশ কয়েক জন বিপ্লবী। ১৯১৫ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি সেনা অভ্যুত্থনের দিন হিসাবে চিহ্নিত করা হল। কিন্তু বিশ্বাসঘাতক কৃপাল সিং ব্রিটিশ সরকারকে সচেতন করে দেওয়ার ফলে অভ্যুত্থানের তারিখকে এগিয়ে নিয়ে আসা হয়। তিন দিন এগিয়ে নিয়ে আসা হল। ১৯ ফেব্রুয়ারি ১৯১৫ সালের অভ্যুত্থানের দিন স্থির করা হল। তারিখ পরিবর্তনের খবর ব্রিটিশ গোয়েন্দারা পেয়ে গিয়েছিল। তার ফলে ভারতে ব্রিটিশ বিরোধী সেনা অভ্যুত্থান করা সম্ভব হল না। রাসবিহারী বোস বুঝতে পারলে ভারতের মধ্যে থেকে সেনা বিদ্রোহ করানো একেবারে অসম্ভব। কারণ একানে প্রতিটি পদে পদে বিশ্বাস ঘাতকেরা লুকিয়ে রয়েছে। তারা ব্রিটিশ সরকারের গুপ্তচর হয়ে কাজ করতে শুরু করছে। সেই কারণে বাসবিহারী বোস কারোর সমানে ছদ্মবেশ ছাড়া উপস্থিত হতেন না। তাঁর আসল চেহারার সঙ্গে কেউ পরিচিত ছিল না। তাঁর আসল নামও কেউ জানতো না। এমনকী ব্রিটিশ সরকারও পর্যন্ত রাসবিহারী বোসের কোনও ছবি সংগ্রহ করতে পারেনি। কে রাসবিহারী বোস তা নিয়ে ব্রিটিশ গোয়েন্দারা বিভ্রান্ত ছিল। ফলে তাঁকে গ্রেফতার করতে পারেনি ব্রিটিশ সরকার। ভারতের সশস্ত্র সংগ্রামে গদর বিপ্লবীদের নাম করতেই হবে। নাহলে ভারতের সশস্ত্র সংগ্রামের ইতিহাস অসম্পূর্ণ। গদর দলের নেতাদের সহ সদস্যদের ধরে ধরে আন্দামানে সেলুলার জেলে পাঠানো হয়। সর্ব প্রথমে নাম উচ্চারণ করতে হয় পিংলের।

বিষ্ণু গণেশ পিংলে ঃ বিষু গণেশ পিংলে সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তবে তিনি ১৮৮৮ সালে পুনের তেলেগাওয়ন গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। সামার্থা বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। পিংলে তারপরে আমেরিকাতে চলে যান। সেখান কার সিটেল বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দান করেছিলেন ১৯১১ সালে। তারপরেই তিনি আমেরিকার গদর দলে অংশ গ্রহণ করেন। ২০ নভেম্বর ১৯১৪ সালে তিনি ভারতে ফিরে আসেন। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করার ইচ্ছা তিনি প্রকাশ করেন তাঁর বন্ধু সত্যেন সেনের কাছে। বন্ধু সত্যেন সেন তাঁকে নিয়ে গিয়েছিলেন যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে। বাঘা যতীনের কাছে রাসবিহারী বোসের সঙ্গে কথা বলার ইচ্ছা প্রকাশ করবে . ছিলেন পিংলে। যতীন্দ্রনাথ মুখো পাধ্যায় তাঁর হাতে রাসবিহারী বোসকে উদ্দেশ্য করে লেখা একটি চিঠি দেন। পিংলে রাসবিহারী বোসকে জ্ঞাত করালেন যে কয়েক হাজার গদর দলের সদস্য অপেক্ষা করে রয়েছে, যারা ভারতে উপস্থিত হয়ে ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রাম অংশ গ্রহণ করতে ইচ্ছুক । ভারতের সেনা অভ্যুত্থান ব্যর্থ হলে পিংলে হাল ছেড়ে দেননি। নতুন করে ব্রিটিশ বিরোধী অভ্যুত্থান পরিক ল্পনাকে বাস্তবায়িত করতে ২০ মার্চ ১৯১৫ সালে পিংলে আবার বেনারসে উপস্থিত হন। এবারেও মেরুট ষড়যন্ত্র ফাঁস হয়ে গেল। ধরা পড়লেন পিংলে। তাঁর ফাঁসি হল। পিংলে ধরা পড়তেই রাসবিহারী বোস অনুভব করলেন আর ভারতে থাকাটা তাঁর পক্ষে নিরাপদ নয়। এবারে বিদেশে আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে। নাহলে তিনি ধরা পড়লে ব্রিটিশরা তাঁকে ফাঁসি ঝুলিয়ে দিয়ে শান্তি পাবে। **বাবা অমর সিং ঃ** ওয়ারিয়ান সিং-এর পুত্র বাবা অমর সিং পাঞ্জাবের লুধিয়ানাতে ১৮৯২ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অল্প বয়সেই গদর পার্টির সদস্য হন। প্রথম লাহোড় ষড়যন্ত্র মামলায় তাঁকে অভিযুক্ত করা হয়েছিল। বিচারে ১৯১৭ সালের ৬ জুলাই তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। আপিলে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২১ ধারানুসারে এই মৃত্যুদণ্ডকে মুকুব করে যাবজ্জাবীন কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। ১৯১৮ সালে তাঁকে আন্দামানে পাঠানো হয়। ১৯২১ সালে আন্দামানে বন্দি পাঠানো বন্ধ হয়ে যায়।

১৯৬ বছরে পদার্পণ করল কলকাতার স্কটিশ চার্চ কলেজ

দেবেন্দ্র খান

মাত্র ৫ জন পড়ুয়া নিয়ে ব্রিটিশ আমলের কলকাতায় পথচলা শুরু করে স্কটিশ চার্চ কলেজ আজ ১৯৬ বছরে পদার্পণ করল,যা বঙ্গীয় নবজাগরণের একটি অন্যতম স্মারক। ব্রিটিশ আমলে আধুনিক শিক্ষার প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন রাজা রামমোহন রায়। ১৮১৫ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতায় নিজের খরচে ‘ইন্ডিয়ান অ্যাকাডেমি’ নামে একটি ইংরেজি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন তিনি কিন্তু তাতেও বাংলায় ইংরেজি শিক্ষার প্রসার ঘটেনি। সেটা ঘটালেন একজন স্কটিশ পাদ্রি। তিনি আলেকজান্ডার ডাফ। স্নাতকস্তরের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েই ১৮৩০ সালের ২৭ মে তিনি ভারতে পা রাখেন। তাঁর লক্ষ্য ছিল এখানকার মানুষদের ইউরোপীয় শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা। সেই উদ্দেশ্যেই বাংলায় আসেন ডাফ, পাশে পেয়েছিলেন রাজা রামমোহন রায়কে। এদেশে শিক্ষার প্রসার ঘটাতে গেলে শুধুমাত্র ইংরেজি শিক্ষাই যথেষ্ট নয়, একথা দু’জনেই বুঝতে পেরে ছিলেন। বেশিদিন সময় নিলেন না ডাফ। তৎকালীন ভারতের গভর্নর জেনারেল লর্ড বেন্টিঙ্কের সাহায্যে বাঙালি ফিরিঙ্গি কমল বসুর চিৎপুর রোডের বাড়িতে প্রতিষ্ঠা করলেন এক অবৈতনিক শিক্ষাকেন্দ্র। দিনটা ছিল ১৮৩০ সালের ১৩ জুলাই। মাত্র পাঁচজন পড়ুয়া নিয়ে চালু হয় সেই জেনারেল অ্যাসেম্বলিজ ইনস্টিটিউশন। শুধু ইংরেজি নয়, বাংলা ভাষা, খেলাধুলা ও নীতি বাক্য পাঠ্যক্রম চালু হয় সেখানে। তাতেই ক্ষুব্ধ হন স্কটিশ মিশনা রিরা। মিশনারিদের মধ্যে বিভেদের কারণে কয়েক বছরের মধ্যেই ডাফকে স্কটল্যান্ডে ফিরে যেতে হয় কিন্তু তিনি ভেঙে পড়েননি। নতুন উদ্যমে টাকাপয়সা জোগাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন ডাফ। ১৮৪০ সালে বাংলায় ফিরে আসেন। দেশীয় রাজারাজড়া এবং গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সাহায্যে ১৮৪৩ সালে তিনি তৈরি করেন ফ্রি চার্চ ইনস্টিটিউশন। এই শিক্ষা প্রতি ষ্ঠানের একজন কৃতী ছাত্র ছিলেন রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৮৬৩ সালে প্রতিষ্ঠা হয় ডাফ কলেজের। এরপরেই ভারত ছেড়ে চলে যান ডাফসাহেব। ১৯০৮ সালে এই জেনারেল অ্যাসে ম্বলিজ এবং ফ্রি চার্চ ইনস্টিটিউ শনকে যুক্ত করে স্থাপিত হয় স্কটিশ চার্চেস কলেজ। হেদুয়ার কাছে তৈরি করা হয় নতুন বিল্ডিং। ১৯২৯ সালে কলেজের নতুন ভবনের নামকরণ হয় স্কটিশ চার্চ কলেজ। তবে শ্রীরামপুরের খ্রিস্টান মিশনারি বা ধর্মপ্রচারকগণ ঊনবিংশ শতকে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ইংরেজি ও পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা শুরু করেন। মার্শম্যান, ওয়ার্ড ও উইলিয়াম কেরি ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে শ্রীরামপুরে ব্যাপটিস্ট মিশন প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁদের উদ্যোগে বাংলা-সহ মোট ২৭টি ভারতীয় ভাষায় বাইবেল অনূদিত হয়। তাদের উদ্যোগে কলকাতা,চুঁচুড়া, বর্ধমান,কালনা, বহরমপুর, মালদা এবং দক্ষিণ ভারতেও বহু বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। তাদের উদ্যোগে শ্রীরামপুর কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় (১৮১৮ খ্রি.)। লন্ডন মিশনারি সোসাইটি ও চার্চ মিশনারি সোসাইটির উদ্যোগে বাংলার বিভিন্ন স্থান-সহ দক্ষিণ ভারতে বহু বিদ্যালয় প্রতি ষ্ঠিত হয়। স্কটিশ মিশনারি আলেক জান্ডার ডাফ বেশ কয়েকটি ইংরেজি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এগুলির মধ্যে অন্যতম হল ‘জেনারেল অ্যাসেম্বলিজ ইন্সটিটি উশন’ (১৮৩০ খ্রি.)। এছাড়া মিশনারিদের উদ্যোগে শিবপুরে ‘বিশপ কলেজ’ (১৮২০ খ্রি.), ‘মাদ্রাজ খ্রিস্টান কলেজ’ (১৮৩৭ খ্রি.),বোম্বাই-এ ‘উইলসন কলেজ’ (১৮৩২ খ্রি.) প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হয় কলকাতায় রামমোহন রায় ১৮২২ খ্রিস্টাব্দে অ্যাংলো-হিন্দু স্কুল এবং ডেভিড হেয়ার ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে একটি ইংরেজি বিদ্যালয় (হেয়ার স্কুল) প্রতিষ্ঠা করেন। ডেভিড হেয়ার,রাধাকান্ত দেব,বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় প্রমুখের উদ্যোগে কলকাতায় ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ডেভিড হেয়ারের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটি’ (১৮১৭ খ্রি.) এবং ক্যালকাটা স্কুল সোসাইটি (১৮১৮ খ্রি.) বিভিন্ন স্থানে ইংরেজি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও ইংরেজি পাঠ্যপুস্তক রচনায় সক্রিয় উদ্যোগ গ্রহণ করে। ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দে গঠিত ‘কমিটি অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশন’ বা ‘জন শিক্ষা কমিটি’-র সদস্যরা কল কাতায় একটি সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নেয়। এই সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে রাম মোহন রায় তৎকালীন গর্ভনর জেনারেল লর্ড আমহার্স্টকে একটি চিঠি লিখে (১৮২৩ খ্রি.) সংস্কৃত শিক্ষার পরিবর্তে ভারতে আধুনিক বিজ্ঞান ও ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তনের দাবি জানান। রাজা রামমোহন রায়ের সিদ্ধান্তে কোনও ভুল ছিল না। কারণ সেই সময়ে খুবই দরকার ছিল ইংরেজি শিক্ষার। ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ করে ভারতের তরুণরা যাতে বিলাতে গিয়ে ইউরোপের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে দেশের উন্নতি করতে পারে সেই দিকে লক্ষ্য রেখে রাজা রামমোহন রায় এই কথা ভেবে ছিলেন। কিন্তু সরকার কারোর কথায় কান দেয়নি।

বিলেতি কোম্পানির সঙ্গে পাল্লা দিলেন কে সি দাস

চিত্তজিৎ দত্ত

তখন সারা বাংলা জুড়ে স্বদেশি আর বয়কটের জোয়ার। শুধু বিদেশি পণ্য বয়কট করলেই হবে না, সঙ্গে চাই শুদ্ধ দেশি জিনিস। হাতে বোমা-পিস্তল না ধরেও ব্রিটিশদের চোখে চোখ রেখে এক অন্যতর বিপ্লব ঘটিয়ে দিয়েছিলেন।

সারা জীবন বিশ্বাস করতেন যে ব্রিটিশদের অনুগত চাকরি নয়, বরং স্বাধীন ব্যবসাই পারে বাঙালীর মেরুদণ্ডকে শক্ত করতে। তিনি কে.সি.দাস। না, নবীনচন্দ্র দাশের ছেলে নন; তবে কম বিখ্যাত মানুষ নন।

মার্গো সাবান তো সকলেই ব্যবহার করেছেন! বা করেন। নিম টুথপেস্ট? সেও তো বাঙালীর ঘরে ঘরে ব্যবহৃত। আর ল্যাভেন্ডার পার ফিউম! সারা ভারত জুড়ে তার খ্যাতি। কিন্তু জানেন কি এই সব কটি জিনিসের উদ্ভাবনের পশ্চাতে আছে এক বাঙালীর বুদ্ধি, উদ্যোগ আর শ্রম। হ্যাঁ। তিনি কে.সি.দাস। না, নবীনচন্দ্র দাশের ছেলে নন; ইনি আর এক কে.সি.দাস; সম্পূর্ণ নাম খগেন্দ্র চন্দ্র দাস।

অষ্টাদশ শতকের একদম শেষ লগ্নে কলকাতার এক বৈদ্য পরিবারে জন্ম হয় তাঁর। পিতা রায়বাহাদুর তারক চন্দ্র দাস ছিলেন পেশায় বিচার পতি। মা মোহিনী দেবী ছিলেন ‘মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি’-র সভাপতি। মূলত মায়ের অনুপ্রেরণা তেই ছোটবেলা থেকেই খগেন্দ্রের মনে স্বদেশপ্রেম জাগ্রত হয়েছিল। বয়স বাড়ার সাথে সাথে তিনি অতি সক্রিয় ভাবে ‘স্বদেশি’-র সাথে যুক্ত হয়ে পড়েন। তখন বাংলায় স্বদেশি আন্দোলন দানা বাঁধছে ধীরে ধীরে। বঙ্গভঙ্গের প্রাক্কালে বাঙালী তখন ব্রিটিশ শাসনের স্বরূপ বুঝতে শিখছে। খখেন্দ্র তখন সবে স্কুলের গণ্ডি পেরিয়ে শিবপুর কলেজে লেকচারারের চাকরিতে যোগ দিয়েছেন। কিন্তু গোপনে স্বদেশি গুপ্ত সমিতিগুলির সাথে যোগাযোগ রাখেন নিয়মিত। এমন সময়ে তারক দাসের এক ব্রিটিশ সহকর্মী বন্ধু তাঁর বাবাকে জানালেন, যে ওনার ছেলের ওপর পুলিশের নজর পড়েছে। ‘স্বদেশী’ করার অপরাধে খুব শিগগিরই খগেন্দ্র গ্রেফতার হবেন। কালাপানি হওয়াও আশ্চর্য

নয়। ভীত তারকচন্দ্র দাস তখন ছেলেকে পুলিশি গ্রেফতারের হাত থেকে বাঁচাতে ছেলেকে চাপ দিতে লাগলেন লণ্ডনে গিয়ে কলেজে ভর্তি হওয়ার জন্য। বাধ্য হলেন খগেন্দ্র বাবার আদেশ মানতে তবে পুরোপুরি মাথা নত করলেন না। দেশের শত্রুদের দেশে তিনি যাবেন না। তাই ১৯০৪ সালে ইণ্ডিয়ান সোসাইটি ফর দ্য অ্যাডভান্সমেন্ট অফ সায়েন্টিফিক ইন্ডাস্ট্রির পক্ষ থেকে স্কলারশিপ পেয়ে তিনি এবং আরো কয়েকজন বঙ্গসন্তান চড়লেন আমেরিকার জাহাজে। পাড়ি দিলেন ক্যালিফোর্নিয়ায়। কিছুদিন পর ১৯০৭-এ অবশ্য তাঁকে আর সুরেন্দ্রমোহন বসু’কে ক্যালি ফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে সেখান থেকেই দুজনে রসায়নে গ্র্যাজুয়েশন পাশ করলেন। তাঁরাই প্রথম ভারতীয় যাঁরা স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্র্যাজুয়েশন পাশ করেন। তবে এরই মাঝে তাঁদের স্বদেশী কার্যকলাপ কিন্তু থেমে ছিল না। ক্যালিফোর্নিয়ায় থাকাকালীন জড়িয়ে পড়েছিলেন ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেনডেন্স লিগের সাথে। লালা হরদয়ালের নেতৃত্বে আমেরিকার বিভিন্ন প্রান্তে থাকা ভারতীয় ছাত্রদের মধ্যে বৈপ্লবিক চেতনা সংগঠনের কাজও চালিয়ে গেছিলেন নিয়মিত।

এরপর দেশে ফেরার পালা। কিন্তু তাঁর আগে খগেন্দ্র আর সুরেন্দ্র মোহন থামলেন জাপানে। উদ্দেশ্য নিজেদের অন্তর্নিহিত ব্যবসায়িক ইচ্ছাগুলোকে বাস্তবায়িত করার জন্য হাতেকলমে শিক্ষাগ্রহণ। জাপানে থেকেই খগেন্দ্র শিখলেন ঔষধ এবং ওষধি উপাদান নির্মাণের কৃৎকৌশল। ফিরে এলেন দেশে। কিছু বছরের মধ্যেই ১৯১৬ সালে আর.এন.সেন এবং বি.এন.মৈত্রক পাশে নিয়ে তিলজলার পণ্ডিতিয়া রোডে প্রতিষ্ঠা করলেন ‘ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোম্পানী’। সংস্থাটি স্থাপিত হয়েছিল দেশীয় উপাদানে খাঁটি দেশীয় ঔষধ নির্মাণের উদ্দ্যশ্যে। স্বাদেশিকতার অনু প্রেরণায় গড়ে ওঠা সংস্থাটি কোনদিনই তার লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হয়নি। কিন্তু এখানেই তো থেমে গেলে হবে না। তাহলে?

তখন সারা বাংলা জুড়ে স্বদেশি আর বয়কটের জোয়ার। খগেন্দ্রও বুঝলেন শুধু বিদেশি পণ্য বয়কট করলেই হবে না, সঙ্গে চাই শুদ্ধ দেশি জিনিস। বেঙ্গল কেমিক্যালের কল্যাণে ওষুধ দুর্লভ নয়। খাদি বস্ত্র তৈরী হচ্ছে ঘরে ঘরে। তিনি নিজেও সেই যে বিলিতি পোশাক ছেড়ে খাদি পরা শুরু করেছিলেন, আমৃত্যু সেই অভ্যাস বজায় ছিল। বন্ধু সুরেন্দ্রমোহন দাস শুরু করলেন দেশি বর্ষাতি আর ছাতার ব্যবসা , ‘ডাকব্যাক’। তাহলে? অভাব রয়েছে দেশীয় নিত্যপ্রয়োজনীয় সাবান শ্যাম্পুর। অতএব, যে বছরে ডাকব্যাক তৈরী হল, সেই একই বছর ১৯২০ সালে খগেন্দ্র তৈরী করলেন ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোম্পানী-র ব্র্যান্ড-নামের অধীনে নিম টুথপেষ্ট এবং মার্গো সাবান। একেবারে খাঁটি দেশীয় জিনিস। দামও অতি সস্তা যাতে সবরকম অর্থনৈতিক অবস্থার মানুষই ক্রয় করতে পারেন। তৈরি করলেন ল্যাভেণ্ডার পারফিউমও। ক্রমশ চূড়ান্ত জনপ্রিয়তার কারণে ভারতের অন্যান্য সব বড় শহরেও প্রতিষ্ঠিত হল ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোম্পানী-র শাখা। ভারতের সর্বত্র এতই বিপুল চাহিদা বাড়ল মার্গো আর ল্যাভেণ্ডারের যে তামিল নাড়ুতে পৃথকভাবে নিমের বাগান তৈরী করতে হল। এরপর ভারতের সীমানা অতিক্রম করে দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ল এর সুখ্যাতি। তার জেরেই সিঙ্গাপুরে প্রতিষ্ঠিত হল কোম্পানীর আর একটি শাখা। সারা জীবন খগেন্দ্রচন্দ্র দাস বিশ্বাস করতেন যে ব্রিটিশদের অনুগত চাকরি নয়, বরং স্বাধীন ব্যবসাই পারে বাঙালীর মেরুদণ্ডকে শক্ত করতে। শিক্ষিত যুবকদের উৎসাহিত করতেন ব্যবসা করার জন্য। বহু তরুণকে আর্থিক সাহায্য করেছিলেন স্বাধীন ভাবে ব্যবসা শুরু করার জন্য। ১৯৬০ সালে যখন তাঁর মৃত্যু হয় তখন তাঁর স্নেহধন্য বরপুত্ররাই বহন করেছিলেন তাঁর শেষকৃত্যের সমস্ত ভার। বাঙালীর ব্যবসায়িক উদ্যোগকে সমগ্র দক্ষিণ এশিয়ায় প্রসারিত করার বিরল কৃতিত্বের ভাগীদার বঙ্গজননীর এই রত্নসম পুত্র। বাংলা তরুণ সমাজ স্বাধীনতা আন্দোলন যুগে সব দিকে এগিয়ে।

ফিনান্স লিটারেসি পাঠসূচি

রবীন্দ্রকুমার শীল

পশ্চিমবঙ্গে স্কুল স্তরে আর্থিক ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে পড়াশুনা করার খুবই প্রয়োজন। বর্তমান যুগ হচ্ছে আর্থিক নির্ভর যুগ। আর্থিক দিক দিয়ে শক্তিশালী হওয়া দরকার। সেই কারণে স্কুল স্তর থেকেই ফিনান্সিয়াল লিটারেসি পড়ানো উচিত’, কলকাতায় বেঙ্গল রাইজিং বিসনেস সামিটে মন্তব্য করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। দেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে অর্থনৈ তিকভাবে সচেতন ও আত্মনির্ভর করে তুলতে স্কুল স্তর থেকেই

ফিনান্সিয়াল লিটারেসি (আর্থিক শিক্ষা) পড়ানো উচিত বলে মনে করেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। গত রবিবার কলকাতায় অনুষ্ঠিত ‘বেঙ্গল রাইজিং ঃ ফিনান্স অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট সামিট ২০২৬’-এ বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, বর্তমান যুগে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা যতটা গুরুত্বপূর্ণ, ততটাই জরুরি আর্থিক শিক্ষাও।

এতদিন দেশে সাক্ষরতার উপর জোর দেওয়া হলেও এখন সময় এসেছে শিক্ষার্থীদের ছোটবেলা থেকেই অর্থনৈতিক বিষয় সম্পর্কে সচেতন করে তোলার। তাঁর কথায়, শেয়ার বাজার কী, আইপিও কী, এসআইপি কী, কীভাবে বিনিয়োগ করতে হয় এই ন্যূনতম জ্ঞান প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর থাকা উচিত। তাই স্কুলের পাঠ্যক্রমে ফিনান্সিয়াল লিটারেসি অন্তর্ভুক্ত করা একান্ত প্রয়োজন।

কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রীর এই ভাবনাকে স্বাগত জানিয়েছেন এদিনের বেঙ্গল রাইজিং বিসনেস সামিটের উদ্যোক্তা সংস্থা স্কুল অফ ডে টেডার্সের প্রতিষ্ঠাতা ও সেবি রেজিস্টার্ড রিসার্চ এনালিস্ট ভোলানাথ দাস। তিনি বলেন, বহুদিন ধরে তারা এই দাবী করে আসছেন। এদিন শিক্ষা প্রতিমন্ত্রীর ভাবনা শুনেও তাদের ভালো লাগল।

অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সাংসদ খগেন মুর্মু। সারা দিনব্যাপী এদিনের সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন শেয়ার বাজার ও আর্থিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞ, সেবি-নিবন্ধিত পেশাদার, বিনিয়োগকারী, ট্রেডার, উদ্যোক্তা, কর্পোরেট প্রতিনিধিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। অনুষ্ঠানে ২০০-জনের বেশি প্রতিনিধি অংশ নেন।

সম্মেলনে আর্থিক পরিকল্পনা, বিনিয়োগের কৌশল, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, সম্পদ গঠন এবং বর্তমান বাজার পরিস্থিতি নিয়ে একাধিক বিশেষজ্ঞ বক্তৃতা, প্যানেল আলোচনা ও প্রশিক্ষণমূলক কর্মশালার আয়োজন করা হয়। বক্তারা অংশগ্রহণকারীদের সচেতন ও তথ্যভিত্তিক বিনিয়োগের ওপর জোর দেওয়া হয়।

(ছবি ঃ বুদ্ধদেব মিশ্র।)

শিলিগুড়ি প্রধান ডাকঘরে চালু হল উত্তরবঙ্গের প্রথম ডিজিটাল কিয়স্ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৪ জুলাই ঃ ডাক পরিষেবায় ডিজিটাল বিপ্লবের পথে আরও এক বড় পদক্ষেপ। উত্তরবঙ্গে এই প্রথম কোনও পোস্ট অফিসে চালু হল অত্যাধুনিক ডিজিটাল কিয়স্ক মেশিন। শিলিগুড়ি প্রধান ডাকঘরে আনুষ্ঠানিকভাবে এই পরিষেবার সূচনা করা হয়। এই উদ্যোগের ফলে পোস্ট অফিসে এসে আর দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে চিঠি বা পার্সেল বুকিং করার প্রয়োজন পড়বে না। নতুন এই ডিজিটাল কিয়স্কের মাধ্যমে গ্রাহক নিজেই সম্পূর্ণ বুকিং প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে পারবেন। প্রথমে চিঠি বা পার্সেল কিয়স্কে জমা দিতে হবে। এরপর স্বয়ংক্রিয়ভাবে মেশিনে তার ওজন নির্ধারণ হবে এবং সেই অনুযায়ী ডাক মাশুল হিসেব করা হবে। অনলাইনে নির্ধারিত অর্থ পরিশোধ করলেই বুকিং সম্পূর্ণ হয়ে যাবে। অর্থাৎ পুরো প্রক্রিয়াটিই হবে ডিজিটাল ও স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থায়। ডাক বিভাগের ডিরেক্টর এম. সুধাকর মান্য জানান, সাধারণ মানুষের সময় বাঁচানো, কাউন্টারের ভিড় কমানো এবং ডাক পরিষেবাকে আরও দ্রুত, সহজ ও স্বচ্ছ করে তুলতেই এই অত্যাধুনিক কিয়স্ক চালু করা হয়েছে। ভবিষ্যতে পরিষেবার চাহিদা অনুযায়ী অন্যান্য ডাকঘরেও এই ধরনের ব্যবস্থা চালুর পরিকল্পনা রয়েছে বলেও ইঙ্গিত দেন তিনি। জানা গেছে, প্রতিদিন সকাল ৮টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত এই ডিজিটাল কিয়স্ক পরিষেবা চালু থাকবে। এই সময়ের মধ্যে যে কোনও গ্রাহক নিজেই কোনও কর্মীর সাহায্য ছাড়াই চিঠি বা পার্সেল বুকিং করতে পারবেন, ফলে অফিসের নির্দিষ্ট কাউন্টারের উপর নির্ভরশীলতাও অনেকটাই কমবে। নতুন এই পরিষেবা চালু হওয়ায় খুশি সাধারণ মানুষও। তাঁদের মতে, দীর্ঘক্ষণ লাইনে অপেক্ষা করার ঝামেলা এড়িয়ে এখন খুব কম সময়েই পোস্ট বুকিং করা সম্ভব হবে। ডাক বিভাগের এই উদ্যোগ উত্তরবঙ্গে ডিজিটাল পরিষেবার প্রসারে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলেই মনে করছেন অনেকেই।

শ্রাবণী উৎসবের ধুম, মাসজুড়ে জমজমাট থাকবে জটিলেশ্বর মন্দির

নিজস্ব প্রতিনিধি, জলপাইগুড়ি, ১৪ জুলাই ঃ পবিত্র শ্রাবণ মাস উপলক্ষে এবার জলপেশ মন্দিরের পাশাপাশি জটিলেশ্বর মন্দিরকেও আকর্ষণের অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে গড়ে তোলার প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। রাজ্য সরকারের উদ্যোগে পুরো মাস জুড়েই এখানে অনুষ্ঠিত হবে বিশেষ 'শ্রাবণী উৎসব'। প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, প্রতি রবিবার সন্ধ্যা থেকে সোমবার পর্যন্ত বিশেষ পুজো-অর্চনা, জলাভিষেক এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে। পুণ্যার্থীদের সুবিধার জন্য ইতিমধ্যেই প্রশাসনের পক্ষ থেকে ব্যাপক বন্দোবস্ত করা হচ্ছে। সম্প্রতি ময়নাগুড়ির বিধায়ক ডলিমা চন্দ্র রায় এবং বিডিও সৌমেন দাসের উপস্থিতিতে মন্দির কমিটির সঙ্গে এক বৈঠক করে এই প্রস্তুতির পর্যালোচনা করা হয়। বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে, মন্দির চত্বরে একটি স্থায়ী মঞ্চ তৈরি করে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে এবং গোটা এলাকাকে আলোকমালায় সাজিয়ে তোলা হবে। এছাড়া, জলপেশ থেকে জটিলেশ্বর পর্যন্ত পুণ্যার্থীদের যাতায়াতের পথে পানীয় জলের বিশেষ ব্যবস্থা করা হচ্ছে। দূর-দূরান্ত থেকে আসা ভক্তদের রাত্রিযাপনের জন্য মন্দির প্রাঙ্গণের ঘরগুলি পরিষ্কার- পরিচ্ছন্ন করা সহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার কাজও দ্রুত গতিতে চলছে। বিধায়ক ডলিমা চন্দ্র রায় জানান, জটিলেশ্বর মন্দিরে প্রতি বছরই বিপুল সংখ্যক পুণ্যার্থীর সমাগম ঘটে, কিন্তু এতদিন এই স্থানটি যেভাবে পরিচিতি পাওয়ার কথা ছিল, তা পায়নি। এবার সরকারের পক্ষ থেকে বড় স্তরে এই উৎসবের আয়োজন করে জটিলেশ্বরকে এক নতুন পরিচিতি দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। অন্যদিকে, প্রশাসনের বক্তব্য- শ্রাবণী উৎসবকে সফল ও সুশৃঙ্খলভাবে সম্পন্ন করতে সমস্ত প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি দ্রুত সম্পন্ন করা হচ্ছে। সরকারের এই উদ্যোগের ফলে ময়নাগুড়িতে ধর্মীয় পর্যটনেরও ব্যাপক বিকাশ ঘটবে বলে আশা করা হচ্ছে।

কালিয়াচকে ব্রাউন সুগার বিবাদে খুন দিনমজুর যুবক, আশঙ্কাজনক ভাই

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ১৪ জুলাই ঃ দুই ভাইকে ফোন করে ডেকে হাঁসুয়ার কোপ! ব্রাউন সুগারের নিয়ে গণ্ডগোলের জেরে মাদক কারবারির হাতে খুন দাদা, আশঙ্কাজনক অবস্থায় ভাই, খুনের অভিযোগ ব্রাউন সুগার কারবারির বিরুদ্ধে। চাঞ্চল্য মালদার কালিয়াচকের জালুয়াবাথাল এলাকায়। বাড়ি থেকে ফোন করে ডেকে নিয়ে গিয়ে এক যুবককে হাঁসুয়া দিয়ে কুপিয়ে খুন এবং তাঁর ছোট ভাইকে গুরুতর জখম করার অভিযোগ উঠেছে। ঘটনার জেরে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় কালিয়াচক থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। অভিযুক্তের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃতের নাম আশরাফুল শেখ (৩২)। ঘটনায় আহত হয়েছে তাঁর ছোট ভাই সাদিকুল শেখ আশঙ্কাজনক অবস্থায় চিকিৎসাধীন মালদা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে। মৃতের বাবা রাকিব শেখের অভিযোগ করে বলেন, প্রতিবেশী শিলু শেখ দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় ব্রাউন সুগারের কারবারের সঙ্গে যুক্ত। এদিন সকাল প্রায় ৭টা নাগাদ শিলু ফোন করে তাঁর দুই ছেলেকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে যায়। কিছুক্ষণ পর স্থানীয়দের কাছ থেকে খবর আসে, দুই ভাইকে হাঁসুয়া দিয়ে এলোপাথাড়ি কুপিয়ে মারা হয়েছে। দ্রুত তাঁদের উদ্ধার করে মালদা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা আশরাফুলকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। আর এক ছেলে সাদিকুল আশঙ্কাজনক অবস্থায় চিকিৎসাধীন। মৃতের দাদা আজিজুল শেখ জানান, আশরাফুল ও সাদিকুল দু'জনেই দিনমজুরের কাজ করতেন। অভিযুক্ত শিলু শেখের সঙ্গে আশরাফুলের ছোটবেলা থেকেই বন্ধুত্ব ছিল। তবে কী কারণে এমন নৃশংস হামলা করা হল বুঝতে পারছি না। তাঁর অভিযোগ, শিলু দীর্ঘদিন ধরেই মাদক, বিশেষ করে ব্রাউন সুগারের কারবারের সঙ্গে জড়িত এবং সেই কারণেই এই হামলার ঘটনা ঘটেছে বলে তাঁদের সন্দেহ। যদিও ব্রাউন সুগার সংক্রান্ত এই অভিযোগের সত্যতা এখনও পুলিশিভাবে নিশ্চিত করা হয়নি। ঘটনা প্রসঙ্গে পুলিশ সুপার অনুপম সিং জানান, মাদক কারবারের সমস্ত দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পুলিশ গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে এবং অভিযুক্ত শিলু শেখের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে। ঘটনার প্রকৃত কারণ ও হামলার নেপথ্যের রহস্য উদ্ঘাটনে তদন্তকারীরা পরিবারের সদস্য ও স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলছেন। এই নৃশংস ঘটনাকে কেন্দ্র করে জালুয়াবাথাল গ্রামজুড়ে আতঙ্ক ও উত্তেজনার পরিবেশ তৈরি হয়েছে।

ত্রিনয়নী সংঘের উদ্যোগে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির

আগরপাড়া, ১৪ জুলাই ঃ সমাজসেবার অঙ্গীকারকে সামনে রেখে আগরপাড়ার অন্যতম সামাজিক সংগঠন ত্রিনয়নী সংঘ-এর উদ্যোগে আজ একটি স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির সফলভাবে অনুষ্ঠিত হয়। সকাল ১০টা থেকে শুরু হওয়া এই মানবিক উদ্যোগে এলাকার বহু স্বেচ্ছাসেবী রক্তদাতা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পানিহাটি বিধানসভার বিধায়িকা রত্না দে (দেবনাথ)। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় জনতা পার্টির রাজ্য কমিটির সদস্য শ্রী কিশোর কর এবং ভারতীয় জনতা পার্টির পানিহাটি যুব মোর্চার সভাপতি জয় সাহা সহ এলাকার অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। অতিথিবৃন্দ রক্তদাতাদের উৎসাহিত করেন এবং সমাজের বৃহত্তর স্বার্থে নিয়মিত রক্তদানের গুরুত্ব তুলে ধরেন। বিধায়িকা রত্না দে (দেবনাথ) তাঁর বক্তব্যে বলেন, স্বেচ্ছায় রক্তদান মানবতার এক অনন্য দৃষ্টান্ত। একজন মানুষের দেওয়া সামান্য রক্ত অন্য একজন মানুষের জীবন বাঁচাতে পারে। সমাজের আরও বেশি মানুষকে এই মহ উদ্যোগে এগিয়ে আসতে হবে। ত্রিনয়নী সংঘের পক্ষ থেকে জানানো হয়, ভবিষ্যতেও সমাজকল্যাণমূলক বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে মানুষের পাশে থাকার এই প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে। শিবিরের সফল আয়োজনে সংগঠনের সকল সদস্য, স্বেচ্ছাসেবক, চিকিৎসক, রক্ত সংগ্রহকারী সংস্থা এবং এলাকার বাসিন্দাদের আন্তরিক সহযোগিতার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়। রক্ত দিন, জীবন বাঁচান-এই বার্তাকে সামনে রেখে আয়োজিত শিবিরটি এলাকার মানুষের মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলে এবং মানবিক দায়বদ্ধতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে।

মুর্শিদাবাদের বাপ্পা প্রভুর হাতের তৈরি নিম কাঠের জগন্নাথ এখন নিউজিল্যান্ডেও

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ১৪ জুলাই ঃ একজন শিল্পী, একটি টুকরো কাঠ, আর অগাধ ভক্তি। এই তিনের মেলবন্ধনেই আজ মুর্শিদাবাদের শিল্পীর হাতে গড়া নিম কাঠের বিগ্রহ জায়গা পেল বিশ্বদরবারে। মুর্শিদাবাদের রঘুনাথগঞ্জ-২ ব্লকের তেঘরী গ্রামের বাসিন্দা সুদীপ সরকার ওরফে বাপ্পা প্রভু প্রমাণ করলেন, শিকড় যদি মাটির সঙ্গে জড়ানো থাকে, তাহলে ডালপালা পৌঁছে যেতে পারে আকাশ ছাড়িয়ে। আর মাত্র এক দিন। তারপরই রয়েছে মহাপ্রভুর রথের টান। এই উৎসবের আবহে এখন রাত-দিন এক করে কাজ করছেন ২৯ বছর বয়সী বাপ্পা প্রভু। কারণ তাঁর হাতে তৈরি নিম কাঠের জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রা এবার শুধু বাংলা বা ভারত নয়, শোভা পাবে নিউজিল্যান্ডের একটি ইসকন মন্দিরেও। ২০০৯ সাল। তখন থেকেই মহাপ্রভুর সেবায় নিজেকে সঁপে দিয়েছেন বাপ্পা। আবেগে ঘন গলায় তিনি বলেন, আজ থেকে ১৫ বছর আগে খেলার ছলে শিশুকাঠ দিয়ে বিগ্রহ তৈরি করা শুরু করেছিলাম। ভাবিনি কোনওদিন আমার হাতের তৈরি বিগ্রহ দেশে এমনকি বিদেশেও পূজিত হবে। আমি তো শুধু হাত চালাই, মহাপ্রভুই আমার হাত দিয়ে তাঁর নিজের বিগ্রহ তৈরি করিয়ে নেন। ছোটবেলার শখই আজ পেশা, আবার সাধনাও। সমাজ মাধ্যমের দৌলতে এখন দেশে বিদেশে তাঁর পরিচিতি। এ বছর তাঁর কাছে বরাত এসেছে অন্ধ্রপ্রদেশ, ম্যাঙ্গালোর, বেঙ্গালুরু, তেলেঙ্গানা, দিল্লি, উত্তরপ্রদেশ, হরিয়ানা এমনকি বাংলাদেশ থেকেও। শুধু তাই নয়, ইতিমধ্যেই তাঁর হাতের তৈরি বিগ্রহ পৌঁছে গিয়েছে নিউজিল্যান্ড, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, নেপাল, মালয়েশিয়ায়। তিনি বলেন, ছোটবেলায় যে কাজটা শখ করে শুরু করেছিলাম, আজ তার মাধ্যমেই দেশ-বিদেশের জগন্নাথ ভক্তদের সঙ্গে নিজেকে জুড়তে পেরেছি। মুর্শিদাবাদ জেলার এই শিল্পকে বিশ্ব দরবারে তুলে ধরতে পেরেছি, এর থেকে বড় প্রাপ্তি আর কী আছে। বাপ্পা প্রভুর বিগ্রহের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য, প্রতিটি মূর্তি তৈরি হয় এক খণ্ড নিম কাঠ দিয়েই। কোনও জোড়া কাঠ নেই, নেই একটিও পেরেক। মনের মাধুরী মিশিয়ে তিনি গড়েন জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রাকে। এই কাজে তাঁর পাশে ছায়ার মতো থাকেন স্ত্রী অঙ্কিতা সরকার। তিনিই বিগ্রহের অঙ্গসজ্জার দায়িত্ব সামলান। মুর্শিদাবাদের তাঁর ছোট্ট কর্মশালায় বিভিন্ন মাপের বিগ্রহ রয়েছে। ৮ ইঞ্চি উচ্চতার একটি বিগ্রহের দাম প্রায় ৯ হাজার টাকা। আবার ৪৮ ইঞ্চির বড় বিগ্রহের দাম ১ লক্ষ ৮ হাজার টাকা পর্যন্ত। বাপ্পার কাছে এবারের সবচেয়ে বড় অর্ডার এসেছে বীরচন্দ্রপুরের একটি মন্দির থেকে। ৪ ফুট উচ্চতার জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার বিগ্রহ। তবে নজরকাড়া বিগ্রহটি পূজিত হবে নিউ জিল্যান্ডের এক ইসকন মন্দিরে। প্রসঙ্গত ওড়িশা, বাংলা সহ গোটা ভারতে নিম কাঠের জগন্নাথের চল বহু যুগের। পুরাণ মতে, রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের স্বপ্নাদেশে পুরীর সমুদ্রতটে ভেসে এসেছিল দারুব্রহ্ম। সেই নিম কাঠ থেকেই প্রথম তৈরি হয়েছিল জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার মূর্তি। সেই থেকেই নিম কাঠ হিন্দু উপাসনার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। ধর্মীয় বিশ্বাস অনুযায়ী নিম গাছ অত্যন্ত পবিত্র। এই কাঠে সহজে পোকা ধরে না, তাই বহু বছর টেকে। প্রতি ১২ বা ১৯ বছর অন্তর পুরীতে নবকলেবর উৎসবের সময় পুরনো বিগ্রহ বদলে নতুন নিম কাঠের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করার রীতি আজও চলছে। তাই বলাই যায়, মুর্শিদাবাদের প্রত্যন্ত গ্রামের ছেলে বাপ্পার হাতের ছোঁয়ায় নিমকাঠে ছেনির টানে ধীরে ধীরে প্রাণ পায় মহাপ্রভু জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা। তার হাতের তৈরি এই বিগ্রহ আজ পৌঁছে যাচ্ছে দেশ-বিদেশে। এ শুধু এক কারিগরের সাফল্য নয়, এটা মুর্শিদাবাদের কুটির শিল্পের জয়।

মুষলধারে বৃষ্টিতে লণ্ডভণ্ড তাকদা! পাহাড় ফুঁড়ে নামল ধস, বিপর্যস্ত স্বাভাবিক জীবনযাত্রা

নিজস্ব প্রতিনিধি, দার্জিলিং, ১৪ জুলাই ঃ এক রাতের টানা মুষলধারে বৃষ্টি যেন দুর্যোগের চেহারা নিল দার্জিলিং জেলার তাকদা ব্লকের একাধিক এলাকায়। প্রবল বর্ষণে ধস, নালা ও ঝোরার জল গ্রামে ঢুকে পড়ায় রাংলি-রাংলিয়ট গ্রাম পঞ্চায়েত- সহ গেল, তিস্তা ভ্যালি ও পুবং এলাকার বহু বাড়িঘর ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। একাধিক পরিবার নিরাপত্তাহীন অবস্থায় দিন কাটাচ্ছেন। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ খতিয়ে দেখতে শুরু করেছে প্রশাসন, আর ক্ষতিগ্রস্তদের নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজ চলছে। সবচেয়ে বেশি ক্ষয়ক্ষতির খবর মিলেছে তাকদা ব্লকের অধীন গেল-২ নম্বর ধুরা, রাংলি গ্রাম পঞ্চায়েতের ৫ নম্বর ওয়ার্ডে। প্রবল বৃষ্টির জেরে দিল কুমার তামাং, মুন্না মাঙ্গার এবং দিনেশ মাঙ্গারের বাড়ি গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অন্যদিকে, গেল খোলাঘাড়ি চৌধ সয় ধুরা এলাকায় নালা ও ঝোরার জল গ্রামে ঢুকে পড়ায় একাধিক বাড়িতে জল ঢুকে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। মুহূর্তের মধ্যে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। এদিকে তিস্তা ভ্যালির ডি.পি. সাইড লামসে ধুরা এলাকায় বড়সড় ধস নেমে করুণা সুব্বা, মৈতকলা রাই, প্রসন রাই এবং ধ্রুব রাইয়ের বাড়িও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনা করে স্থানীয় সমাজের প্রতিনিধিদের উদ্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে নিকটবর্তী বিদ্যালয়ে তৈরি অস্থায়ী ত্রাণ শিবিরে স্থানান্তরের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাঁদের জন্য জরুরি ত্রাণ ও প্রয়োজনীয় সহায়তার উদ্যোগও নেওয়া হয়েছে। দুর্যোগের প্রভাব এখানেই শেষ নয়। গেল চা বাগানের দর্জন ডান্ডা গ্রামের অনুপ দর্জি, গেল ভাঞ্জিয়াংয়ের অমিত মুখিয়া, নামরিং ডাম্বল সিং ধুরা, পুবং রামপুরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ৬ নম্বর ওয়ার্ডের নিমেষ প্রধানের বাড়ির নীচে থাকা চার্চ এবং পুবং চা বাগানের ১১ নম্বর ধুরা এলাকার বাসিন্দারাও উপর থেকে নেমে আসা জল ও ধসের জেরে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। বহু এলাকায় আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে

ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলি পরিদর্শনে যান ভারতীয় জনতা পার্টির প্রতিনিধি আনন্দ গুরুং, নয়ন গুরুং এবং নিতেন গুরুং। তাঁরা ধসপীড়িত পরিবারের সঙ্গে কথা বলেন এবং দ্রুত ত্রাণ ও পুনর্বাসনের দাবিতে সংশ্লিষ্ট সরকারি আধিকারিকদের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করবেন বলে আশ্বাস দেন। পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির পাশে থাকার বার্তাও দেন তাঁরা। টানা বর্ষণে পাহাড়ের বিভিন্ন এলাকায় ধসের আশঙ্কা এখনও পুরোপুরি কাটেনি। ফলে স্থানীয় বাসিন্দাদের সতর্ক থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। আবহাওয়ার পরিস্থিতির উপর নজর রেখে প্রশাসন ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলিতে পর্যবেক্ষণ চালাচ্ছে এবং প্রয়োজনে আরও ত্রাণ ও উদ্ধার ব্যবস্থা জোরদার করার প্রস্তুতিও নেওয়া হয়েছে।

অরণ্য সপ্তাহের সূচনা ঝাড়গ্রামে, সবুজায়নের বার্তা নিয়ে সচেতনতামূলক ট্যাবলোর উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঝাড়গ্রাম, ১৪ জুলাই ঃ পরিবেশ সংরক্ষণ, বনভূমি রক্ষা এবং সবুজায়নের বার্তা ছড়িয়ে দিতে ঝাড়গ্রামে শুরু হল অরণ্য সপ্তাহের কর্মসূচি। মঙ্গলবার জেলা প্রশাসন ও বন দফতরের যৌথ উদ্যোগে জেলা শাসকের দফতর চত্বরে সপ্তাহব্যাপী এই কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বৃক্ষরোপণের পাশাপাশি পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে একটি বিশেষ ট্যাবলোরও সূচনা করা হয়। উপস্থিত ছিলেন জেলা শাসক আকাঙ্ক্ষা ভাস্কর, ঝাড়গ্রাম বন বিভাগের বিভাগীয় বনাধিকারিক উমর ইমাম, অতিরিক্ত জেলা শাসক (সাধারণ) গোবিন্দ দত্ত, একলব্য মডেল আবাসিক বিদ্যালয়ের পড়ুয়া-সহ জেলা প্রশাসন ও বন দফতরের আধিকারিকরা। অতিথিরা যৌথভাবে বৃক্ষরোপণ করে পরিবেশ রক্ষার বার্তা দেন। পরে জেলা শাসক ও বিভাগীয় বনাধিকারিক সবুজ পতাকা নেড়ে সচেতনতামূলক ট্যাবলোর যাত্রা শুরু করেন। আগামী কয়েকদিন ট্যাবলোটি জেলার বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরে বন সংরক্ষণ, বৃক্ষরোপণ, জীববৈচিত্র্য রক্ষা এবং পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখার গুরুত্ব সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে সচেতন করবে। জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, ১৪ থেকে ২০ জুলাই অরণ্য সপ্তাহ উপলক্ষ্যে জেলার বিভিন্ন এলাকায় বৃক্ষরোপণ, সচেতনতামূলক প্রচার, শোভাযাত্রা এবং একাধিক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। বন দফতর ও জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে এই কর্মসূচিগুলিতে ছাত্রছাত্রী, সরকারি কর্মী এবং সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত পড়ুয়াদের পরিবেশ রক্ষায় সক্রিয় ভূমিকা পালনের আহ্বান জানানো হয়। পাশাপাশি শুধু গাছ লাগানো নয়, তার পরিচর্যা, বনভূমি সংরক্ষণ এবং প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের উপরও গুরুত্ব আরোপ করা হয়। প্রশাসনের আশা, অরণ্য সপ্তাহের বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে পরিবেশ সংরক্ষণ ও সবুজায়নের গুরুত্ব আরও বেশি মানুষের কাছে পৌঁছে যাবে।

রেজিনগর থানায় পৌঁছলেন হুমায়ুন

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ১৪ জুলাই ঃ একটা থানায় হাজিরার সময় আগে থেকেই ঠিক ছিল। সেই মতো সকাল সাড়ে এগারোটায় কর্মী, সমর্থকদের নিয়ে থানায় পৌঁছে গেলেন তিনি। আর নওদার বিধায়ক হুমায়ুন কবীর যখন রেজিনগর থানায় পৌঁছলেন, তখন তাঁর বাড়িতে পৌঁছে গেলেন শক্তিপুর থানার পুলিশ। মঙ্গলবার শক্তিপুর থানার পুলিশ হুমায়ুনের বাড়িতে গিয়ে হাজিরার নোটিস দিয়ে এল। রেজিনগর থানায় হাজিরার পর আগামী ১৯ জুলাই শক্তিপুর

থানায় হুমায়ুনকে হাজিরা দিতে হবে। হুমায়ুনের দুটি মন্তব্য নিয়ে দুটি থানায় মামলা হয়েছে। গত ২৬ জুন রেজিনগরের কাশীপুর হাটতলার এক জনসভায় বিজেপিকে হুঁশিয়ারি দিয়ে আম জনতা উন্নয়ন পার্টির প্রধান হুমায়ুন বলেছিলেন, আমি যেদিন ময়দানে মুসলমানদের নিয়ে নেমে যাব না, সেদিন এমন স্যাটা ভাঙা মার শুরু করব যে আপনাদের পতাকা ধরার লোক থাকবে না। অন্যদিকে, শক্তিপুর থানায় যে এফআইআর দায়ের হয়, সেখানে অভিযোগ করা হয় যে শক্তিপুর থানার গড়দুয়ার ঘাট সংলগ্ন এলাকায় একটি বিজয় সমাবেশ থেকে প্রশাসনকে উদ্দেশ্য কের মানহানিকর ও উস্কানিমূলক মন্তব্য করেন হুমায়ুন। রেজিনগরে হুমায়ুনের এই হুঁশিয়ারি নিয়ে কড়া বার্তা দেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বিধানসভায় হুমায়ুনের মন্তব্য তুলে ধরে সংযত হওয়ার বার্তা দেন। দুটি থানার পুলিশও কড়া পদক্ষেপ করে হুমায়ুনকে হাজিরা হওয়ার জন্য নোটিস পাঠায়। গত ৩ জুলাই শক্তিপুর থানায় হাজিরা এড়ান নওদার বিধায়ক। তবে ৪ জুলাই রেজিনগর থানায় হাজিরা দেন। ওইদিন হুমায়ুনকে ৪ ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদ করে রেজিনগর থানার পুলিশ। সেই জিজ্ঞাসাবাদের পরই ১৪ জুলাই ফেরে হাজিরা দেওয়ার জন্য হুমায়ুনকে নোটিস ধরায় রেজিনগর থানা। সেইমতো এদিন রেজিনগরে দলীয় কার্যালয় থেকে কর্মী, সমর্থকদের নিয়ে থানায় পৌঁছে যান হুমায়ুন। থানায় হাজিরা দিতে যাওয়ার আগে পুলিশের বিরুদ্ধে সরব হন তিনি। আর তিনি যখন রেজিনগর থানায় পৌঁছে যান, তখন শক্তিপুর থানার পুলিশ তাঁর মানিক্যহারের বাড়িতে পৌঁছে যায়। ৩ জুলাই হাজিরার নির্দেশ থাকলে ওইদিন শক্তিপুর থানায় যাননি হুমায়ুন। সেজন্য দ্বিতীয় ১৯ জুলাই হাজিরা দেওয়ার জন্য এদিন হুমায়ুনের বাড়িতে নোটিস দিতে আসেন শক্তিপুর থানার পুলিশ। বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর হুমায়ুনের বাড়ির লোকজন নোটিসটি গ্রহণ করেন।

HDFC BANK
We understand your world

রেজিস্টার্ড অফিসঃ এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক হাউজ, সেনাপতি বাপট মার্গ, লোয়ার প্যারেল (পশ্চিম), মুম্বই-৪০০০১৩ এবং এর অফিসের একটি শাখা: রিটেল পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট, এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক লিমিটেড, প্রথম তল, আই-থিঙ্ক টেকনো ক্যাম্পাস, কানজুরমার্গ (পূর্ব), মুম্বই-৪০০০৪২

এইচডিএফসি ব্যাংক লিমিটেডের কাছে বন্ধক রাখা সিকিউরিটিজ বিক্রয়ের জন্য বিক্রয়ের ইঙ্গিত এবং প্রকাশ্য বিজ্ঞপ্তি

এইচডিএফসি ব্যাংক লিমিটেড ('ব্যাংক') নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতাদের এতদ্বারা ব্যাংকের কাছে অঙ্গীকারবদ্ধ সিকিউরিটিজ বিক্রির বিষয়ে অবহিত করা হচ্ছে, যাতে সিকিউরিটিজের বিপরীতে ঋণ/ওভারড্রাফট সুবিধা পাওয়া যায়। ঋণ বা আর্থিক সুবিধা প্রদানের শর্তানুযায়ী বকেয়া অর্থ পরিশোধে ঋণগ্রহীতারা ক্রমাগত ব্যর্থ হওয়ায়, নিচে উল্লিখিত ঋণ বা আর্থিক সুবিধার হিসাবগুলো বর্তমানে খেলাপি বা এনপিএ (নন-পারফর্মিং অ্যাসেট) হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে। ব্যাংক এই ঋণগ্রহীতাদের একাধিকবার নোটিশ এবং ঋণ প্রত্যাহারের নোটিশ প্রদান করেছে এবং এর মধ্যে নিচে উল্লিখিত তারিখে প্রদত্ত চূড়ান্ত বিক্রয় নোটিশটিও অন্তর্ভুক্ত, যার মাধ্যমে ব্যাংক বন্ধককৃত সম্পদ বা জামানত বাজেয়াপ্ত করার প্রক্রিয়া শুরু করে এবং ঋণগ্রহীতাদের বকেয়া অর্থ পরিশোধের জন্য ৭ দিনের সময়সীমা প্রদান করে। এতে উল্লেখ করা হয় যে, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া অর্থ পরিশোধ না করলে ব্যাংক কোনো প্রকার বাড়তি নোটিশ ছাড়াই বন্ধককৃত সম্পদ বিক্রি করার অধিকার রাখবে। ঋণগ্রহীতারা বকেয়া অর্থ পরিশোধে অবহেলা ও ব্যর্থ হয়েছেন, তাই ঋণ চুক্তির আওতায় 'প্লেজ' বা জামানত চুক্তি হিসেবে ব্যাংক তার অধিকার প্রয়োগ করে ঋণগ্রহীতাদের কাছে পাওনা অর্থ আদায়ের লক্ষ্যে ১২ জুলাই ২০২৬ বা তার পরবর্তী সময়ে বন্ধককৃত সম্পদ বিক্রি বা হস্তান্তর করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ভারতীয় চুক্তি আইন, ১৮৭২-এর ১৭৬ ধারা অনুযায়ী এই বিজ্ঞপ্তিটিকে বিক্রয় নোটিশ হিসেবে গণ্য করার জন্য ঋণগ্রহীতাদের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। এছাড়া ঋণগ্রহীতাদের আরও জানানো যাচ্ছে যে, যদি কোনো সময়ে শেয়ার বাজারের অস্থিরতার কারণে বন্ধককৃত সম্পদের মূল্য আরও কমে যায় এবং এর ফলে মার্জিন বা জামানতের প্রয়োজনীয়তায় ঘাটতি সৃষ্টি হয়, তবে ব্যাংক তার নিজস্ব বিবেচনায় কোনো প্রকার বাড়তি নোটিশ ছাড়াই ১ (এক) ক্যালেন্ডার দিনের মধ্যে বন্ধককৃত সম্পদ বিক্রি করে দিতে পারবে। বন্ধককৃত সম্পদ বিক্রয়লব্ধ অর্থ সমন্বয়ের পরেও যদি কোনো বকেয়া অর্থ অবশিষ্ট থাকে, তবে তা পরিশোধের জন্য ঋণগ্রহীতারা ব্যাংকের কাছে দায়বদ্ধ থাকবেন।

ক্রম নং.	লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর	ঋণগ্রহীতার নাম	১২ জুলাই ২০২৬ পর্যন্ত বকেয়া অর্থের পরিমাণ	বিক্রয় বিজ্ঞপ্তির তারিখ
১	XXXXXXXXXX০৬৭৪	রবিন কুমার দে	৪,৭১৫.৪২	১৩-০৭-২০২৬
২	XXXXXXXXXX০০৮০	নীলমণি পল	১,৮০,৩৪৪.০৩	১৩-০৭-২০২৬
৩	XXXXXXXXXX০১০৫	কেয়া ভট্টাচার্য	৩,৪১,৪৫০.৬০	১৩-০৭-২০২৬
৪	XXXXXXXXXX৮৬৩২	সার্বজিত বারিক	১৮,৬২,২৩৯.৬০	১৩-০৭-২০২৬
৫	XXXXXXXXXX০২৬২	স্বপন চক্রবর্তী	৪,২৪৫.৭৫	১৩-০৭-২০২৬
৬	XXXXXXXXXX০০৮৬	সত্যনারায়ণ দ্রোলিয়া	২,০৮,৬৩৮.৬৭	১৩-০৭-২০২৬
৭	XXXXXXXXXX০০১৯	দীপক বিশ্বাস	১,৯৪,৩৩৩.৬৬	১৩-০৭-২০২৬
৮	XXXXXXXXXX০১৭৪	বাপ্পাদিত্য রায় চৌধুরী	২,৮৮৮.১৮	১৩-০৭-২০২৬
৯	XXXXXXXXXX৮৭১২	অরূপ কুমার রায়	২,০২০.০০	১৩-০৭-২০২৬
১০	XXXXXXXXXX১১৯৯	চিত্র চক্রবর্তী	৮৫,২৬৫.৭৭	১৩-০৭-২০২৬
১১	XXXXXXXXXX৫০৫৫	গণেশ চৌধুরী	২,৩৭,৯০৬.৮০	১৩-০৭-২০২৬
১২	XXXXXXXXXX৯৭৮৮	জয় প্রকাশ পেরিওয়াল	৮,১২,৪৫০.৮৩	১৩-০৭-২০২৬
১৩	XXXXXXXXXX৩৯৯৫	সুমন আগরওয়াল	১,৭২৬.৮০	১৩-০৭-২০২৬
১৪	XXXXXXXXXX৪৬৯২	অশোক কুমার আগরওয়াল	৯৫৬.৪২	১৩-০৭-২০২৬
১৫	XXXXXXXXXX১৮৭২	তপন কুমার মুখোপাধ্যায়	৫৪,৩৭০.১৮	১৩-০৭-২০২৬
১৬	XXXXXXXXXX৩৯০১	বর্নালী লাহিড়ী	২,১০,৫৩০.৬২	১৩-০৭-২০২৬
১৭	XXXXXXXXXX৩৬৭১	রুচিকা কেজরিওয়াল	৩,৯২,৪২৫.৬১	১৩-০৭-২০২৬
১৮	XXXXXXXXXX৯০১১	স্বাগতা রায়চৌধুরী	৫,৫২০.৮৫	১৩-০৭-২০২৬
১৯	XXXXXXXXXX৮৬১১	কৌস্তুভ দোলুই	৫,৫১৯.৯৯	১৩-০৭-২০২৬
২০	XXXXXXXXXX১২৩৮	বিজয় কিষাণ চন্দক	১৮,৫৪,২২৮.০৬	১৩-০৭-২০২৬
২১	XXXXXXXXXX৮৯০২	সঞ্জয় সাহা	১,৫৬,৬৪০.২৭	১৩-০৭-২০২৬
২২	XXXXXXXXXX৭২০০	অঙ্কিত কুমার সিং	৩,২১,২৭৯.০১	১৩-০৭-২০২৬
২৩	XXXXXXXXXX৪৩৬০	রঞ্জিত কুমার সরকার	৮,৩১,০৯৫.০৯	০৪-০৭-২০২৬
২৪	XXXXXXXXXX৩১৭৬	পামেলী চৌধুরী	২,৭৪,৯৭৯.০০	১৩-০৭-২০২৬
২৫	XXXXXXXXXX৭৯২০	দেবাশিস ভট্টাচার্য	৪৯,৩৩৩.৪৭	১৩-০৭-২০২৬
২৬	XXXXXXXXXX৭২৭৯	পুনম কুমারী জয়সওয়াল	৩,২৭,৬৯৩.০০	১৩-০৭-২০২৬
২৭	XXXXXXXXXX৭০৩৯	অরিজিৎ রায়	১৬,৫০৮.৯০	১৩-০৭-২০২৬
২৮	XXXXXXXXXX৬৯২১	স্বপন কুমার পাল	৩,১৩,৪০৯.০০	১০-০৭-২০২৬
২৯	XXXXXXXXXX৭০২২	মহঃ শাকিল আনসারী	৮,৮৮,৬৪৩.৮২	১৩-০৭-২০২৬
৩০	XXXXXXXXXX৬৭০১	ইসলাম আনসারী	৭,৮৮৩.৫৬	১৩-০৭-২০২৬
৩১	XXXXXXXXXX২৭৮০	প্রশান্ত মজুমদার	১,৯১,৯৮৪.৫৪	১৩-০৭-২০২৬
৩২	XXXXXXXXXX৯৬২২	গৌতম কর	৩,২৬৪.৯৮	১৩-০৭-২০২৬
৩৩	XXXXXXXXXX৫১৩২	সুরজাকান্ত দলপতি	৫৭,৩৯৬.৯৯	১৩-০৭-২০২৬
৩৪	XXXXXXXXXX৪১৪১	বসন্ত প্রভাত সাহা	১০,০৫,৫২৩.৯৭	১৩-০৭-২০২৬
৩৫	XXXXXXXXXX০৪৩৯	সন্দীপ পাল	১,৩৮,৯৮৩.৫১	১৩-০৭-২০২৬
৩৬	XXXXXXXXXX২৫৩১	শ্যামসুন্দর হালদার	৭২,৬৭৯.১৯	১৩-০৭-২০২৬
৩৭	XXXXXXXXXX১৯৬৯	সুমন জৈন	৭,৯৫,৭৬৪.০০	১৩-০৭-২০২৬
৩৮	XXXXXXXXXX৮৩০০	অপেক্ষা লাহিড়ি	১,৫০,১১৪.০০	১৩-০৭-২০২৬
৩৯	XXXXXXXXXX৮৯৫৪	বিবেক কুমার শুক্লা	১০,০৬,১৫৭.৯৫	০৯-০৭-২০২৬
৪০	XXXXXXXXXX৩১৫৪	তাপস চক্রবর্তী	১,৮৮,৬৯১.৭৯	১৩-০৭-২০২৬
৪১	XXXXXXXXXX৬০২৮	অমিত কুমার সাহু	৩,৩০,১৭৩.৬৬	০৯-০৭-২০২৬
৪২	XXXXXXXXXX৫১১৮	সৌরভ লোহিয়া	১,৮৮,৫০৪.২৫	১৩-০৭-২০২৬
৪৩	XXXXXXXXXX৮২৫৩	সেকেন্দার আলী খান	১,৭৭৩.১২	১৩-০৭-২০২৬
৪৪	XXXXXXXXXX৮৮৫৭	আনন্দ মোহন মাইতি	৩৫,৪৬৮.৫১	১৩-০৭-২০২৬
৪৫	XXXXXXXXXX৪৪২০	কল্পনা শ্রীবাস্তব	১৯,৩৭,৫২৫.০২	১৩-০৭-২০২৬
৪৬	XXXXXXXXXX৮৯০৭	অজিত কুমার সিং	৬৩,৩১৯.১৯	১৩-০৭-২০২৬
৪৭	XXXXXXXXXX৯৩২২	অমিতাভ সেন	৭৪,৮৭১.৮২	১৩-০৭-২০২৬
৪৮	XXXXXXXXXX৮৩৮২	রবীন্দ্র নাথ শর্মা	৬,১৮,৭৪৫.৩১	১৩-০৭-২০২৬
৪৯	XXXXXXXXXX৪৫৭২	মনোমিতা সিংহ	৯,৯৯,৯৯২.৩৪	১৩-০৭-২০২৬
৫০	XXXXXXXXXX৪৩৪২	সূর্যকান্ত জৈন	১৩,৯৭,১৩৮.৬৫	০৯-০৭-২০২৬
৫১	XXXXXXXXXX৭৭৯৭	অরুণ কুমার বিশ্বকর্মা	৩৩,০৮৬.১৪	১৩-০৭-২০২৬
৫২	XXXXXXXXXX২৪২৩	সৌমিক সরকার	৪০,৪৭৬.৭৯	১০-০৭-২০২৬
৫৩	XXXXXXXXXX১৬৯১	পার্থ প্রতিম ব্যানার্জী	১,৯৮,৫০৭.১০	১৩-০৭-২০২৬
৫৪	XXXXXXXXXX৭০৭২	তন্ময় বোস	২,৭৪,৮৩৭.৪৭	১৩-০৭-২০২৬
৫৫	XXXXXXXXXX২৩৭২	কৌশিক চ্যাটার্জি	৬০,৬৯১.৩১	১৩-০৭-২০২৬
৫৬	XXXXXXXXXX৩৩৮১	প্রদীপ্ত নায়েক	৩৮,৮২৪.৩৪	১৩-০৭-২০২৬
৫৭	XXXXXXXXXX২২৬০	নন্দলাল ভারদ্বাজ	৪,৬২,১৫৯.৪৯	১৩-০৭-২০২৬
৫৮	XXXXXXXXXX৩১৮৯	বেনু গোপাল বাগরি	২০,০১,৬৪৪.১২	১৩-০৭-২০২৬
৫৯	XXXXXXXXXX৭২৯২	কেতকী রায়	৩,৯৯,৫০২.৯৪	১৩-০৭-২০২৬
৬০	XXXXXXXXXX৮৮৪৬	সোমা ভৌমিক	৯,৭৭,৩২১.২২	১৩-০৭-২০২৬
৬১	XXXXXXXXXX৭৮০০	সমরেন্দ্র নারায়ণ বসাক	১৬,০৯,৮১৩.৯০	১৩-০৭-২০২৬
৬২	XXXXXXXXXX৪৭৭০	সীমা সারায়োগী	৩,৫১,৯৩৯.৮০	১৩-০৭-২০২৬
৬৩	XXXXXXXXXX৩১৮১	মণিকাঞ্চন পাল	২,৭০,২৩০.০৬	১৩-০৭-২০২৬
৬৪	XXXXXXXXXX৫৯৮৩	সুদীপ সত্য গাঙ্গুলি	২,৯০,২৩১.৯৯	১৩-০৭-২০২৬
৬৫	XXXXXXXXXX৫৭৪২	তানিশা বসু	৭১২.৭২	১৩-০৭-২০২৬
৬৬	XXXXXXXXXX৮০৮৭	কাজল দে	১,৪৯১.৪২	১৩-০৭-২০২৬
৬৭	XXXXXXXXXX৫২৯৮	প্রণয় কুমার সাহা	৯,৯২,৮৬৬.৭৮	১৩-০৭-২০২৬
৬৮	XXXXXXXXXX৮১৪৯	কার্তিক প্রসাদ	৭৬৭.৮২	০৯-০৭-২০২৬
৬৯	XXXXXXXXXX২৭৬২	সিমা মৃধা	৯,৮৮,৭৪৯.০২	১৩-০৭-২০২৬
৭০	XXXXXXXXXX১২৩৭	বীরেন্দ্র নাথ দাস	৫,৯০৩.৮২	১৩-০৭-২০২৬
৭১	XXXXXXXXXX৪৬২০	বীরেন্দ্র নারায়ণ বসাক	১৯,৫৯,৭১৪.২৩	১৩-০৭-২০২৬
৭২	XXXXXXXXXX৬২২১	শ্যামলী বোস	৫০,০৭৫.১০	১৩-০৭-২০২৬
৭৩	XXXXXXXXXX৪৫০০	সৌমেন কুমার মাইতি	১,৫৩,৪৪৯.২২	১৩-০৭-২০২৬
৭৪	XXXXXXXXXX৪৬৭৩	প্রদীপ বড়ুয়া	৭,৩৬,৯০০.৮২	১৩-০৭-২০২৬
৭৫	XXXXXXXXXX৬৯৫৫	দেবব্রত মুখোপাধ্যায়	১,৪৮,৬৬৭.৯৩	১৩-০৭-২০২৬
৭৬	XXXXXXXXXX১৩৮৯	রমা নন্দী	৫২,৮৮৮.০০	১৩-০৭-২০২৬
৭৭	XXXXXXXXXX১৭৩৪	মনীশ ভট্টাচার্য	১,৪৪,৫১৫.০০	১৩-০৭-২০২৬
৭৮	XXXXXXXXXX৬৯৪৭	শুভাশিস চক্রবর্তী	১,০০,২৭৯.৪২	০৯-০৭-২০২৬
৭৯	XXXXXXXXXX৯৯৩৩	অমিত শ্রীমল	৫,৭৫,৭২২.৫৫	১৩-০৭-২০২৬
৮০	XXXXXXXXXX৬২৬২	আনুশকা রায়	৬,০৩,৪৭১.৮২	১৩-০৭-২০২৬
৮১	XXXXXXXXXX৩০৯২	সুমন দে	৯,৬১,৪২৬.২৬	১৩-০৭-২০২৬
৮২	XXXXXXXXXX৩০৬২	কল্যাণী মন্ডল	৯,৮৩,৫৭২.৩৮	১৩-০৭-২০২৬
৮৩	XXXXXXXXXX৪২৪১	জয়ন্ত কুমার মন্ডল	৮,৩২,৬১২.৪০	১৩-০৭-২০২৬
৮৪	XXXXXXXXXX১০০৪	প্রতীক দেবনাথ	৬০,৩৮২.৮৬	১৩-০৭-২০২৬
৮৫	XXXXXXXXXX৬৪০২	গৌতম দাস	২,১০৯.৮২	১৩-০৭-২০২৬
৮৬	XXXXXXXXXX১৭৬৯	শহিদ আলম	১,২৩,৫৫৯.৫৮	১৩-০৭-২০২৬
৮৭	XXXXXXXXXX৫৬৫৫	প্রাজুক্তি মিত্র	১,৯৪,৬৭০.৮২	১৩-০৭-২০২৬
৮৮	XXXXXXXXXX৭১২৪	জয়দেব পাত্র	৩,৪১,৪৩৮.০৬	১৩-০৭-২০২৬
৮৯	XXXXXXXXXX৭৬৫১	শ্রীরূপ ব্যানার্জী	৯,৯২,৭৯৭.০৭	১৩-০৭-২০২৬
৯০	XXXXXXXXXX৭০৬৮	চন্দনা মুখোপাধ্যায়	৩,১৯,৬৩১.৯৯	১৩-০৭-২০২৬
৯১	XXXXXXXXXX০৪৪৭	নীরজ কুমার গুপ্তা	১৯,৭৮,৯১৮.৬০	১৩-০৭-২০২৬
৯২	XXXXXXXXXX৬৬০২	শিব শঙ্কর ভট্টাচার্য	৯,১৩,৭৯৬.৮২	০৩-০৭-২০২৬
৯৩	XXXXXXXXXX৯০২৯	অরিজিৎ দাস	৫,০৩,৭০০.০০	১৩-০৭-২০২৬
৯৪	XXXXXXXXXX৬১০২	মুকেশ কুমার আগরওয়াল	৯০,৯৫৪.৮২	১৩-০৭-২০২৬
৯৫	XXXXXXXXXX৯৮৪২	মল্লিকা আইচ	৩২,৩৬৪.৮২	১৩-০৭-২০২৬
৯৬	XXXXXXXXXX৯৩৪৯	বিশ্বজিৎ অধিকারী	১,৮৫,৫৯৯.০০	১৩-০৭-২০২৬
৯৭	XXXXXXXXXX৩৮৪১	পৌষালি সিল	১৫,০৩,৯২৭.৮২	০৯-০৭-২০২৬
৯৮	XXXXXXXXXX৭১৬৬	অগ্নি কুমার পাল	৮৫,০৫৮.০০	১৩-০৭-২০২৬
৯৯	XXXXXXXXXX৬৮১০	শশী কান্ত ঘোষ	২২,৮৬৬.৮২	১৩-০৭-২০২৬
১০০	XXXXXXXXXX২৫৩৯	প্রশান্ত থ্যাকার	২,০২,৬৩৪.৮২	১৩-০৭-২০২৬
১০১	XXXXXXXXXX৩১৮৩	বৈশাখী মজুমদার	৯৮,৭১,৭৬৮.১৮	১৩-০৭-২০২৬
১০২	XXXXXXXXXX২৪৮৩	জয়ন্ত ভট্টাচার্য	১,৪৫২.৯২	১৩-০৭-২০২৬
১০৩	XXXXXXXXXX৬৯৩১	তানিয়া রায়	১,৩৩৯.৮২	১৩-০৭-২০২৬
১০৪	XXXXXXXXXX০০৭৯	দিপিকা রানী মিস্ত্রি	১,৯৯৪.৮২	১৩-০৭-২০২৬
১০৫	XXXXXXXXXX৪৪৩৪	পূজা পাল	২,০১৩.৮২	০৮-০৭-২০২৬
১০৬	XXXXXXXXXX৮৭৫৮	আকাশ বনসল	৪,২৩,৮৭৪.৫৩	১৩-০৭-২০২৬
১০৭	XXXXXXXXXX৪৪৩৯	সমীর ঘোষ	১,৩০৬.৯২	১৩-০৭-২০২৬
১০৮	XXXXXXXXXX৪৯৪৮	পূর্ণিমা বেরা	৮,২৫,০০৮.১৭	১৩-০৭-২০২৬
১০৯	XXXXXXXXXX৬০৯৪	দীপ্তি দাস	২,০৪,৬২৩.৫১	০৩-০৭-২০২৬
১১০	XXXXXXXXXX৭১৪৪	হিমাদ্রি শেখর ভট্টাচার্য	১১,৭০,৩৩৬.৮২	০৮-০৭-২০২৬
১১১	XXXXXXXXXX৪৩২১	চিত্রদা কামেশ্বরী	৯৪,১০৫.৬৭	২৪-০৬-২০২৬
১১২	XXXXXXXXXX০৪৬৯	পল্লব ঘোষ	১৪,২৭,৮৩৫.৩৯	০৮-০৭-২০২৬
১১৩	XXXXXXXXXX৩৭২৯	বিদ্যাভূষণ সিং	৭,৬৯,৪১০.৭৮	০৮-০৭-২০২৬
১১৪	XXXXXXXXXX০৩৯৮	বসন্ত কুমার ঘোষ	২,৮৮,৮৩৯.৭৯	২৪-০৬-২০২৬
১১৫	XXXXXXXXXX৮২৭১	স্বাগতা দাস	৪,৩১,৫৩৭.৫৯	০৮-০৭-২০২৬

তারিখঃ ১৫.০৭.২০২৬। স্থানঃ পশ্চিমবঙ্গ স্বা/- এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক লিমিটেড

সার্বজনীন বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাচ্ছে যে, Sipany SS Insurance Brokers LLP লিমিটেড লাইয়াবিলিটি পার্টনারশিপ আইন, ২০০৮ এবং এর অধীন প্রযোজ্য বিধি অনুযায়ী তার নিবন্ধিত কার্যালয় পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য থেকে মহারাষ্ট্র রাজ্যে স্থানান্তরের প্রস্তাব করেছে।

বর্তমান নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানা: TODI MANSION, 10TH FLOOR, ROOM NO. 1002A, 1, LU SHUN SARANI, TIRETTA BAZAR, KOLKATA – 700073, WEST BENGAL.

প্রস্তাবিত নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানা: 5, B-504, LODHA SUPREMUS, MAHAKALI CAVES ROAD, ANDHERI EAST, MUMBAI – 400069, MAHARASHTRA.

উক্ত স্থানান্তরের ফলে কারও স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে, এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ২১ (একুশ) দিনের মধ্যে বর্তমান নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানায় লিখিত আপত্তি জানাতে পারবেন।

For Sipany SS Insurance Brokers LLP
এর পক্ষে ডিজাইনেটেড পার্টনারবৃন্দ

Dated : 15.07.2026

ইমার্জেন্সি লাইটিং সিস্টেম-এর উন্নয়ন

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ ইএল/২৯/আরটি৩১_২০২৬/কে/৬২৬, তারিখঃ ০৯-০৭-২০২৬। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ টেন্ডার নং.ঃ আরটি৩১_২০২৬; **কাজের নামঃ** ডিইই/জিঅ্যান্ডসিএইচজি/কাটিহার অধিক্ষেত্রে ম্যানড লেভেল ক্রসিং গেটস-এ ইনভার্টার সিস্টেমের ব্যবস্থার সাথে ব্যাকআপ পাওয়ার সাপ্লাই হিসেবে ইমার্জেন্সি লাইটিং সিস্টেম-এর উন্নয়ন। **টেন্ডার মূল্যঃ** ১,৬৯,০৩,২১৭/- টাকা; **বায়নার ধনঃ** ৩,৩৮,১০০/- টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধ হবে** ০৩-০৮-২০২৬ তারিখের ১৫:০০ ঘন্টায় এবং **খুলবে** ০৩-০৮-২০২৬ তারিখের ১৫:৩০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

সিনি. ডিইই/জিঅ্যান্ডসিএইচজি./কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

জরুরীকালীন আলোকসজ্জা ব্যবস্থার উন্নীতকরণ

ই-টেণ্ডার নোটিস নং. ইএল/২৯/আরটি৩২_২০২৬/কে/৬২৭ তারিখঃ ০৯-০৭-২০২৬। ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তরফ থেকে নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য "ই-টেন্ডারিং" পদ্ধতির মাধ্যমে কাজের টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছে:- **টেণ্ডার সংখ্যা. আরটি৩২_২০২৬। কাজের নামঃ** ডিইই/জিএণ্ডটিআরডি/নিউ জলপাইগুড়ি অধিক্ষেত্রের অধীনে মানবনিযুক্ত লেভেল ক্রসিং গেটসমূহে ইনভার্টার সিস্টেমের ব্যবস্থা সহিত বিদ্যুত যোগানের এক ব্যাকআপ রূপে জরুরীকালীন আলোকসজ্জা ব্যবস্থার উন্নীতকরণ। **টেণ্ডার রাশিঃ ১,৬৯,২০,৪২৭/-** টাকা। **বায়না রাশিঃ ৩,৩৮,৪০০/-** টাকা। **টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ৩১-০৭-২০২৬** তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং **খোলা যাবেঃ ১৫.৩০** ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেণ্ডারের সম্পূর্ণ সবিশেষ সহিত টেণ্ডার প্র-পত্র **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

জ্যেষ্ঠ ডিইই/ জি এণ্ড সিএইচজি, কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, আমার মক্কেল শ্রী দেবজ্যোতি ঘোষ (পিতাঃ শ্রী লক্ষ্মী কান্ত ঘোষ ঠিকানাঃ দেউলপুর, পাঁচলা, হাওড়া - ৭১১৪১১), যিনি 'মেসার্স ব্রিলিয়ান্ট বাণিজ্য প্রাইভেট লিমিটেড'-এর অনুমোদিত প্রতিনিধি, তাঁর একটি 'অরিজিনাল জেনারেল পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি' (০৪.১১.২০১১ তারিখের) হারিয়ে গেছে উক্ত পাওয়ার অফ অ্যাটর্নিটি এ.ডি.এস. আর. রানিহাটি'-র অফিসে নিবন্ধিত ছিল (২০১২ সালের নথি নং ০০৩৮৭ বুক নং IV, সিডি ভলিউম নং ১, পৃষ্ঠা ৪০৫৭ থেকে ৪০৬৫)। এ বিষয়ে তিনি 'পাঁচলা থানা'-র ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের কাছে একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) দায়ের করেছেন (জিডি নং ১৬৯ তারিখ ০৩.০৭.২০২৬)। এই বিষয় সংক্রান্ত কোনো দাবি, অংশীদারিত্ব, অধিকার, স্বত্ব বা স্বার্থ থাকলে অথবা কোনো প্রকার আপত্তি থাকলে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে তা প্রয়োজনীয় প্রমাণসহ এই তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর কাছে জানাতে হবে। উক্ত সময়ের পরে কোনো দাবি উত্থাপন করা হলে তা পরিত্যক্ত বলে গণ্য হবে এবং পরবর্তীকালে কোনো দাবি আর গ্রাহ্য করা হবে না।

পল্লবী কর্মকার
অ্যাডভোকেট
ফোন নংঃ ৯০০৭৮২৪৯৫৭

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

KMDA TENDER NOTICE
e-NIT No: 12/EE/ED-I/EM/KMDA/T-2 of 2026-27

Online Tender is invited by the Executive Engineer, Electrical Division-I, EM Sector, KMDA, Block-L, Ground Floor, Unnayan Bhavan, Salt Lake City, Kolkata-700091, from the eligible tenderer, for the work, **Name of Works, Estimated Value of work, Earnest Money Deposit, Time of Completion,** Illumination work at Different Ghats in connection with Shrabani Mela 2026 at Tarakeshwar., Rs.9,31,927/-, Rs.18,639/-, 05 days from the date of firm order, **Last date & time of online Bid submission:** 22.07.2026 up to 14:00 hrs.for details contact the above office or visit both websites. **(KMDA-270)**

www.kmda.wb.gov.in
www.wbtenders.gov.in

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারনকে জ্ঞাত করা যায় যে প্রতিভা চ্যাটার্জী, স্বামী- তারাপদ ব্যানার্জী, সাকিম- গোপালপুর থানা- পুঞ্চা জেলা -পুরুলিয়া, থানা ও জেলা- বাঁকুড়া সামীল ১৭৮ নং জে এল বিশিষ্ট উপরশোল মৌজা মধ্যে ২১২২ নং খতিয়ান ভুক্ত ১৬৬ দাগে ১৩০৮ বর্গফুট, ১৬৭ দাগে ২৯০ বর্গফুট, ২৫০ নং খতিয়ান ভুক্ত ১৬৭ নং দাগে ৪০৯ বর্গফুট ৮৩ নং খতিয়ান ভুক্ত ১৬৪ নং দাগে ১০০ বর্গফুট মোট ২১০৭ বর্গফুট জমিন বাঁকুড়া এ ডি এস আর বাঁকুড়া অফিসে রেজিঃ ১ নং বহির ০১০২০৪৬৬৮ / ২০২৫ কোবালা দলিল মূলে দাতাগন ১। শ্রীমন্ত মন্ডল, ২। বাহাদুর বাগ, ৩। বিদ্যুৎ মন্ডল, ৪। গুরুপদ মন্ডল, ৫। তারাপদ মন্ডল ৬। কাজল মন্ডল এর নিকট খরিদ করিয়াছেন, ২ নং দাতা পক্ষে বাঁকুড়া ডি এস আর অফিসের রেজিঃ ০১০১০১৬৫৩ / ২০২১ নং আমমোক্তার দলিল মূলে সুমন ঘোষ পিতা- শত্রুঘ্ন ঘোষ কে এবং ৩, ৪, ৫ ও ৬ নং দাতা পক্ষে বাঁকুড়া এ ডি এস আর অফিসে রেজিঃ ৪ নং বহির ০১০২০০৩৬২ / ২০১৯ নং আমমোক্তার দলিলে মূলে সুমন ঘোষ পিতা- শত্রুঘ্ন ঘোষ কে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। উক্ত জমিনে কাহারো কোনো আপত্তি থাকিলে উপযুক্ত তথ্য প্রমান লইয়া বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দিন থেকে ৩০ দিনের মধ্যে বি এল & এল আর ও ১ অফিসে অভিযোগ জানাইবেন। অন্যথা আমার মক্কেল তাহার নিজ নামে নাম পত্তন করাইবেন।

Soumen Ghoshal
Advocate
Dist. Judge's Court, Bankura

CHITTARANJAN LOCOMOTIVE WORKS

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি

AEE_WP_PH42_CABLE TRENCH, তারিখ ০৯.০৭.২০২৬। ডেপুটি চিফ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/ ERS/CLW/ চিত্তরঞ্জন, ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে, ভারতীয় রেলওয়ের ই-প্রকিউরমেন্ট সিস্টেম (www.ireps.gov.in)-এর মাধ্যমে নিচে তালিকাভুক্ত কাজটি সম্পাদনের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। উল্লিখিত কাজের জন্য নির্ধারিত তারিখের সকাল ১১.০০টার মধ্যে সংশ্লিষ্ট ওয়েবসাইটে এই টেন্ডারগুলি আপলোড করা যাবে। ওই একই দিনে (টেন্ডার খোলার তারিখে) সকাল ১১.০০টার ঠিক পরেই টেন্ডারগুলি খোলা হবে। ক্রমিক নং. [০১]। টেন্ডার নং. AEE_WP_PH42_CABLE TRENCH। কাজের বিবরণঃ পুরো ওয়ার্কশপের শপ-ফ্লোরের ভেতরে যানবাহন চলাচলের বিষয়টি বিবেচনায় রেখে, বিদ্যমান কংক্রিট স্ল্যাব ক্যাবল ট্রেঞ্চ কভার পরিবর্তন করে স্টিলের ফ্রেমে ঢালাই করা নতুন কংক্রিট স্ল্যাব বসানো। দরপত্র জমা ও খোলার তারিখঃ ৩১।০৭।২০২৬। আনুমানিক মূল্য (টাকা)ঃ ৩২,৬২,৫৭১.১৪ /-। আর্নেস্ট মানি/বিড সিকিউরিটি (টাকা)ঃ ২,৬৫,৩০০ /-। কাজ সম্পন্ন করার সময়সীমাঃ ১২ মাস। দরপত্রের বৈধতাঃ ৬০ দিন। দরপত্র নথির মূল্যঃ IREPS পোর্টাল থেকে ডাউনলোডের ক্ষেত্রে বিনামূল্যে (Nil)। দ্রষ্টব্যঃ ১. দরদাতাকে অবশ্যই প্রয়োজনীয় যোগ্যতার নথিপত্র এবং PAN/GSTIN-এর স্ক্যান করা কপি IREPS পোর্টালে আপলোড করতে হবে। ২. ই-টেন্ডারে অংশগ্রহণের জন্য দরদাতার অবশ্যই 'ক্লাস-৩ ডিজিটাল সিগনেচার সার্টিফিকেট' থাকতে হবে। ৩. এই কাজটি প্রযোজ্য করের আওতাভুক্ত হবে, যার মধ্যে রয়েছে GST, BOCWW (বিল্ডিং অ্যান্ড আদার কনস্ট্রাকশন ওয়ার্কার্স ওয়েলফেয়ার), আয়কর এবং বিধি অনুযায়ী অন্যান্য বিধিবদ্ধ কর। ৪. দরপত্র নথি এবং দরপত্র বিজ্ঞপ্তি সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্যের জন্য রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in ভিজিট করুন।

PR7/423 ডিওয়াই.সিইই / সিএলডব্লু / চিত্তরঞ্জন

Like us on: www.facebook.com/clwrailways

দেশের খবর

‘ই-২০ পেট্রলে মাইলেজ কমছে?’
বিতর্কে বড় মন্তব্য নীতীন গড়করির

নয়াদিল্লি, ১৪ জুলাই ঃ ইথানল মিশ্রিত ই-২০ পেট্রল ব্যবহার করলে গাড়ির মাইলেজ কমে যাচ্ছে-এই অভিযোগকে ঘিরে দীর্ঘদিন ধরেই বিতর্ক চলছে। দেশের বিভিন্ন প্রান্তের বহু গাড়িচালক দাবি করেছেন, ই-২০ জ্বালানি ব্যবহারের পর তাঁদের গাড়ির জ্বালানি দক্ষতা আগের তুলনায় কমে গিয়েছে। এই বিতর্কের মধ্যেই বিষয়টি নিয়ে আবারও মুখ খুললেন কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক মন্ত্রী নীতীন গড়করি। তিনি স্পষ্ট জানিয়েছেন, সাধারণভাবে গাড়ির ড্যাশবোর্ড দেখে বা নিজস্ব হিসাব কষে মাইলেজ নির্ধারণ করা বৈজ্ঞানিকভাবে সঠিক নয়। প্রকৃত মাইলেজ জানতে হলে গাড়ি নির্মাতা সংস্থার অনুমোদিত ডিলারের নির্দিষ্ট পরীক্ষার উপরই নির্ভর করা উচিত। সোমবার একটি সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাকারে এই প্রসঙ্গ ওঠে। সাক্ষাৎকার চলাকালীন এক সাংবাদিক দাবি করেন, সরকার নির্ধারিত ই-২০ পেট্রল ব্যবহার শুরু করার পর তাঁর গাড়ির মাইলেজ উল্লেখযোগ্যভাবে কমে গিয়েছে। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, আগে প্রতি লিটার পেট্রলে প্রায় ১১ কিলোমিটার পথ চলত গাড়িটি। কিন্তু ইথানল মিশ্রিত জ্বালানি ব্যবহারের পর সেই মাইলেজ নেমে এসেছে প্রায় ৭ কিলোমিটারে। সাংবাদিকের এই দাবির পর নীতীন গড়করি জানতে চান, কীভাবে তিনি এই হিসাব করেছেন। উত্তরে সাংবাদিক বলেন, গাড়ির ড্যাশবোর্ডে প্রদর্শিত তথ্যের ভিত্তিতেই তিনি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন, যা সাধারণত অধিকাংশ গাড়িচালকই করে থাকেন। এর জবাবে গড়করি বলেন, আপনি বা আমি নিজেরা গাড়ির সঠিক মাইলেজ পরীক্ষা করতে পারব না। গাড়ির প্রকৃত জ্বালানি দক্ষতা নির্ধারণ করা যায় শুধুমাত্র অনুমোদিত ডিলারের বিশেষ পরীক্ষার মাধ্যমে, যেখানে নির্দিষ্ট যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয়। কেন্দ্রয় মন্ত্রীর এই মন্তব্যের মধ্যেই প্রকাশ্যে এসেছে ই-২০ জ্বালানি নিয়ে একটি নতুন সমীক্ষার ফলাফল, যা নতুন করে বিতর্ক উসকে দিয়েছে। সি-ভোটারের পরিচালিত ওই সমীক্ষা অনুযায়ী, ইথানল মিশ্রিত পেট্রল নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে এখনও উল্লেখযোগ্য সংশয় রয়েছে। এমনকি শাসক জোট এনডিএ-র সমর্থকদের মধ্যেও এই জ্বালানি নিয়ে অনীহা স্পষ্ট হয়েছে। সমীক্ষার তথ্য অনুযায়ী, ৫০ শতাংশেরও বেশি এনডিএ সমর্থক ই-২০ পেট্রল ব্যবহার করতে আগ্রহী নন। তাঁদের প্রধান উদ্বেগ, এই জ্বালানি ব্যবহারের ফলে গাড়ির মাইলেজ কমে যেতে পারে এবং দীর্ঘমেয়াদে ইঞ্জিনের কর্মক্ষমতার উপরও প্রভাব পড়তে পারে বলে তাঁদের আশঙ্কা। অন্যদিকে, মাত্র ১৮.১ শতাংশ অংশগ্রহণকারী ই-২০ ব্যবহারে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। এছাড়া ২৯.৫ শতাংশ এখনও এই বিষয়ে কোনও নির্দিষ্ট মত গড়ে তুলতে পারেননি। একই সমীক্ষায় আরও উঠে এসেছে, মোট অংশগ্রহণকারীদের প্রায় ৫২ শতাংশ পেট্রলের সঙ্গে ইথানল মেশানোর সরকারি নীতিকে সমর্থন করেন না। যদিও সরকার দীর্ঘদিন ধরেই বলছে, ইথানল মিশ্রিত জ্বালানি ব্যবহার করলে অপরিশোধিত তেলের আমদানি কমবে, কৃষকদের আয় বাড়বে এবং কার্বন নিঃসরণ হ্রাস পাবে। তবুও সাধারণ গাড়িচালকদের একাংশের মধ্যে মাইলেজ এবং গাড়ির পারফরম্যান্স নিয়ে উদ্বেগ এখনও কাটেনি। ফলে ই-২০ পেট্রল নিয়ে বিতর্ক আপাতত থামার কোনও লক্ষণ নেই। একদিকে সরকার পরিবেশবান্ধব ও বিকল্প জ্বালানির ব্যবহার বাড়াতে জোর দিচ্ছে, অন্যদিকে বহু গ্রাহক বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে মাইলেজ ও গাড়ির কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন। এই পরিস্থিতিতে নীতীন গড়করির মন্তব্য নতুন করে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে উঠে এসেছে।সব মিলিয়ে ই-২০ পেট্রল নিয়ে বিতর্ক এখনও থামার কোনও লক্ষণ নেই। একদিকে কেন্দ্র সরকার পরিবেশবান্ধব জ্বালানির ব্যবহার বাড়ানো, অপরিশোধিত তেলের আমদানি কমানো এবং আখচাষিদের মতো কৃষকদের আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে ইথানল মিশ্রণের উপর জোর দিচ্ছে। সরকারের দাবি, ধাপে ধাপে ই-২০ জ্বালানির ব্যবহার বাড়লে দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা আরও মজবুত হবে এবং কার্বন নিঃসরণও কমবে।

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য
পত্রিকা

NAME CHANGE

I, Masidul Mondal (Old Name) S/O– Asgar Ali resident of Vill-Harumandaler Para , Po-Mohanganj , Ps-Raninagar , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742308 do hereby declared that I have changed my name from Masidul Mondal to Mahammad Masudal Saikh and henceforth I shall be known as Mahammad Masudal Saikh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 14/07/2026. My name Mahammad Masudal Saikh & Masidul Mondal both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Jaigun Nesha, W/O Basir Ahammed Siddiqui, D/O Zuber Ahamed, resident of vill: Ratanpur, PO: Belia Palsa, PS: Murarai, Dist: Birbhum,WB. do hereby declare that I have changed my name from Jaigun Nesha to Jaigun Nesha Siddiqui and henceforth I shall be known as Jaigun Nesha Siddiqui in all purpose vide affidavit No 23800 sworn before the Ld Executive Magistrate at Rampurhat on dated 14.07.2026 Jaigun Nesha Siddiqui and Jaigun Nesha both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Tamanna Khatoon, D/o. Md Maqsood Alam, R/o- F/32, West Chowbaga, Kolkata-700105, W.B. my n father's actual name has been wrongly recorded in my Aadhar card as Tamnna Khatoon n Md. Maksud n DOB 01.01.2003 in place of , Tamanna Khatoon, D/o.- Md Maqsood Alam, actual DOB-06.03.2002, vide an Affidavit No.671, dt. 09.07.2026, in the Court of the Ld. 1st Class, Judicial Magistrate, Kolkata. That, Tamanna Khatoon D/o. Md Maqsood Alam & Tamnna Khatoon, D/o.- Md Maksud both are same & one identical person.

NAME CHANGE

I, Tapan Chatterjee @ Tapan Chattopadhyay @ Tapan Kumar Chatterjee S/O- Balaram Chattopadhyay, resident of B R Diamond Apartment, Kalna Road, P.O. & P.S.- Burdwan, Dist.- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN-713101, do hereby declare that I have changed my name and shall henceforth be known as TAPAN KUMAR CHATTOPADHYAY vide Affidavit No.-27962 dated 09/07/2026 sworn before The Executive Magistrate at Purba Bardhaman. That Tapan Chatterjee, Tapan Chattopadhyay, Tapan Kumar Chatterjee and Tapan Kumar Chattopadhyay all are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Forida Bibi (Old Name) W/O– Mahammad Masudal Saikh resident of Vill-Harumandaler Para , Po-Mohanganj , Ps-Raninagar , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742308 do hereby declared that I have changed my name from Forida Bibi to Farida Khatun Bibi and henceforth I shall be known as Farida Khatun Bibi (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 14/07/2026. My name Farida Khatun Bibi & Forida Bibi both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Nandita Chatterjee W/O- Tapan Kumar Chattopadhyay, resident of B R Diamond Apartment, Kalna Road, P.O. & P.S.- Burdwan, Dist.- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN-713101, do hereby declare that I have changed my name and shall henceforth be known as NANDITA CHATTOPADHYAY vide Affidavit No.-27961 dated 09/07/2026 sworn before The Executive Magistrate at Purba Bardhaman. That Nandita Chatterjee and Nandita Chattopadhyay both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I. Sufiuddin Shaikh, S/o- Late Sk Nurul Islam, R/o. Vill. Chakloknath, P.C. Maheswara, P.S. Ramnagar, Dist. 24-Pgs.(S),-743368, W.B. my actual name and surname has been wrongly recorded in my Son's (Sariful Shaikh) Aadhar card & Voter Card as Sufiddin Sk., my Son's High Madrasha Examination 2023 Certificate as Safiuddin Shaikh, my Son's Passport (IND-N2308515) as Safiuddin Sk., in place of Sufiuddin Shaikh (Pan Card No.- IVXPS2733E)) vide an Affidavit No. 14170 dt. 07.07.2026, in the Court of Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Diamond Harbour, 24 Pgs.(S). That, Sufiuddin Shaikh, Safiuddin Sk, Safiuddin Shaikh, Sufiddin Sk. all are same & one identical person.

NAME CHANGE

I (old name) Palita Saha Bhattacharya D/O Ananda Gopal saha Residing at Goalpara Santiniketan, Pin-731235 shall henceforth be known as Palita Saha as declared before the first Class Judicial Magistrate Bolpur court,Birbhum vide affidavit no 1076/2002 and Dated-17/06/2026 (old name) Palita saha Bhatacharya and Palita Saha both are same identical person.

NAME CHANGE

I, Jiten Biswas (Old Name) S/O– Kshetramohan Biswas resident of Vill-Ramjibanpur , Po-Chhatina , Ps-Tehatta , Dist-Nadia , West Bengal, Pin-741160 do hereby declared that I have changed my name from Jiten Biswas to Jitendra Nath Biswas and henceforth I shall be known as Jitendra Nath Biswas (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 14/07/2026. My name Jitendra Nath Biswas & Jiten Biswas both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Mohammad Selimur Rahman (Old Name) S/O–Habibur Rahman resident of Vill & Po-Joykrishnapur , Ps-Samsherganj , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742224 do hereby declared that I have changed my name from Mohammad Selimur Rahman to Md Selimur Rahman and henceforth I shall be known as Md Selimur Rahman (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 14/07/2026. My name Md Selimur Rahman & Mohammad Selimur Rahman both are same and one identical person

NAME CHANGE

I, KABITA DEVI PRASAD (old name) W/o-Aloke Kumar resident of 3 No Ghumti, Mahamaya Para, Ward No 16, PS-Kotwali, Dist-Jalpaiguri, Pin-735101 WB do hereby declare that I have changed my name from KABITA DEVI PRASAD (old name) to KABITA KUMARI DEBI PRASAD(new/correct name) and henceforth I shall be known as KABITA KUMARI DEBI PRASAD(new/correct name) in all purpose, vide affidavit No. 89 sworn before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Jalpaifuri on 12/05/2026. KABITA DEVI PRASAD and KABITA KUMARI DEBI PRASAD both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, ALOKE KUMAR alias ALOK PRASAD (old name) S/o-Kameshwar Prasad resident of 3 No Ghumti, Mahamaya Para, Ward No 16, PS-Kotwali, Dist-Jalpaiguri, Pin-735101 WB do hereby declare that I have changed my name from ALOKE KUMAR alias ALOK PRASAD (old name) to ALOK KUMAR PRASAD(new/correct name) and henceforth I shall be known as ALOK KUMAR PRASAD(new/correct name) in all purpose, vide affidavit No. 90 sworn before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Jalpaiguri on 12/05/2026. ALOKE KUMAR, ALOK PRASAD both and ALOK KUMAR PRASAD all are same and one identical person.

NAME CHANGE

I,Tanushree Sarkar (old name) W/o-Dibash Kanti Sarkar resident of Vill.-Nichabandar, P.O-Patiram, P.S.-Balurghat, Dist-Dakshin Dinajpur WB do hereby declare that I have changed my name from Tanushree Sarkar (old name) to Tanusree Sarkar(new/correct name) and henceforth I shall be known as Tanusree Sarkar(new/correct name) in all purpose, vide affidavit sworn before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Balurghat, Dakshin Dinajpur on 15/11/2025. Tanushree Sarkar and Tanusree Sarkar both are same and one identical person.

টঙ্গানি টি কোম্পানি লিমিটেড

CIN : L01132WB1893PLC000742
নিবন্ধিত কার্যালয়ঃ ১৫বি, হেমন্ত বসু সরণি, তৃতীয় তল, কলকাতা-৭০০০০১
ফোন নম্বরঃ ২২৪৮৭৬৮৫, ফ্যাক্স নম্বরঃ ০৩৩ ২২১০০৫৪১
ই-মেইলঃ info@tonganitea.com, ওয়েবসাইটঃ www.tonganitea.com

ভিডিও কনফারেন্সিং (‘ভিসি’) বা অন্যান্য অডিও-ভিজ্যুয়াল মাধ্যম (’ওএভিএম’)-এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিতব্য একশত তেত্রিশতম (১৩৩তম) বার্ষিক সাধারণ সভা আহ্বানের বিষয়ে গণবিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, ’কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩’ (‘অ্যাক্ট’)-এর বিধানাবলী এবং সেবি (সেবি)-র প্রযোজ্য নির্দেশিকা ও এমসিএ (এমসিএ)-র যথাক্রমে ৫ই মে ২০২০, ২৮শে ডিসেম্বর ২০২২, ২৫শে সেপ্টেম্বর ২০২৩, ১৯শে সেপ্টেম্বর ২০২৪ এবং ২২শে সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখের ২০/২০২০, ১০/২০২২, ০৯/২০২৩, ০৯/২০২৪ ও ০৩/২০২৫ নম্বর নির্দেশিকা মেনে, ’টঙ্গানি টি কোম্পানি লিমিটেড’-এর সদস্যদের জন্য ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের ১৩৩তম বার্ষিক সাধারণ সভাটি ১০ই আগস্ট ২০২৬, সোমবার সকাল ১১.৩০-এ (আইএসটি) ভিডিও কনফারেন্সিং (’ভিসি’) বা অন্যান্য অডিও-ভিজ্যুয়াল মাধ্যম (’ওএভিএম’)-এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে।

এজিএম (AGM) আহ্বানের বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বিষয়াবলি সম্পাদনের লক্ষ্যে সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সিকিউরিটিজ লিমিটেড (CDSL) কর্তৃক সভার জন্য VCOAVM (ভিডিও কনফারেন্সিংঅন্যান্য অডিও-ভিজ্যুয়াল মাধ্যম) সুবিধা প্রদান করা হবে। সদস্যরা শুধুমাত্র VCOAVM-এর মাধ্যমেই এজিএম-এ উপস্থিত হতে ও অংশগ্রহণ করতে পারবেন, কারণ সশরীরে উপস্থিত থাকার কোনো ব্যবস্থা রাখা হয়নি। এজিএম-এর কোরাম (quorum) গণনার ক্ষেত্রে VCOAVM-এর মাধ্যমে উপস্থিতিকে গণ্য করা হবে।সংশ্লিষ্ট নির্দেশিকা বা সার্কুলার অনুযায়ী, এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি এবং ২০২৫-২৬ অর্থবছরের জন্য স্বতন্ত্র নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী (Standalone Audited Financial Statements)-যার সাথে বোর্ডের প্রতিবেদন, নিরীক্ষকের প্রতিবেদন এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় নথিপত্র সংযুক্ত থাকবে-কোম্পানির সেইসব সদস্যের কাছে পাঠানো হবে যাদের ই-মেইল ঠিকানা ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্ট (DP) বা আরটিএ (RTA)-এর কাছে নিবন্ধিত আছে। উল্লিখিত নথিপত্র কোম্পানির ওয়েবসাইট (www.tonganitea.com), স্টক এক্সচেঞ্জ অর্থাৎ ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড-এর ওয়েবসাইট (www.cse-india.com) এবং কোম্পানির রেজিস্ট্রার ও ট্রান্সফার এজেন্ট -মেসার্স নিচ টেকনোলজিস প্রাইভেট লিমিটেড (Ms Niche Technologies Pvt. Ltd.) ও মেসার্স সিডিএসএল (Ms CDSL)-এর ওয়েবসাইটেও পাওয়া যাবে। কোনো সদস্যকেই বিজ্ঞপ্তি ও বার্ষিক প্রতিবেদনের কোনো মুদ্রিত বা ফিজিক্যাল কপি পাঠানো হবে না।যেসব সদস্য এখনও তাদের ই-মেইল ঠিকানা এবং মোবাইল নম্বর নিবন্ধন করেননি, তাদের অনুরোধ করা হচ্ছে ডিপি (DP)-র সাথে যোগাযোগ করে তাদের তথ্য যাচাই বা হালনাগাদ করার জন্য (যদি শেয়ার ডিমেট ফর্মে থাকে) আর যেসব সদস্যের শেয়ার ফিজিক্যাল ফর্মে রয়েছে, তাদের রেজিস্ট্রার ও শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট অথবা কোম্পানির সাথে যোগাযোগ করে সেই তথ্য হালনাগাদ করার অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট প্রদানের পদ্ধতিঃ

সদস্যরা বার্ষিক সাধারণ সভার (AGM) বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বিষয়সূচির ওপর ইলেকট্রনিক ভোটিং বা ’ই-ভোটিং’ পদ্ধতির মাধ্যমে ভোট প্রদানের সুযোগ পাবেন।ডিমেটেরিয়ালাইজড (ইলেকট্রনিক) বা ফিজিক্যাল (কাগজপত্র-ভিত্তিক) পদ্ধতিতে শেয়ার ধারণকারী সদস্য এবং যাদের ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধিত নয়-তাদের জন্য দূরবর্তী স্থান থেকে ভোট প্রদানের (’রিমোট ই-ভোটিং’) পদ্ধতিটি এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা থাকবে।

এ সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য কোম্পানির ওয়েবসাইট (www.tonganitea.com) এবং মেসার্স নিচ টেকনোলজিস প্রাইভেট লিমিটেড (Ms Niche Technologies Pvt. Ltd.) ও মেসার্স সিডিএসএল (Ms CDSL - https://www.evotingindia.com)-এর ওয়েবসাইটেও পাওয়া যাবে।এজিএম চলাকালীন সময়েও ইলেকট্রনিক ভোটিং বা ’ইনস্টা পোল’ (Insta Poll)-এর মাধ্যমে ভোট প্রদানের সুবিধা থাকবে যেসব সদস্য এজিএম-এ সশরীরে উপস্থিত থাকবেন কিন্তু এর আগে ’রিমোট ই-ভোটিং’-এর মাধ্যমে ভোট দেননি, তারা এজিএম-এর দিন ’ইনস্টা পোল’-এর মাধ্যমে ভোট দিতে পারবেন।

ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় লগ-ইন তথ্য (credentials) সদস্যদের ই-মেইলের মাধ্যমে প্রদান করা হবে। যেসব সদস্য ই-মেইল পাননি অথবা যাদের ই-মেইল ঠিকানা ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্ট (DP) বা আরটিএ (RTA)-এর কাছে নিবন্ধিত নয়, তারা এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তির সাথে সংযুক্ত নির্দেশাবলী অনুসরণ করে লগ-ইন তথ্য তৈরি করে নিতে পারবেন।ভিডিও কনফারেন্সিং (VC)-এর মাধ্যমে এজিএম-এ অংশগ্রহণের জন্যও একই লগ-ইন তথ্য ব্যবহার করা যাবে।

চূড়ান্ত লভ্যাংশ প্রদানের জন্য ’রেকর্ড ডেট’ (Record Date) কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ ১৪ই মে, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় শেয়ার প্রতি ৭.০০ টাকা হারে যে চূড়ান্ত লভ্যাংশ (২০২৫-২৬ অর্থবছরের জন্য) সুপারিশ করেছিল, তা পাওয়ার যোগ্য সদস্যদের নির্ধারণের জন্য কোম্পানি ৩রা আগস্ট, ২০২৬ (সোমবার)-কে ’রেকর্ড ডেট’ হিসেবে নির্ধারণ করেছে।

বার্ষিক সাধারণ সভায় (AGM) অনুমোদিত হলে, লভ্যাংশটি অনুমোদনের তারিখ থেকে ৩০ দিনের নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে সেইসব সদস্যদের প্রদান করা হবে যাদের হালনাগাদ ব্যাংক অ্যাকাউন্টের বিবরণ কোম্পানির কাছে রয়েছে। সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (SEBI)-র ৭ই মে, ২০২৪ তারিখের মাস্টার সার্কুলার নং SEBIHOMIRSDPOD-1PCIR202437 অনুযায়ী, ১লা এপ্রিল, ২০২৪ থেকে লভ্যাংশ, সুদ বা রিডেম্পশন (মূলধন ফেরত)-সহ যেকোনো অর্থ প্রদান শুধুমাত্র ইলেকট্রনিক পদ্ধতির মাধ্যমে করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। লভ্যাংশ প্রাপ্তিতে বিলম্ব এড়াতে, সদস্যদের তাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টের বিবরণ নিবন্ধন বা হালনাগাদ করার অনুরোধ করা হচ্ছে।

ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে লভ্যাংশ গ্রহণের জন্য ম্যান্ডেট নিবন্ধন বা ব্যাংক বিবরণ হালনাগাদ করার পদ্ধতি (যাতে কোম্পানি ভবিষ্যতে ঘোষিত লভ্যাংশ সরাসরি ব্যাংকের মাধ্যমে পাঠাতে পারে)ঃ যদি শেয়ারগুলি ’ডিম্যাটেরিয়ালাইজড’ (ডিমেট) অবস্থায় থাকে, তবে সংশ্লিষ্ট ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্টের (DP) কাছে প্রয়োজনীয় নথিপত্র জমা দিয়ে এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা যাবে। এছাড়া, ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্টের নির্ধারিত ফর্মে তথ্য পূরণ করে কোম্পানি RTA-র কাছে জমা দেওয়া যেতে পারে অথবা info@tonganitea.com nichetechpl@nichetechpl.com-এ ইমেল করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে নিম্নলিখিত নথিপত্র জমা দিতে হবেঃ (i) স্বাক্ষরিত অনুরোধপত্রের স্ক্যান করা কপি (যাতে সদস্যের নাম, ফোলিও নম্বর, ব্যাংক বিবরণ-যেমন ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নম্বর, ব্যাংকের নাম ও শাখার ঠিকানা, IFSC, MICR কোড-থাকবে), (ii) প্যান (PAN) কার্ডের স্ব-প্রত্যয়িত কপি এবং (iii) বাতিল করা চেকের পাতা (Cancelled Cheque leaf)।

যেসব সদস্য ইতিমধ্যে ডিপোজিটরিকোম্পানিRTA-র কাছে তাদের ব্যাংক বিবরণ হালনাগাদ করেছেন এবং ব্যাংকের মাধ্যমে লভ্যাংশ পাচ্ছেন, তাদের বিবরণ পুনরায় হালনাগাদ করার প্রয়োজন নেই-যদি না ব্যাংক সংক্রান্ত তথ্যে কোনো পরিবর্তন হয়ে থাকে।

টঙ্গানি টি কোম্পানি লিমিটেডের পক্ষে
স্বাক্ষর /-
অরিন্দম রায়চৌধুরী
(কোম্পানি সচিব)
সদস্যপদ নং এ৩৭৬০২

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ১৪ই জুলাই, ২০২৬

সিআইডি থেকে সরিয়ে টেলিকমিউনিকেশনে সুপ্রতিম

১-র পাতার পর- দফতরের অতিরিক্ত দায়িত্বও সামলাবেন। প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, আইনশৃঙ্খলা ব্যবস্থার খোলনলচে বদলে ফেলা এবং পুলিশি তৎপরতা বাড়াতেই রাজ্য প্রশাসনের এই শীর্ষ স্তরে এমন পুনর্বিন্যাস। এই রদবদলের হাওয়া এসে লেগেছে বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেটেও। বিধাননগরের বর্তমান কমিশনার ত্রিপুরারি অথর্বকে রাজ্য পুলিশের ট্রাফিক অ্যান্ড রোড সেফটির এডিজি পদে পাঠানো হয়েছে। তাঁর শূন্য আসনে বিধাননগরের নতুন কমিশনার হচ্ছেন রাঠোর অমিতকুমার ভারত, যিনি এতদিন রায়গঞ্জ রেঞ্জের ডিআইজি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। রদবদলের আঁচ পড়েছে উত্তরবঙ্গ এবং পশ্চিমাঞ্চলেও। পশ্চিমাঞ্চলের বর্তমান এডিজি ও আইজিপি বিশাল গর্গকে রাজ্য আইবি-র এডিজি ও আইজিপি করা হয়েছে। তাঁর শূন্য পদে পশ্চিমাঞ্চলের নতুন এডিজি ও আইজিপি হিসেবে নবান্ন পাঠাচ্ছে আনন্দ কুমারকে (বর্তমানে এডিজি, লিগ্যাল)। আবার, উত্তরবঙ্গ রেঞ্জের এডিজি ও আইজিপি কে জয়রামনকে রাজ্য অর্থনৈতিক অপরাধ দমন শাখার ডিরেক্টর পদে বদলি করা হয়েছে। তাঁর ছেড়ে যাওয়া আসনে উত্তরবঙ্গ রেঞ্জের নতুন আইজিপি হিসেবে দায়িত্ব নিচ্ছেন সুকেশ কুমার জৈন। একই সঙ্গে রাজ্য স্পেশাল টাস্ক ফোর্স এর শীর্ষস্তরেও পরিবর্তন এসেছে। এসটিএফ-এর বর্তমান আইজিপি প্রবীণ কুমার ত্রিপাঠীকে হোম গার্ডের আইজি পদে পাঠানো হয়েছে এবং তাঁর স্থানে রাজ্য এসটিএফ-এর নতুন আইজি হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করছেন সুধীর কুমার নীলকান্তম (বর্তমানে আইজিপি, সিআইএফ)। উত্তরবঙ্গের কৌশলগত দুই জেলা দার্জিলিং ও কোচবিহারেও পুলিশ সুপার স্তরে বদল আনা হয়েছে। দার্জিলিংয়ের বর্তমান পুলিশ সুপার প্রতীক্ষা ঝাড়খড়িয়াকে কলকাতার প্রথম ব্যাটালিয়নের ডিসি করে আনা হয়েছে। তাঁর জায়গায় পাহাড়ি জেলার আইনশৃঙ্খলার দায়িত্ব নিচ্ছেন কলকাতার গোয়েন্দা বিভাগের প্রাক্তন ডিসি ইয়েলওয়াদ শ্রীকান্ত জগন্নাথরাও। অন্যদিকে, কোচবিহারের বিদায়ী পুলিশ সুপার জসপ্রীত সিংকে পাঠানো হয়েছে রাজ্য পুলিশের সিসিডব্লিউ-র এসপি পদে এবং তাঁর স্থলে কোচবিহারের নতুন পুলিশ সুপার হচ্ছেন কলকাতার ট্রাফিক বিভাগের ডিসি মণীশ জোশী। কলকাতা পুলিশের অন্দরেও বেশ কয়েকটি পদে বদল আনা হয়েছে। সাইবার ক্রাইম বিভাগের নতুন ডিসি হচ্ছেন প্রদীপ কুমার যাদব এবং ইস্টার্ন ডিভিশনের নতুন ডিসি পদের দায়িত্বভার সামলাবেন অরিন্দম সরকার। এছাড়াও এসএপি প্রথম ব্যাটালিয়নের কমান্ডিং অফিসার রাজীব কুমারকে কলকাতা পুলিশের ডিসি এসটিএফ হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে। রাজ্য পুলিশের এই বদলি তালিকায় বেশ কয়েকজন ডব্লিউবিপিএস অফিসারেরও নাম রয়েছে। বারুইপুর পুলিশ জেলার অতিরিক্ত এসপি (জোনাল) পিনাকী দত্তকে ওই জেলারই ডিআইবি-র অতিরিক্ত এসপি করা হয়েছে এবং তাঁর জায়গায় আসছেন অতীশ বিশ্বাস। এছাড়া পূর্ব মেদিনীপুরের গ্রামীণ অতিরিক্ত এসপি শ্যামল কুমার মণ্ডল এবং সুন্দরবনের অতিরিক্ত এসপি (জোনাল) অগ্নিশ্বর চৌধুরীরও কাজের ক্ষেত্র পরিবর্তন করা হয়েছে। নবান্নের পক্ষ থেকে এটিকে ‘রুটিন বদলি’ হিসেবে বর্ণনা করা হলেও, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক পর্যবেক্ষকদের মতে, সুপ্রতিম সরকারের মতো শীর্ষস্তরের কর্তার বিভাগ বদল এবং বিধাননগর-দার্জিলিংয়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ জোনে নতুন মুখ নিয়ে আসার পেছনে প্রশাসনিক কৌশল রয়েছে।

নিউটাউনের গেস্ট হাউসে

১-র পাতার পর- সঙ্গে হাওয়ালার যোগ থাকতে পারে। পাশাপাশি, তদন্তকারীদের একটি বড় অংশের ধারণা, জামতাড়া গ্যাংয়ের কায়দায় কোনও সাইবার প্রতারণা চক্র বা কল সেন্টারের আড়ালে এই অবৈধ অর্থ লেনদেন চলত। নিউটাউনের ওই গেস্ট হাউসটি কার্যত এই চক্রের ‘নিরাপদ আস্তানা’ হিসেবে ব্যবহৃত হত। এমনভাবেই তা করা হতো যাতে স্থানীয় বাসিন্দাদের কারও কিছু সন্দেহ হয়নি কখনও। তবে এতদিন স্থানীয় বাসিন্দাদের চোখে ধুলো দিয়ে কীভাবে এই কারবার চলছিল, তা খতিয়ে দেখছেন গোয়েন্দারা। তদন্তের স্বার্থে পুলিশ এখনই ধৃতদের নাম বা পরিচয় প্রকাশ্যে আনতে চায়নি। এই মুহূর্তে ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে চক্রের মূল মাথা এবং টাকার উৎস সন্ধানে মরিয়া পুলিশ। এই ঘটনার পেছনে আরও কোনও প্রভাবশালী মাথা বা বড় কোনও আন্তর্জাতিক চক্রের হাত আছে কি না, তা-ও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। নিউটাউনের মতো এলাকায় এমন ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

বারুইপুরেকাণ্ডে ৩ ধৃতকে নিয়ে

১-র পাতার পর- অধিকারী। দেখা করেছিলেন নির্যাতিতার পরিবারের সঙ্গে। পরে তিনি জানিয়েছিলেন, ধর্ষণ-খুনের ঘটনার তদন্ত তাঁর নজরদারিতেই চলবে। তদন্ত এমন ভাবে হবে যে, তা দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। প্রসঙ্গত, শুভেন্দু রাজ্যের পুলিশমন্ত্রীও। তাঁর আশ্বাসের প্রেক্ষিতে নির্যাতিতার বাবা বলেছিলেন, ‘‘যে ভাবে তদন্ত এগোচ্ছে, তাতে আমরা খুশি। মুখ্যমন্ত্রীর আশ্বাস পেয়েছি।’’ প্রসঙ্গত, বারুইপুরে মোট চারটি মামলা দায়ের হয়েছে। প্রথমটি হলো, নাবালিকাকে ধর্ষণ-খুন। দ্বিতীয় মামলাটি হলো, প্রতিবাদ-বিক্ষোভের সময়ে গণপিটুনিতে ইন্দ্রজিৎ মণ্ডলের মৃত্যু। তৃতীয় মামলা- পুলিশের উপর হামলা, রাস্তা অবরোধ এবং গাড়ি ভাঙচুর। আর চতুর্থ মামলা রেল অবরোধ এবং রেলের সম্পত্তি নষ্ট সংক্রান্ত।

আগের সরকারের কারণে ৮২

১-র পাতার পর- সহায়তায় এক মাস্টারপ্ল্যান বা ‘এগ্রিকালচার রোডম্যাপ’ তৈরি করা হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বিস্ময় প্রকাশ করে জানান, এ রাজ্যে জুট বা পাট চাষ হলেও পাটের বীজ আসে অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে আলু চাষে প্রথম সারিতে থেকেও আলুর বীজ আসে পাঞ্জাব থেকে! এই পরনির্ভরশীলতা চিরতরে দূর করতে কেন্দ্রীয় কৃষি মন্ত্রক পশ্চিমবঙ্গকে সমগ্র পূর্ব ভারতের প্রধান ‘বীজ হাব’ হিসেবে গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। হাইব্রিড ভুট্টা এবং আলুর বীজ এবার বাংলার মাটিতেই তৈরি হবে, যার জন্য একাধিক মৌ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। মালদহ জেলায় আম, লিচু ও অন্যান্য উদ্যানপালন ফসলের চারা তৈরির জন্য ১০০ কোটি টাকার একটি আইসিএআর প্রজেক্ট অনুমোদন করা হয়েছে। হুগলির চুঁচুড়া ধান গবেষণা কেন্দ্রকে আন্তর্জাতিক মানের ‘সেন্টার অফ এক্সেলেন্স’ হিসেবে উন্নীত করা হবে। কৃষকদের ডিজিটাল আইডি বা ফার্মার রেজিস্ট্রি তৈরির জন্য ২৬ কোটি ৮৮ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এছাড়া গ্রামে গ্রামে নাবার্ড ও ব্যাঙ্ক প্রতিনিধিদের নিয়ে বিশেষ ক্যাম্প করে ‘কিসান ক্রেডিট কার্ড’ দেওয়া হবে, যাতে চাষিদের মহাজনদের দ্বারস্থ না হতে হয়। গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছে, গত জুনের শেষ সপ্তাহেই মনরেগা বাবদ ৭০০ কোটি টাকা রাজ্যকে দেওয়া হয়েছিল। এর পাশাপাশি, প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনার অধীনে রাজ্যে ২৪০০ কিলোমিটার নতুন রাস্তা তৈরির জন্য প্রথম পর্যায়ে ১,০০০ কোটি টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে। এদিন বৈঠকের শুরুতেই মুখ্যমন্ত্রী শিক্ষা ও পুষ্টির ক্ষেত্রে বড় ঘোষণা করে জানান, আগামী ১ আগস্ট থেকে প্রাথমিক স্তরে মিড-ডে মিলের দৈনিক বরাদ্দ ৬ টাকা ৭৮ পয়সা থেকে বাড়িয়ে এক ধাক্কায় ১০ টাকা করা হচ্ছে। এছাড়াও কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী বড় অঞ্চলগুলিতে অত্যন্ত উচ্চমানের পুষ্টিকর খাবার বিতরণের দায়িত্ব যৌথভাবে গ্রহণ করছে আন্তর্জাতিক আধ্যাত্মিক সংস্থা ‘ইসকন’। যৌথ সাংবাদিক বৈঠকের শেষে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্পষ্ট করে জানিয়ে দেন, ‘‘ভারত সরকার পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নে কোনও খামতি রাখবে না। এবার থেকে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কেন্দ্রের ও রাজ্যের ডবল ইঞ্জিন সরকার চলবে এবং উন্নয়ন ও প্রগতিতে পশ্চিমবঙ্গকে দেশের এক নম্বর রাজ্যে পরিণত করাই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য।’’

হরমুজ প্রণালীতে ইরানি হামলায় নিহত ভারতীয়

১-র পাতার পর-প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, দেশের সার্বভৌমত্ব ও নাগরিকদের সুরক্ষার স্বার্থে এই পরিস্থিতির উপযুক্ত জবাব দেওয়ার পূর্ণ অধিকার তাদের রয়েছে। দেশের সশস্ত্র বাহিনীকে সর্বোচ্চ সতর্কাবস্থায় রাখা হয়েছে বলে খবর। ভারতীয় নাবিকের মৃত্যুর খবর সরকারিভাবে নিশ্চিত হওয়ার মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগেই, এই যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে ভারতীয় নাবিকদের ক্রমাগত বিপন্ন হওয়া নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে এক্স-এ সরব হয়েছিল ফরোয়ার্ড সিমেন্স ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া (এফএসইউআই)। এই বিপজ্জনক অঞ্চলে কর্মরত বাণিজ্যিক জাহাজের কর্মীদের সুরক্ষায় ভারত সরকার কেন কঠোর কোনও পদক্ষেপ নিচ্ছে না, তা নিয়ে সরাসরি প্রশ্ন তুলেছে ইউনিয়ন। কেন্দ্রের নীতি নিয়ে প্রশ্ন তুলে এক্স পোস্টে এফএসইউআই লিখেছে, ‘আর কতদিন আমরা আমাদের নাবিকদের মৃত্যুর গণনা করব? সরকার কবে পদক্ষেপ করবে?’ আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) এবং আন্তর্জাতিক মেরিটাইম অর্গানাইজেশন (আইএমও)-এর মতো বিশ্বমঞ্চে ভারতের অবিলম্বে ও শক্তিশালী হস্তক্ষেপের দাবি জানিয়েছে এই ইউনিয়ন। এক্স পোস্টে তারা একের পর এক ইরানি হামলার শিকার হওয়া সেই সব জাহাজের তালিকাও তুলে ধরে, যেখানে ভারতীয় ক্রু সদস্যরা ছিলেন। এই তালিকায় ‘এমটি সেন্তেবেলো’, ‘এমটি মেরিভেক্স’, ‘এমটি জলবীর’, ‘এমটি সেফসি বিষ্ণু’ এবং সর্বশেষ আক্রান্ত জাহাজ ‘মোম্বাসা’র নাম রয়েছে। ইউনিয়নের পক্ষ থেকে ক্ষোভ উগরে দিয়ে আরও বলা হয়েছে, ‘‘একের পর এক আমাদের সাহসী ভারতীয় নাবিকরা প্রাণ হারাচ্ছেন। হরমুজ প্রণালী এখন আক্ষরিক অর্থেই মৃত্যুফাঁদ হয়ে উঠেছে। স্বজনহারা পরিবারগুলো গভীর শোকাহত, অথচ বহু ক্ষেত্রে নিহতদের নিথর দেহগুলো পর্যন্ত দেশে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়নি।’ ট্যাঙ্কারে হামলা-কে একটি বৃহত্তর নিরাপত্তা সঙ্কট বলেই দেখা হচ্ছে। এই সঙ্কট গত কয়েক মাস ধরে হরমুজ প্রণালী এলাকাকে গ্রাস করে রেখেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে উত্তেজনা বৃদ্ধির জেরে ২০২৬ সালের মার্চ মাস থেকে কৌশলগত এই জলপথটিতে একের পর এক হামলার ঘটনা ঘটেছে।

কলকাতার ইসকনের রথে

১-র পাতার পর- জানানোর কথা ভাবা হচ্ছে। ইসকন নেতৃত্বের কথায়, ‘‘আমরা জানতে পেরেছি যে রথযাত্রা উৎসবের মধ্যবর্তী সময়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কলকাতায় অবস্থান করতে পারেন। তাই তাঁকে এই পুণ্য উৎসবে সশরীরে উপস্থিত থাকার জন্য একটি আনুষ্ঠানিক আমন্ত্রণপত্র পাঠানোর চিন্তাভাবনা করা হচ্ছে।’’ গত বছর সোজা রথ থেকে উল্টো রথ পর্যন্ত প্রায় ৩০ লক্ষ ভক্তের মহাসমাগম হয়েছিল কলকাতায়। এবার সেই রেকর্ডও ভেঙে যাবে বলে আশা করছেন উদ্যোক্তারা। কলকাতার রথযাত্রায় অংশ নিতে এবার ভারত ছাড়াও চিন, ইউক্রেন, রাশিয়া, আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়ার মতো একাধিক দেশ

অভিষেকের বিরুদ্ধে সরব কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়

১-র পাতার পর- ক্যামাক স্ট্রিটটা শেষ করে দিল আমাদের।’’ একইসঙ্গে একহাত নেন তৃণমূলের বিদ্রোহী-বিক্ষুব্ধ শিবিরের বিরুদ্ধেও। সুর চড়িয়েছেন আইপ্যাকের সঙ্গে সম্পর্ক নিয়েও। বিক্ষুব্ধ তৃণমূলের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়ে বলেন, ‘‘তোমরাই তো ওর (অভিষেকের) সঙ্গে ছিলে, তোমরাই তো ওর থেকে সব পেয়েছ। তোমরাই তো আইপ্যাককে মাথায় তুলেছ।’’ কল্যাণের দাবি, এককালের সুবিধাভোগীরাই আজ অভিষেকের বিরুদ্ধে সবথেকে বেশি মুখ খুলছে। অথচ তাঁরাই একসময় আইপ্যাক থেকে সুবিধা নিয়েছেন। আক্রমণের ধার আরও বাড়িয়ে বলেন, ‘‘সুমিত দিনে দু’বার কথা বললে ভাবতো জীবন ধন্য হয়ে গিয়েছে। যখন আমি আই-প্যাক এর বিরুদ্ধে সমালোচনা করেছি তখন তো আমার আমার পাশে কেউ দাঁড়ায়নি। আইপ্যাক এর থেকে সব সুবিধা নিয়েছো, নিজেদের নেতা বলে প্রতিষ্ঠা করেছো। নিজেদের অভিষেকের লোক বলে চাপ সৃষ্টি করেছ। আজ তারা অভিষেকের বিরুদ্ধে বলছে।’’

বন্দে ভারত যাত্রীদের জন্য 'বন্দে এক্সপ্রেস' ফিজিটাল ম্যাগাজিন চালুর মাধ্যমে ট্রেন ভ্রমণের অভিজ্ঞতাকে এক নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাওয়া হলো

কলকাতা, ১৪ জুলাই ঃ আধুনিক উদ্ভাবন এবং কৌশলগত সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের মাধ্যমে যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্যকে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করার লক্ষ্যে এক বড় পদক্ষেপ নিয়েছে পূর্ব রেলের হাওড়া ডিভিশন। হাওড়া-নিউ জলপাইগুড়ি বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের যাত্রীদের জন্য তারা নিয়ে এসেছে একটি অনন্য উদ্যোগ- 'বন্দে এক্সপ্রেস'। এটি একটি পরিবার-কেন্দ্রিক 'ফিজিটাল' (ডিজিটাল ও প্রিন্টের মেলবন্ধন) ম্যাগাজিন। 'অ্যানাদার ইন্ডিয়া' -র পরিকল্পনা ও সৃষ্টিতে তৈরি এই প্রিমিয়াম ম্যাগাজিনটি যাত্রীদের সম্পূর্ণ বিনামূল্যে বিতরণ করা হচ্ছে। এর ফলে ভারতীয় রেলের ওপর কোনো আর্থিক বোঝা না চাপিয়েই যাত্রীদের জন্য ট্রেনের মধ্যে এক সম্পূর্ণ নতুন ধরনের পঠন-পাঠনের অভিজ্ঞতা নিয়ে আসা সম্ভব হয়েছে। পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার মিলিন্দ দেওস্কর-এর দূরদর্শী নেতৃত্বে এই ঐতিহাসিক প্রকল্পটি সফলভাবে চালু করা হয়েছে, যাঁর অগ্রগামী চিন্তাভাবনা এই জোন জুড়ে ছাত্র-কেন্দ্রিক এবং যাত্রী-বান্ধব উদ্ভাবনকে ক্রমাগত ত্বরান্বিত করছে। গতকাল পূর্ব রেলের প্রিন্সিপাল চিফ কমার্শিয়াল ম্যানেজার ড. উদয় শঙ্কর ঝা, হাওড়া ডিভিশনের ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার বিশাল কাপুর এবং অন্যান্য পদস্থ রেল কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে এই ম্যাগাজিনটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়। ট্রেন ভ্রমণকে আরও আকর্ষণীয় ও উপভোগ্য করে তোলার উদ্দেশ্যে তৈরি 'বন্দে এক্সপ্রেস' প্রথাগত প্রিন্ট মিডিয়ার সাথে কিউআর (QR) কোড চালিত স্মার্ট ডিজিটাল ফিচারের এক নিখুঁত মেলবন্ধন ঘটিয়েছে। যাত্রীরা কোড স্ক্যান করে ভ্রমণ নির্দেশিকা, পর্যটন আকর্ষণ, আঞ্চলিক ঐতিহ্যবাহী গল্প, লাইফস্টাইল বিষয়ক নিবন্ধ এবং শিশুদের জন্য মজাদার ও শিক্ষণীয় গেমসের একটি সমৃদ্ধ ভাণ্ডারে প্রবেশ করতে পারবেন। কেবল বিনোদনই নয়, এই ম্যাগাজিনটি ভারতীয় রেলের সাম্প্রতিক যাত্রী-সুবিধা এবং মেগা-প্রকল্পগুলোর জন্য একটি সহজ নির্দেশিকা হিসেবেও কাজ করবে। এতে 'রেলওয়ান অ্যাপ', 'রেল মদদ' সহায়তা, উচ্চাকাঙ্ক্ষী 'অমৃত ভারত স্টেশন স্কিম', আগামী দিনে আসতে চলা 'বন্দে ভারত স্লিপার' ট্রেন এবং পূর্ব ভারতের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের নানাদিক তুলে ধরা হয়েছে। নন-ফেয়ার রেভিনিউ বা অ-ভাড়া রাজস্ব মডেলের অধীনে বাস্তবায়িত এই প্রকল্পটি রেল প্রশাসনের একটিও টাকা খরচ না করে, বেসরকারি খাতের সহযোগিতায় মূল্য সংযোজিত পরিষেবা তৈরির একটি আদর্শ উদাহরণ। এটি একদিকে যেমন ভ্রমণকে অত্যন্ত আনন্দদায়ক করে তুলছে, অন্যদিকে যাত্রীদের কোনো বাড়তি প্রচেষ্টা ছাড়াই রেলের গুরুত্বপূর্ণ আপডেট এবং নিরাপত্তা সচেতনতা সম্পর্কে অবগত রাখছে। প্রযুক্তি-নির্ভর এই প্রকাশনার মসৃণ সূচনা 'অ্যানাদার ইন্ডিয়া'-র উদ্ভাবনী দক্ষতার পরিচয় দেয়। স্পর্শযোগ্য প্রিন্ট মাধ্যমের সাথে নিমগ্ন ডিজিটাল মিডিয়ার সংমিশ্রণ ঘটিয়ে তারা এমন একটি আকর্ষক অভিজ্ঞতা তৈরি করেছে যা পাঠকদের জন্য অত্যন্ত ইন্টারঅ্যাক্টিভ এবং একই সাথে বাণিজ্যিকভাবে স্বনির্ভর। 'বন্দে এক্সপ্রেস'-এর এই আত্মপ্রকাশ আধুনিক যাত্রীদের জন্য একটি তথ্যবহুল, বিনোদনমূলক এবং ডিজিটালি সংযুক্ত ইকোসিস্টেম গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এক সাহসী পদক্ষেপ। এই উদ্বোধনের বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক শিবরাম মাঝি জানানঃ প্রযুক্তির সাথে স্বাচ্ছন্দ্যের মেলবন্ধন ঘটিয়ে যাত্রী অভিজ্ঞতার মানোন্নয়ন করাই আমাদের মূল লক্ষ্য। 'বন্দে এক্সপ্রেস' কেবল একটি ম্যাগাজিন নয় এটি একটি ইন্টারঅ্যাক্টিভ ভ্রমণ সঙ্গী যা আমাদের যাত্রীদের পূর্ব ভারতের সমৃদ্ধ ঐতিহ্য এবং ভারতীয় রেলের ক্রমবিবর্তনশীল ডিজিটাল রূপান্তরের সাথে যুক্ত রাখবে।

লিথিয়াম বিস্ফোরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বোলপুর, ১৪ জুলাই ঃ মঙ্গলবার বোলপুর রবীন্দ্রবিথী বাইপাস সংলগ্ন একটি অনুষ্ঠান ভবনের বেসমেন্টে ভয়াবহ আগুন লাগার ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। আগুন লাগার খবর ছড়িয়ে পড়তেই আতঙ্কিত হয়ে পড়েন স্থানীয় বাসিন্দারা। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ওই বেসমেন্টে লিথিয়াম ব্যাটারি সংরক্ষণ ও মেরামতির কাজ চলত। প্রাথমিকভাবে অনুমান, একটি লিথিয়াম ব্যাটারি বিস্ফোরণের পরই আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দমকলের একটি ইঞ্জিন। তবে দমকল আসার আগে আগুন নিয়ন্ত্রণে চলে মালিকের তৎপরতায়। ব্যাটারি রিপেয়ারিংয়ের মালিক জানান, ঘটনাটি দিনের বেলায় ঘটায় বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতি বা প্রাণহানির ঘটনা ঘটেনি। তবে একই ঘটনা যদি রাতে ঘটত, তাহলে বড়সড় দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারত বলে তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেন। আগুন লাগার সঠিক কারণ এবং ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে, বলে সূত্রের খবর।

মুণ্ডহীন দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৪ জুলাই ঃ চা বাগানের ঝোপের ভেতর থেকে এক যুবকের মুণ্ডহীন দেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়াল বাগডোগরায়। মঙ্গলবার সকালে বাগডোগরার হাঁসখোয়া চা বাগানের ৯ নম্বর সেকশনে মুণ্ডহীন দেহটি পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয়রা। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বাগডোগরা থানার পুলিশ। এদিন পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃত যুবকের প্যান্টের পকেট থেকে একটি পরিচয়পত্র উদ্ধার হয়েছে। সেই সূত্র ধরেই নিহতের পরিচয় জানা সম্ভব হয়েছে। মৃত যুবকের নাম মহম্মদ ইমাম। তিনি বিহারের কিশানগঞ্জের বাসিন্দা। তবে কী কারণে তিনি বাগডোগরায় এসেছিলেন, তা এখনও স্পষ্ট নয়। দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। যুবকের বিচ্ছিন্ন হওয়া মাথার খোঁজে হাঁসখোয়া চা বাগান ও তার আশপাশের বিস্তীর্ণ এলাকায় জোরদার তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ।

মিউটেশন আবেদনকারী রায়তের নামঃ
শ্রী প্রীতম পাল পিতা- শ্রী প্রদীপ কুমার পাল
আমোক্তারনামা দাতাঃ **শ্রীমতি টিঙ্কু সাহা**
ঠিকানাঃ **অরবিন্দনগর, পোঃ, থানা ও জেলা-জলপাইগুড়ি**
গ্রহীতাঃ **শ্রীমতি প্রদীপ্তা চক্রবর্তী স্বামী- শ্রী আনন্দ চক্রবর্তী**
আমোক্তারনামা নং ও সনঃ ৩৮নং ২০২৬ নং বহি। নং বহি
আমোক্তারনামা বলে দলিল নং ও সনঃ **5506, year 2023**
নামজারি কেস নংঃ **MN/2026/0702/5733**
উক্ত আমোক্তারনামা বলে দলিল অনুযায়ী উপরোক্ত মিউটেশন এর বিষয়ে বক্তব্য / আপত্তি থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হবার একমাসের মধ্যে সদর সমষ্টি ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিকের করণে লিখিত আকারে তা পেশ করবেন। অন্যথায় আইন অনুযায়ী আবেদনটি নিষ্পত্তি করা হবে।
দলিলে বর্ণিত তপশিল সম্পত্তির বিবরণ পরিমাণ এবং খতিয়ান সই ক্রেতা/ গ্রহীতা ও বিক্রেতা/ দাতার নাম ও ঠিকানা নিম্নরূপঃ
মৌজা খড়িয়া, আর. এস খতিয়ান- ১৭১৪৫, আর.এস সিট নং-৪, আর.এস দাগ নং-১৭২৭ জমি- ০.০৩১২ একর
দাতা- শ্রীমতি টিঙ্কু সাহা স্বামী- মৃত বিভাকর সাহা, সাং- অরবিন্দনগর, পোঃ, থানা ও জেলা-জলপাইগুড়ি
গ্রহীতা- শ্রী প্রীতম পাল, পিতা- শ্রী প্রদীপ কুমার পাল, সাং- পূর্ব অরবিন্দনগর, পোঃ, থানা ও জেলা-জলপাইগুড়ি
(আদেশ নং- ১০০০- I.S./২২/২০২৪ তারিখ ২৭.০২.২০২৪ অনুসারে বিজ্ঞপ্তি, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভূমি ও ভূমি সংস্কার ও শরণার্থী ত্রাণ ও পুনর্বাসন দপ্তর দ্বারা বলবৎকৃত)
বিজ্ঞপ্তি দাতার নামঃ **শ্রী প্রীতম পাল**
পিতাঃ শ্রী প্রদীপ কুমার পাল
ঠিকানাঃ পূর্ব অরবিন্দনগর, পোঃ, থানা ও জেলা-জলপাইগুড়ি

e-Tender
Pilla Gram Panchayat
Patuli Station Bazar, Purba Bardhaman.
e-NIT No :- 15/e-NIT/PGP/CFC/2025-26 (2 Nos Boundary Wall 1 nos concrete road)
e-NIT No :- 16/e-NIT/PGP/CFC/2025-26 (2 Nos PURCHASE OF WATER TANK 1 nos Solar submersible pump) Published On e-NIT Site As On :-15.07.2026 For Details, Please Visit **www.wbtenders.gov.in**
Sd/-
Prodhan
Pilla Gram Panchayat.

কাটিহার ডিভিশনে এসএন্ডটি কাজ
টেন্ডার নোটিশ নম্বর ঃ কেআইআর-এন-২০২৬-কে-১৫; তারিখ ঃ ০৯-০৭-২০২৬; নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; **ক্রম নং ঃ ১; কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ** কিষাণগঞ্জে রান্নাঘর, লাট/বাথরুম, বিনোদন কক্ষ, ডাইনিং হল ইত্যাদি সহ আরপিএফ ব্যারাক (৩০ শয্যা) -এর সংস্থানের সাথে সম্পর্কিত টেলিকম কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ২১,৪৮,৬২০.৯৪/- টাকা; **বায়না মূল্য ঃ** ৪৩,০০০/- টাকা; টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ ও সময় **৩১-০৭-২০২৬** তারিখ **১৫:০০** টায় এবং **খোলা** হবে **১৫:৩০** টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য **৩১-০৭-২০২৬** তারিখ **১৫:০০** টা পর্যন্ত **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
ডিআরএম (এস এন্ড টি), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

পূর্ব রেলওয়ে
টেন্ডার নোটিস নং ঃ ২২২-এস/১/সিনি. ডিইএন/১/ডব্লু॥, তারিখ ১০.০৭.২০২৬, ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ৩য় তল, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৪ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য অনলাইনে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ **ক্র. নং ১, টেন্ডার নংঃ টিএন-১২৭-২৬-২৭, কাজের নাম ঃ** ডিডিজে/ইআই-এর শাখায় এমএসডিএসি ট্র্যাক শাখায় সমান্তরালভাবে ডিসি ট্র্যাক সার্কিট-এর ব্যবস্থার দ্বারা ট্রেন ডিটেকশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১,৩৪,০৬,৭৯৭.৭৩ টাকা। **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ২,৬৮,১০০ টাকা। **ক্র. নং ২, টেন্ডার নংঃ টিএন-১২৮-২৬-২৭, কাজের নামঃ** সিনি. ডিইএন ইঞ্জিনিয়ার/১/শিয়ালদহর অধীনে সকল আনুষঙ্গিক কাজ সমেত শিয়ালদহ-বালিগঞ্জ শাখায় দেওয়ালের আরসিসি জ্যাকেটিং এবং অ্যাবাটমেন্ট পায়ার-এর ব্যবস্থা দ্বারা দমদম জং-বালিগঞ্জ শাখায় ব্রিজ নং ১৪ সিসিআর, কিমি ৪/৩১-৩৩-এ ৫ সিসিআর স্প্যান (১ x ২৪.৩৮৪ মি), কিমি ৫/১১-২৩-তে ১১ সিসিআর স্প্যান (১ x ১৮.২৮৮ মি), কিমি ৮/১৯-২৫-এ ১০ সিসিআর স্প্যান (১ x ৩২ মি এবং ২ x ১৫.৮৫ মি) এবং শিয়ালদহ-দমদম জং-এর মধ্যে কিমি ২/১৩-১৫-এ ০৭ সিসিআর স্প্যান (১ x ১০.৯৬ মি এবং ২ x ১০.৬২ মি) কে শক্তিশালী করার কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ২,৭৫,২৪,২১১.২৪ টাকা। **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ৫,৫০,৫০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ক্র নং ১ ও ২-এর জন্য প্রতিক্ষেত্রে ০৮ (আট) মাস। **ক্র. নং ৩. টেন্ডার নংঃ টিএন-১২৯-২৬-২৭, কাজের নামঃ** অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার, শিয়ালদহর আওতাধীনে অন্যান্য সকল আনুষঙ্গিক কাজ সমেত ট্র্যাক সংস্কারের কাজ ও পয়ঃপ্রণালীর উন্নয়নের দ্বারা শিয়ালদহ ইয়ার্ডের উন্নয়ন। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১৫,৭৩,৯১,৯৭২.৫৪ টাকা। **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ৩১,৪৭,৮০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ১৮ (আঠারো) মাস। **ক্র. নং ৪. টেন্ডার নংঃ টিএন-১২৯-২৬- ২৭, কাজের নামঃ** অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/ কাঁচরাপাড়ার অধীনে (জোন নং ০২, মেয়াদ শেষের তারিখ ৩০.০৬.২০২৭) সিনিয়র সেকশন ইঞ্জিনিয়ার (ওয়ার্কস)/নৈহাটির (কিমি ২৩/৭ থেকে ৭০/১১ পর্যন্ত) অধীনে সার্ভিস বিল্ডিংগুলির সাধারণ মেরামতি, রক্ষণাবেক্ষণ, রঙ করা, রঙ ধোয়ার কাজ, স্টাফ কোয়ার্টার্স, গেট লজসমূহ, ব্রিজ ও এফওবি-র মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং সিনিয়র সেকশন ইঞ্জিনিয়ার (ওয়ার্কস)/নৈহাটি-এর আওতাধীনে এমসি শেড এবং আরপিএফ ট্রেনিং সেন্টার, আরপিএফ ব্যারাক এবং অন্যান্য নতুন ক্ষুদ্র কাজ ইত্যাদি (কিমি ২৩/৭ থেকে কিমি ৭০/১১ পর্যন্ত)। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ২,৩৩,০০,০০০ টাকা। **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ৪,৬৬,০০০ টাকা। **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ১২ (বারো) মাস। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** প্রতিক্ষেত্রে ০৪.০৮.২০২৬ তারিখ বিকেল ৩টেয়। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ** প্রতিক্ষেত্রে ০৪.০৮.২০২৬ বিকেল ৩টে ৩০ মিনিট। টেন্ডার নথি এবং অন্যান্য বিশদ **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিং পদ্ধতিতে টেন্ডার দাখিল করতে হবে। হাতেহাতে দাখিল করা দরপ্রস্তাব সরাসরি বাতিল করা হবে।
SDAH-132/2026-27
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

PWD (GOVT OF WB)
TENDER NOTICE
Executive Engineer, Bankura Division, Social Sector, P.W.Dte. invites e-tender for the works : Geotechnical & Sub-Soil Investigation for Construction of a two storied Building-Less Community Health Centre (CHC) at (i) Sonamukhi RH (ii) Patrasayer BPHC in under XV Finance Commission (FY 2025-26), under Bishnupur Health District, in the district of Bankura. (iii) Ranibandh BPHC in under XV Finance Commission (FY 2024-25), under CMOH Bankura in the district of Bankura. & (iv) Fencing the Garden by providing IRC fabric mesh in between Central Library & RUSA Building in the campus of PRMS Mahavidyalaya, in the District Bankura. Circulated vide this office memo no - 405/14T/BNK dt.14.07.2026. Tender ref.No. WBPWDSS/EEBNK/NIT-02/26-27 Tender ID: (i) 2026_WBPWD_5016803_1 (ii) 2026_WBPWD_5016803_2 (iii) 2026_WBPWD_5016803_3 Bid Submission closing date (online):-27/07/2026 upto 2.30 p.m. Corrigendum if any will be published in website only. Details of N.I.T. and Tender documents may be downloaded from: http://tenders.wb.gov.in & Departmental website- www.pwd.gov.in.
Sd/-
Executive Engineer,
Bankura Division,
Social Sector, P.W.Dte

পার্কিং ঠিকার জন্য ই-নিলাম

নিম্নলিখিত রেলওয়ে স্টেশনে পার্কিং ঠিকার জন্য ই-নিলাম। **নিলাম ক্যাটালগ নং.ঃ** পার্কিং-২০২৬-৭। **নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় (সবগুলি লট)ঃ** ২৭-০৭-২০২৬ তারিখের ১২.০০ ঘণ্টা, **নিলাম বন্ধের তারিখ/সময়ঃ** ২৭-০৭-২০২৬ তারিখের ১৩.০০ ঘণ্টা, **রেট ইউনিটঃ** বার্ষিক লাইসেন্সিং মাসুল, **ট্রিপ/দিন ঃ** ১০৯৬।

এসইকিউ নং.	লট নং./ক্যাটাগরি	বিবরন
এএ/১	পার্কিং-আরএনওয়াই-জিওই-এমএক্স-৯৯-২৬-১ (পার্কিং-মিক্সড)	ঘোগরাপাড় স্টেশনের স্টেশন সার্কুলেটিং এলাকায় দু-চাকা, তিন-চাকা ও চার-চাকার জন্য পার্কিং লট।
এএ/২	পার্কিং-আরএনওয়াই-ডিকেজেআর- এমএক্স-৬৮-২৫-১ (পার্কিং-মিক্সড)	স্থান ঢেকিয়াজুলি রোড স্টেশনে দু-চাকা, তিন-চাকা ও চার-চাকার জন্য পার্কিং লট।
এএ/৩	পার্কিং-আরএনওয়াই-বিআইজেড- এমএক্স-৭১-২২-১ (পার্কিং-মিক্সড)	স্থান বাইহাটা স্টেশনে দু-চাকা, তিন-চাকা ও চার-চাকার জন্য পার্কিং লট।
এএ/৪	পার্কিং-আরএনওয়াই-এনএমএম-এমএক্স-৩০-২৬-১ (পার্কিং-মিক্সড)	স্থান নিউ মিসামারি স্টেশন চার্কুলেটিং এলাকায় দু-চাকা, তিন-চাকা ও চার-চাকার জন্য পার্কিং লট।

ই-নিলাম ক্যাটালগটি রেলওয়ে ওয়েবসাইট তথা **www.ireps.gov.in** -এর ই-নিলাম মডিউলের মাধ্যমে ১০-০৭-২০২৬ তারিখে আপলোড করা হয়েছে।
সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, রঙিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

যুবককে পরিবারের কাছে ফেরাল পুলিশ ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ১৪ জুলাই ঃ মানবিকতার আরেক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করল হিউম্যান ওয়েলফেয়ার ব্লাড ওয়ারিয়র এবং লালগোলা থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক (ওসি) অমিত ভকতের অভিনব উদ্যোগ। জানা গেছে, উত্তরাখণ্ডের বাসিন্দা প্রায় ১২ বছরের এক কিশোর উজেফকে তার মামার বাড়ি বসিরহাট যাওয়ার উদ্দেশ্যে শিয়ালদহ স্টেশন থেকে ট্রেনে ওঠার কথা থাকলেও অসাবধানতাবশত ট্রেন মিস করে ভুলবশত লালগোলাগামী ট্রেনে উঠে পড়ে। পরে লালগোলা বাজার এলাকায় তাকে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘোরাফেরা করতে দেখে বিষয়টি বুঝতে পেরে স্থানীয় বাসিন্দা বাপি বিশ্বাস হিউম্যান ওয়েলফেয়ার ব্লাড ওয়ারিয়রের মোহাম্মদ রবিউল ইসলামের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। খবর পাওয়ার পর সংস্থার সদস্য আরিফ ও মিল্টন দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে কিশোরের সঙ্গে কথা বলেন এবং লালগোলা থানার ওসি অমিত ভকতের সহযোগিতা নেন। পরে পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তারা লালগোলায় এসে কিশোরকে নিরাপদে নিজেদের সঙ্গে বাড়ি নিয়ে যান। এই মানবিক উদ্যোগের হিউম্যান ওয়েলফেয়ার ব্লাড ওয়ারিয়র, লালগোলা থানা এবং সহযোগিতাকারী বাপি বিশ্বাসের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন স্থানীয় মানুষ।

বর্ধমানে সর্বমঙ্গলা মন্দিরে প্রণামী বাক্স ভেঙে দুঃসাহসিক চুরি ঃ সিসিটিভিতে ধরা দুই দুষ্কৃতী

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ১৪ জুলাই ঃ শহর বর্ধমানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মা সর্বমঙ্গলা মন্দিরে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। সোমবার গভীর রাতে মন্দিরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা ভেঙে ঢুকে দুষ্কৃতীরা চারটি প্রণামী বাক্স ভেঙে নগদ অর্থ লুট করে পালিয়ে যায়। মঙ্গলবার সকালে বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন ভক্ত ও স্থানীয় বাসিন্দারা। ঘটনার তদন্তে নেমেছে বর্ধমান সদর থানার পুলিশ। মন্দির কর্তৃপক্ষ সূত্রে জানা গেছে, মঙ্গলবার ভোর প্রায় চারটের সময় নিত্যপুজোর জন্য কর্মীরা মন্দির খুলতে এসে প্রথমে দেখতে পান, মন্দিরের পশ্চিম প্রান্তে মেদ্যা পুকুর সংলগ্ন গেটের তালা ভাঙা অবস্থায় পড়ে রয়েছে। এরপর মন্দিরের ভেতরে ঢুকে দেখা যায়, প্রবেশপথের দুটি কাঁচের প্রণামী বাক্স-সহ মোট চারটি প্রণামী বাক্সের তালা ভেঙে সেগুলি মাটিতে ফেলে দেওয়া হয়েছে। বাক্সে থাকা সমস্ত প্রণামীর টাকা লুট করে চম্পট দেয় দুষ্কৃতীরা। খবর ছড়িয়ে পড়তেই মন্দির চত্বরে ভিড় জমাতে শুরু করেন অসংখ্য ভক্ত ও স্থানীয় মানুষ। পরে ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করে বর্ধমান সদর থানার পুলিশ। মন্দিরের বিভিন্ন অংশ ঘুরে দেখে পুলিশ এবং সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করে তদন্ত শুরু করেছে। সর্বমঙ্গলা ট্রাস্ট বোর্ডের সম্পাদক সঞ্জয় ঘোষ জানান, মন্দিরের সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ফুটেজে দেখা গেছে, দুই ব্যক্তি গভীর রাতে মন্দিরের ভেতরে ঢুকে প্রণামী বাক্স টানাটানি করে ভেঙে ফেলছে। তাদের মধ্যে একজনের মুখে মাস্ক ছিল, অন্যজনের মুখ খোলা ছিল। প্রাথমিকভাবে অনুমান, প্রণামী বাক্সগুলিতে প্রায় ৬০ থেকে ৭০ হাজার টাকা ছিল, যা দুষ্কৃতীরা নিয়ে পালিয়েছে। তিনি আরও জানান, মন্দিরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকলেও এই ঘটনার পর নিরাপত্তা আরও জোরদার করা হবে। অতিরিক্ত নিরাপত্তারক্ষী মোতায়েনের পাশাপাশি মন্দির চত্বরে আরও সিসিটিভি ক্যামেরা বসানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সর্বমঙ্গলা ট্রাস্ট বোর্ডের লাইফ মেম্বার তথা বিশিষ্ট চিকিৎসক ডা. শ্যামলেন্দু চ্যাটার্জি বলেন, বহু বছর আগে একবার এমন ঘটনা ঘটেছিল, তবে দীর্ঘদিন পরে এই ধরনের কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। তার কথায়, সিসিটিভি ফুটেজে দেখা গিয়েছে, গভীর রাতে মন্দিরে প্রায় রাত দেড়টা থেকে দুটোর মধ্যে চুরির ঘটনাটি ঘটেছে। সমস্ত ফুটেজ পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। আমরা আশা করছি, পুলিশ খুব দ্রুত অভিযুক্তদের শনাক্ত করে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হবে। পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সিসিটিভি ফুটেজ, ঘটনাস্থলের বিভিন্ন তথ্যপ্রমাণ এবং পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে তদন্ত এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি শুরু হয়েছে। পুজোর মরশুমের প্রাক্কালে শহরের অন্যতম প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী ধর্মস্থানে এই দুঃসাহসিক চুরির ঘটনায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। দ্রুত দোষীদের গ্রেপ্তার এবং মন্দিরের নিরাপত্তা আরও জোরদার করার দাবি তুলেছেন ভক্ত ও স্থানীয় বাসিন্দারা।

বিশ্বমঞ্চে দার্জিলিংয়ের টয় ট্রেন

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৪ জুলাই ঃ পাহাড়ের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বুক চিরে চলা দার্জিলিংয়ের বিখ্যাত টয় ট্রেন এবার আন্তর্জাতিক মঞ্চে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করতে চলেছে। দক্ষিণ কোরিয়ার বুসান শহরে আয়োজিত 'ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট ম্যানেজার্স ফোরাম'-এ অংশ নেওয়ার বিশেষ সুযোগ পেয়েছে দার্জিলিং হিমালয়ান রেল (ডিএইচআর)। আগামী ১৬ জুলাই থেকে শুরু হতে চলা আট দিনের এই আন্তর্জাতিক বৈঠকে ভারতসহ মোট ২১ টি দেশের প্রতিনিধিরা অংশ নেবেন। এই বৈঠকে যোগ দিতে দিল্লি থেকে দক্ষিণ কোরিয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হচ্ছেন ডিএইচআর-এর ডিরেক্টর ঋষভ চৌধুরী। তিনি জানান, এই আন্তর্জাতিক মঞ্চে দার্জিলিংয়ের টয় ট্রেনকে একটি 'লিভিং হেরিটেজ' হিসেবে উপস্থাপন করা হবে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, এই প্রথম ডিএইচআর এই বিশ্বমঞ্চে দেশের প্রতিনিধিত্ব করতে চলেছে। সমতল থেকে পাহাড় পর্যন্ত তার অনন্য সফরের মাধ্যমে কীভাবে এই ঐতিহাসিক ট্রেন পরিষেবা দশকের পর দশক ধরে বিশ্বজুড়ে পর্যটকদের আকর্ষণ করে আসছে এবং দার্জিলিংয়ের সংস্কৃতির সঙ্গে এর আত্মিক সম্পর্ক রয়েছে, তা এই বৈঠকে বিশদে তুলে ধরা হবে। এই আন্তর্জাতিক সম্মেলনে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ঐতিহ্যবাহী স্থান বা হেরিটেজ সাইটগুলির সংরক্ষণ এবং আধুনিকীকরণ নিয়ে আলোচনা করা হবে। ডিএইচআর কর্তাদের মতে, এই ফোরাম থেকে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতা টয় ট্রেনের পরিষেবা এবং পরিকাঠামোকে আরও উন্নত করতে সাহায্য করবে।

অমৃত ভারত স্টেশন স্কীমের অধীনে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের তিনটি রেল স্টেশনের পুনর্বিকাশ কাজ সম্পন্ন

মালিগাঁও, ১৪ জুলাই ঃ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে আধুনিকীকরণের দিকে

আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক স্পর্শ করেছে। রঙিয়া ডিভিশনের মাজবাট, আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের জলপাইগুড়ি রোড এবং কাটিহার ডিভিশনের হলদিবাড়ী স্টেশন-এর 'অমৃত ভারত স্টেশন স্কীম'-র অধীনে পুনর্বিকাশ করা হয়েছে। এটি প্রতিটি অঞ্চলের স্থানীয় ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক পরিচিতি অক্ষুণ্ণ রেখে রেলওয়ে স্টেশনগুলোকে আধুনিক, সহজ প্রবেশযোগ্য এবং যাত্রী-বান্ধব পরিবহন কেন্দ্রে রূপান্তরের পথে একটি বড় পদক্ষেপ। সমগ্র রেলওয়ে নেটওয়ার্ক জুড়ে বিশ্বমানের রেল পরিকাঠামো গড়ে তোলার বিষয়ে ভারত সরকারের যে লক্ষ্য রয়েছে, তার সাথে সামঞ্জস্য রেখে অসম ও পশ্চিমবঙ্গস্থিত এই তিনটি স্টেশনকে যাত্রীদের উন্নত সুযোগ-সুবিধা ও ভ্রমণের ভালো অভিজ্ঞতা প্রদানের লক্ষ্যে ব্যাপকভাবে আধুনিকীকরণ করা হয়েছে। 'অমৃত ভারত স্টেশন স্কীমের'-র অধীনে অসমের মাজবাট রেলওয়ে স্টেশন ১০.১৯ কোটি টাকা, জলপাইগুড়ি রোড রেলওয়ে স্টেশন ৩৪.৮০ কোটি টাকা এবং হলদিবাড়ী রেলওয়ে স্টেশন প্রায় ২৬ কোটি টাকা ব্যয়ে পুনর্বিকশিত হয়েছে। প্রতিটি স্টেশনকে তার আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য ও পরিচালনগত প্রয়োজন অনুসারে ডিজাইন করা হয়েছে, পাশাপাশি তিনটি স্টেশনই আধুনিক ও যাত্রী-বান্ধব পরিকাঠামোয় সজ্জিত করা হয়েছে। এর মধ্যে নান্দনিকভাবে উন্নত স্টেশন ভবন, চলাচলের জন্য উন্নত পরিসর, প্রশস্ত অপেক্ষাগার, উন্নত প্ল্যাটফর্ম পরিকাঠামো, প্রয়োজন অনুসারে লিফট-সহ ফুট ওভারব্রিজ, দিব্যাঙ্গজন ব্যক্তিদের জন্য সুবিধাজনক ব্যবস্থা, আধুনিক শৌচাগার, উন্নত যাত্রী তথ্য ব্যবস্থা, উন্নত আলোকসজ্জা, ল্যান্ডস্কেপিং এবং অন্যান্য আধুনিক যাত্রী সুযোগ-সুবিধা রয়েছে। এই সামগ্রিক পুনর্বিকাশ- এর ফলে যাত্রীদের সুবিধা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি হবে, আঞ্চলিক যোগাযোগ ব্যবস্থা শক্তিশালী হবে, পর্যটনের প্রসার ঘটবে এবং পার্শ্ববর্তী এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখবে বলে আশা করা হচ্ছে। 'অমৃত ভারত স্টেশন স্কিম'-এর অধীনে এই স্টেশনগুলির পুনর্বিকাশ, সমগ্র উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়েতে রেলওয়ে পরিকাঠামোকে শক্তিশালীকরণ এবং সামগ্রিক ভ্রমণ অভিজ্ঞতাকে উন্নত করার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। উন্নত যাত্রী সুযোগ-সুবিধা প্রদানের পাশাপাশি, আধুনিকীকৃত স্টেশনগুলি পর্যটন ও স্থানীয় ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার, নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের অন্যান্য সামাজিক ও আর্থসামাজিক উন্নয়নে তুলে ধরার মাধ্যমে আঞ্চলিক উন্নয়নের চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

পূর্ব রেলওয়ে
ই-টেন্ডার নং ১৪২_২০২৬-২৭, তারিখ ১৩.০৭.২০২৬। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, নিউ ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে মিউজিয়ামের নিকট, পিন-৭১১১০১ কর্তৃক সমতুল কাজে অভিজ্ঞ এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতিপন্ন টেন্ডারদাতাগণ যাঁরা সেচ/সিপিডব্লুডি/এসইবি/এমইএস অথবা কোনো রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে নথিভুক্ত রয়েছেন তাঁদের নিকট থেকে অনলাইনে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ **সিনি. ডিইএন/সি/হাওড়া**-র আওতাধীনে ঃ **কাজের বিবরণ ঃ** (i) এইএন/কেডব্লুএই-এর অধীনে ব্যান্ডেল-কাটোয়া শাখায় কিমি ৯৬/৫-৭-এ এলসি গেট নং ১৮এ/৬/সি/ই-র পরিবর্তে নতুন এলএইচএস-এর নির্মাণ। (ii) এইএন/এনডিএই-এর অধীনে ব্যান্ডেল-কাটোয়া শাখায় কিমি ৭৩/২৮-৩০-এ এলসি গেট নং ১৭এ-র পরিবর্তে নতুন এলএইচএস-এর নির্মাণ। (iii) এইএন/এনডিএই-এর অধীনে ব্যান্ডেল-কাটোয়া শাখায় কিমি ৮৪/১৩-১৫-এ এলসি গেট নং ১৭এ/৭-র পরিবর্তে নতুন এলএইচএস-এর নির্মাণ। **আনুমানিক মূল্য ঃ** ২৮,৭৫,২২,৪৯২.৪৬ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ৫৭,৫০,৫০০ টাকা। **টেন্ডার ফর্মের মূল্য ঃ** শূন্য। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ১২ (বারো) মাস। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত তারিখটিতে যদি কোনো কারণে ছুটি/বন্ধ/ধর্মঘট ঘোষিত হয়, তাহলে অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখটির কোনো পরিবর্তন হবে না, কারণ আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের প্রায়োগিক পদ্ধতি টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনো প্রস্তাব দাখিলের অনুমোদন দেবে না। যদিও অনলাইনে টেন্ডার খোলার কাজটি পরবর্তী কাজের দিনে করা হবে। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ০৩.০৮.২০২৬ তারিখ দুপুর ২টো। **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে বিশদ টেন্ডার পাওয়া যাবে। টেন্ডারদাতাগণকে উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের প্রস্তাব দাখিল করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। হাতে হাতে দাখিল করা প্রস্তাব গ্রাহ্য হবে না।
HWH-212/2026-27
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

কাটিহার ডিভিশনে এসএন্ডটি কাজ
টেন্ডার নোটিশ নম্বর ঃ কেআইআর-এন-২০২৬-কে-১৫; তারিখ ঃ ০৯-০৭-২০২৬; নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; **ক্রম নং ঃ ১; কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ** কিষাণগঞ্জে রান্নাঘর, লাট/বাথরুম, বিনোদন কক্ষ, ডাইনিং হল ইত্যাদি সহ আরপিএফ ব্যারাক (৩০ শয্যা) -এর সংস্থানের সাথে সম্পর্কিত টেলিকম কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ২১,৪৮,৬২০.৯৪/- টাকা; **বায়না মূল্য ঃ** ৪৩,০০০/- টাকা; টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ ও সময় **৩১-০৭-২০২৬** তারিখ **১৫:০০** টায় এবং **খোলা** হবে **১৫:৩০** টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য **৩১-০৭-২০২৬** তারিখ **১৫:০০** টা পর্যন্ত **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
ডিআরএম (এস এন্ড টি), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

পূর্ব রেলওয়ে
ই-টেন্ডার নোটিস নং এমসি_ডব্লুসি_ব্ল্যাঙ্কেট সিএলএনজি_আর২০২৬, তারিখ ১২.০৬.২০২৬। সিনিয়র ডিভিশনাল মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ২য় তল, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০০১৪ কর্তৃক প্রয়োজনীয় যোগ্যতা সম্পন্ন এবং নিম্নলিখিত কাজে সুনির্দিষ্ট অভিজ্ঞতা ও আর্থিক সঙ্গতিসম্পন্ন প্রখ্যাত টেন্ডারদাতাদের নিকট থেকে নির্ধারিত টেন্ডার বয়ানে "দুই প্যাকেট সিস্টেম"-এ করা ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ **কাজের নাম/বিবরণঃ** দুই বছরের জন্য বর্ডার সেলাই এবং এমব্রয়ডারি সেলাই সমেত ব্ল্যাঙ্কেট কাচার কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৩,৩৬,৯৫,৯৯৩.৯৩ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ৩,১৮,৫০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** ০ টাকা। **চুক্তির মেয়াদ ঃ** ২৪ মাস। **দরপ্রস্তাব প্রদান শুরুর তারিখঃ** ১৫.০৭.২০২৬। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ২৯.০৭.২০২৬ তারিখ দুপুর ১টা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ২৯.০৭.২০২৬ তারিখ দুপুর ১টা। **www.ireps.gov.in** (ওয়েবসাইট ইউআরএল) থেকে ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং যোগ্যতা শর্তাবলি সহ টেন্ডার নথি এবং কোনো সংশোধনী সংযোজিত হলে তা দেখা এবং ডাউনলোড করা যাবে। হাতেহাতে দাখিল করা প্রস্তাব গৃহীত হবে না।
SDAH-134/2026-27
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে
টেন্ডার নোটিস নং ইএলএস/এইচডব্লুএইচ/১০/৫৬৭/ইএমইউ (ওপেন টেন্ডার) ফর ই-টেন্ডারিং ইন সার্ভিস কন্ট্র্যাক্ট অফ সিঙ্গল প্যাকেট সিস্টেম, তারিখ ১০.০৭.২০২৬। সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার (ইএমইউ), পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ২য় তল, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের ই-টেন্ডারিং-এর জন্য টেন্ডার নোটিস আহ্বান করা হচ্ছে ঃ **কাজের নামঃ** ব্যান্ডেল কারশেড থেকে ব্যান্ডেল প্ল্যাটফর্ম এবং ব্যান্ডেল কারশেড থেকে প্রধান রাস্তা পর্যন্ত রাস্তার আলোর ব্যবস্থা। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ২৪,৭৯,৪১০.৬১ টাকা। **বায়না অর্থ (ই.এম.ডি) ঃ** ৪৯,৬০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্যঃ** ০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদঃ** ১৮০ দিন। **বন্ধের তারিখ ঃ** ৩০.০৭.২০২৬ তারিখ দুপুর ১২টা। **চুক্তির ধরন ঃ** ওয়ার্কস। **দরপ্রস্তাব পদ্ধতি ঃ** সিঙ্গল প্যাকেট। টেন্ডার নথি ও অন্যান্য বিশদ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিং পদ্ধতিতে এই টেন্ডারের দরপ্রস্তাব দাখিল করতে হবে। এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে হাতেহাতে দাখিল করা দরপ্রস্তাব অনুমোদিত নয় এবং এরূপ হাতেহাতে দাখিল করা দরপ্রস্তাব গৃহীত হলেও গ্রাহ্য হবে না এবং সরাসরি বাতিল বলে গণ্য হবে।
HWH-214/2026-27
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে
ই-টেন্ডার নং ঃ এলআরসি-৩_সিটি_এলএইচবি_এনএসি-আরএসপি-আর৩, তারিখ ঃ ১০.০৭.২০২৬। ডেপুটি চিফ মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ার (এলএইচবি), পূর্ব রেলওয়ে, লিলুয়া, হাওড়া- ৭১১২০৪ কর্তৃক আর্থিক এবং প্রযুক্তিগত সঙ্গতিপন্ন টেন্ডারদাতাদের নিকট থেকে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার (ওপেন টেন্ডার) আহ্বান করা হচ্ছে। **কাজের নাম ঃ** এলএইচবি নন-এসি কোচগুলিতে শৌচাগারের আধুনিকীকরণ। **কাজের আনুমানিক মূল্য ঃ** ৬৫,২০,৬৭,৩৭৪ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ১,৩০,৪১,৪০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** ০ টাকা। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ৩১.০৭.২০২৬ তারিখ দুপুর ২টো। **যে ওয়েবসাইট থেকে টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিশদ দেখা যাবে ঃ www.ireps.gov.in** টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে কোনো সংশোধনী প্রকাশিত হল কিনা তা দেখতে টেন্ডারদাতাদের প্রায়শই আইআরইপিএস পোর্টাল দেখতে বলা হচ্ছে।
MISC-102/2026-27
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION – e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Dy. Chief Engineer (M)/EWS, KMC** invites e-Tender online two bid system for the following work:
NIT No.: KMC/EWS/ELEC/RA/05/2026-27
Name of the Work: **Restoration of damaged electrical distribution wiring and lighting system due to heavy storm and rainfall at different locations in EWS.** Estimated cost: ₹ **1,82,053.01**. Earnest Money: ₹ **3,700.00.** Period of Completion: **15 days.** Last date and time of submission of Bid (online): **25.07.2026 – 1 p.m**. The bid forms and other details are available on and from **14.07.2026 (5 p.m.)** from the website: **https://wbtenders.gov.in**

The **Director General/SWM, KMC** invites e-Tender online item rate two bid system for the following works:
(1) NIT No.: SWM-II/DIST-IV/06/26-27
Name of the Work: **Repairing and overhauling of two nos. ELGI air compressor of DIST-IV garage under SWM-II Department.** Estimated Amount: ₹ **1,39,028.00**. Earnest Money: ₹ **2,800.00.** Period of Completion: **07 days.**
(2) NIT No.: SWM-II/DIST-IV/30/25-26
Name of the Work: **Thorough repairing of 06 (six) nos. damaged metal Container (4.5 cubic meter) of Ward No.-71, 73 and 80 under Br.-IX with painting and lettering of Dist-IV Garage under SWM-II department.** Estimated Amount: ₹ **2,69,470.00**. Earnest Money: ₹ **5,500.00.** Period of Completion: **15 days.**
(3) NIT No.: SWM-II/DIST-IV/15/26-27
Name of the Work: **Installation of 04 nos. guide rail for 58 Southern Avenue Compactor Station under Dist-IV Garage of SWM-II.** Estimated Amount: ₹ **1,55,364.00**. Earnest Money: ₹ **3,200.00.** Period of Completion: **07 days.** Last date and time of submission of Bid: **28.07.2026 upto 1 p.m**. (For Sl. No. 1 to 3). The bid forms and other details are available on and from **13.07.2026 (5 p.m.)** (For Sl. No. 1), **13.07.2026 (4 p.m.)** (For Sl. No. 2) and **14.07.2026 (5 p.m.)** (For Sl. No. 3). The websites: **https://etender.wb.nic.in** & **https://wbtenders.gov.in** (For Sl. No. 1 to 3).

The **Dy. Chief Engineer/SWM-II, KMC** invites e-Tender online percentage rate two bid system for the following work:
NIT No.: KMC/SWM-II/E/26-27/05
Name of the Work: **Annual maintenance of Air Conditioning System at different Offices in SWM Department under KMC.** Estimated Amount: ₹ **2,23,639.00**. Earnest Money: ₹ **4,500.00.** Period of Completion: **365 days.** Last date and time of submission of Bid: **25.07.2026 – 5 p.m**. The bid forms and other details are available on and from **15.07.2026 (5 p.m.)** from the website: **https://etender.wb.nic.in**

The **Executive Engineer (Roads), KMC** invites e-Tender online percentage rate two bid system for the following works:
(1) NIT No.: KMC/ROADS/2026-2027/36 (1st Call)
Name of the Work: **Repairing of Rammohan Roy Road (in patches) and R. D. Street (in patches) in Ward No.-28 under Br.-IV.** Estimate Amount (Incl. GST & Cess): ₹ **4,98,221.88**. Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion: **60 days.**
(2) NIT No.: KMC/ROADS/2026-2027/95 (1st Call)
Name of the Work: **Repairing of Roads at Narkel Danga Main Road (in patches) and surroundings under Br.-III.** Estimate Amount (Incl. GST & Cess): ₹ **4,80,957.71**. Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion: **90 days.** Last date and time of submission of Bid: **28.07.2026 – 12 Noon** (For Sl. No. 1 & 2). The bid forms and other details are available on and from **18.07.2026 (12 Noon)** (For Sl. No. 1 & 2). The website: **https://wbtenders.gov.in** (For Sl. No. 1 & 2).

The **Executive Engineer (C)/Parks & Squares, KMC** invites quotation online percentage rate two bid system for the following works:
(1) NIT No.: KMC/EE_PS/XI/111/1/26-27 (1st Call)
Name of the Work: **Regular maintenance of Bidhan Pally Sishu Uddyan, Kishore Kalyan Park, Kheyali Sangha Park, Adi Ganga Park Naskarpara, Netaji Satabarshiki Sishu Uddyan Bidhanpally and Park at Bidhanpally opposite Balika Vidyalaya in Ward No.-111 & 112, Br.-XI.** Estimated cost: ₹ **2,37,485.00**. Earnest Money: ₹ **4,800.00.**
(2) NIT No.: KMC/EE_PS/XI/113/1/26-27 (1st Call)
Name of the Work: **Regular maintenance of Gitanjali Sishu uddyan, Jayasree Park near Jayasree Club, Surya Sree Park Chakda, Anandapally Park at Battala, Ambagan park in Ward No.-113 & 114, Br.-XI.** Estimated cost: ₹ **2,40,217.00**. Earnest Money: ₹ **4,900.00.** Period of Completion: **365 days** (For Sl. No. 1 & 2). Last date and time of submission of Bid: **23.07.2026 – 1 p.m.** (For Sl. No. 1 & 2). Date and time of opening of Tender: **25.07.2026 – 2 p.m.** The bid forms and other details shall be available on and from **15.07.2026 (10 a.m.)** (For Sl. No. 1 & 2). The website: **https://etender.wb.nic.in** (For Sl. No. 1 & 2).

The **Executive Engineer (Civil)/Br.-IV, KMC** invites e-Tender online percentage rate two bid system for the following works:
(1) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-IV/21/2/26-27/R
Name of the Work: **Repairs to concrete passage at Jorabagan Street & Haralal Das Lane Uttaran areas in Ward No.-21.** Estimated cost (Including GST and Cess) : ₹ **1,96,387.33**. Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Period of Completion: **15 days.**
(2) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-IV/28/4/26-27/R
Name of the Work: **Repairing of Paver block Footpath at R.D. Street, A.P.C. Road, Ram Mohan Roy road and other places in Ward No.-28 under Br.-IV.** Estimated cost (Including GST and Cess) : ₹ **2,96,410.71**. Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **20 days.**
(3) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-IV/28/23/25-26/R (2nd Call)
Name of the Work: **Repairing of uttaran Latrine at 1, Harinath De Road; 3/H/14, R. D. Street and other Uttaran places in Ward No.-28.** Estimated cost (Including GST and Cess) : ₹ **4,93,832.66**. Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion: **30 days.**
(4) NIT No.: KMC/EE(C)/IV/28/28/25-26/R (2nd Call)
Name of the Work: **Repairs to Uttaran I.P.S. and concrete passage & Footpath at 2B/H/31, Dr. M.N.C. Sarani; 17/H/2, C.W. Road and other Uttaran places in Ward No.-28.** Estimated cost (Including GST and Cess) : ₹ **3,95,118.72**. Earnest Money: ₹ **8,000.00.** Period of Completion: **30 days.** Last date and time of submission of Bid: **24.07.2026 – 11 a.m.** (For Sl. No. 1 to 4). The tender will be opened on: **27.07.2026 – 11 a.m.** (For Sl. No. 1 to 4). The bid forms and other details are available on and from **14.07.2026 (5 p.m.)** (For Sl. No. 1 to 4). The website: **https://etender.wb.nic.in** (For Sl. No. 1 to 4).

The **Executive Engineer (Civil)/Br.-XII, KMC** invites e-Tender online percentage rate two bid system for the following works:
(1) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XII/106/002/26-27
Name of the Work: **Repairing of damaged cement concrete road at Gunamani Safui Road near Pre. No.-2/3 Gunamani Safui Road & others in Ward No.-106.** Estimated cost: ₹ **2,35,023.62**. Earnest Money: ₹ **5,000.00.** Period of Completion: **40 days.**
(2) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XII/106/003/26-27
Name of the Work: **Maintenance of U/G Drainage System by removing of chokage & other ancillary work at Shibtala School Road & adjacent areas in Ward No.-106.** Estimated cost: ₹ **2,63,988.96**. Earnest Money: ₹ **5,500.00.** Period of Completion: **70 days.**
(3) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XII/109/005/26-27
Name of the Work: **Maintenance of Drainage System by cleaning of C. Pit/G. Pit from Peerless Hospital to Upohar in Ward No.-109, Br.-XII, KMC.** Estimated cost: ₹ **1,99,944.45**. Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Period of Completion: **120 days.** Last date and time of submission of Bid: **25.07.2026 – 1 p.m.** (For Sl. No. 1 to 3). Date and time of opening of Bid: **27.07.2026 – 1 p.m.** (For Sl. No. 1 to 3). The bid forms and other details are available on and from **14.07.2026 (5 p.m.)** (For Sl. No. 1 to 3). The website: **https://etender.wb.nic.in** (For Sl. No. 1 to 3). **(227/26-27)**

ভারতীয় দলের হাল ফেরাতে আবার ফিরছেন সূর্যকুমার?

সংবাদ সংস্থা, মুম্বই, ১৪ জুলাইঃ মাত্র চারমাস আগে তাঁর নেতৃত্বে বিশ্বকাপ জিতেছে দেশ। কিন্তু সেই সূর্যকুমার যাদবকে ছেঁটে ফেলে আগামী দিনের টি-২০ স্কোয়াড গড়েছিল টিম ইন্ডিয়া। অধিনায়ক করা হয় শ্রেয়স আইয়ারকে। কিন্তু টানা দুই সিরিজে চুনকাম হয়েছে মেন ইন ব্লু। এহেন দুর্দশা সামাল দিতে আবার সূর্যর দ্বারস্থ হতে পারে বোর্ড, এমনটাই সূত্রের খবর। পরিসংখ্যান বলছে, টি-২০তে পর পর দুই দ্বিপাক্ষিক সিরিজে হোয়াইটওয়াশ ভারত, শেষ ৭ ম্যাচের ৬টিতেই ম্যাচে হার! বরুণ দেবতা সহায় না থাকলে যেটা কিনা সাতে সাত হতে পারত! ২০০৯ বিশ্বকাপ,

২০১০ বিশ্বকাপ এবং ২০২৩ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ছাড়া ভারত কখনও এক টুর্নামেন্ট বা এক সিরিজে চারটি টি-২০ হারেনি। সাদা বলের ক্রিকেটে ২০১৩-১৪ সালের পর কোনও ভারতীয় দল পাঁচ ম্যাচের সিরিজে হোয়াইট ওয়াশ হয়নি। প্রথম ভারতীয় অধিনায়ক হিসাবে টানা সাত ম্যাচ জয়হীন শ্রেয়স স্বয়ং। স্বভাবতই গেল গেল রব উঠেছে ঈশান কিষানদের নিয়ে। ক্রিকেটপ্রেমীদের ভাবনা আরও বাড়াচ্ছে অধিনায়কের মানসিকতা। লাগাতার ব্যর্থতার পর অধিনায়ক শ্রেয়স আইয়ার বলছেন, ''আমরা শিক্ষা নিচ্ছি। এই ধরনের পরিস্থিতিতে কীভাবে খেলতে হয়। কী ভাবে পরিস্থিতির সঙ্গে মানাতে হয় তা শিখলাম। পেশাদার ক্রিকেটার হিসাবে আরও দ্রুত শিক্ষা নিতে হবে।'' টানা সাত ম্যাচ ধরে যদি শিক্ষা নেওয়ার পদ্ধতি চলে, তাহলে ক্রিকেটপ্রেমীদের কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়তে বাধ্য। মেন ইন ব্লুকে এহেন দুর্দশা থেকে উদ্ধার করতে কি স্কাইকে আবার একটা সুযোগ দেওয়া হবে? সেই সম্ভাবনা রয়েছে বলেই সূত্রের খবর। বিসিসিআই মনে করছে, জাতীয় দলে আবারও জায়গা করে নিতে পারেন সূর্যকুমার। আপাতত তিনি নীল নকশায় নেই। কিন্তু তার মানে এই নয় যে জাতীয় দলের দরজা তাঁর জন্য বন্ধ। যদি ঘরোয়া ক্রিকেটে ধারাবাহিকভাবে ভালো পারফর্ম করতে পারেন, রান করতে পারেন তাহলে কামব্যাক হতেই পারে। কিন্তু দলে ফিরলেও অধিনায়কত্ব পাবেন কি? স্রেফ ব্যাটার হিসাবে দীর্ঘদিন ধরেই সূর্যর ফর্ম নিয়ে প্রশ্ন ছিল। অভাবনীয় কাণ্ড ঘটিয়ে তিনি কি পারবেন ভারতীয় দলের হাল ফেরাতে?

কাবালার ভয়সায় মেসিরা?

ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে নীল জার্সি চাইল আর্জেন্টিনা

মঞ্চে রাখা আছে বিশ্বকাপ ট্রফি, বিমর্ষ চেহারায় পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন লিওনেল মেসি। ২০১৪ বিশ্বকাপ ফাইনাল শেষের ছবিটি আর্জেন্টাইন ফুটবলের চিরন্তন দুঃখগাঁথার অংশ হয়ে গেছে। সেই ম্যাচে তার গায়ে ছিল গাঢ় নীল জার্সি। এই 'অ্যাওয়ে' জার্সি গায়ে ১৯৯০ বিশ্বকাপ ফাইনালে শেষ সময়ের পেনাল্টি গোলে হেরেছিল দিয়েগো মারাদোনার আর্জেন্টিনা। ২০০২ ও ২০০৬ বিশ্বকাপ থেকে আর্জেন্টিনার বিদায়ের ম্যাচেও ছিল এই জার্সি। কিন্তু এবার ইংল্যান্ডের বিপক্ষে সেমি-ফাইনালে দুঃস্বপ্নের সেই জার্সি গায়েই খেলতে চান মেসিরা!

নিজস্ব প্রতিবেদন

হ্যাঁ, আর্জেন্টাইন সংবাদমাধ্যমের খবর এমনই। যদিও ফিফার পোশাক সংক্রান্ত নিয়ম অনুযায়ী, এই ম্যাচে এমনিতেও হয়তো 'অ্যাওয়ে' জার্সি পরেই খেলতে হতো আর্জেন্টিনাকে। ফিফার নিয়ম হলো, প্রতিটি দল যেন

তাদের প্রথম পছন্দের জার্সি পরে খেলে। কিন্তু রঙের সম্ভাব্য সংঘাত দেখা দিলে, একটি গ্রহণযোগ্য রঙের বৈসাদৃশ্য নিশ্চিত করার জন্য তারা পদক্ষেপ গ্রহণ করে। বিশেষ করে, বর্ণান্ধ ভক্তদের স্বার্থে, ফুটবলের বৈশ্বিক নিয়ন্ত্রক সংস্থাটি চেষ্টা করে থাকে একটি গাঢ় ও একটি হালকা রঙের জার্সির বৈসাদৃশ্য নিশ্চিত করতে। সেমি-ফাইনালে ইংলিশদের গায়ে থাকবে তাদের ঐতিহ্যবাহী সাদা জার্সি। আর্জেন্টাইনদের তাই আকাশি-সাদার পরিবর্তে গাঢ় নীল জার্সিই পরার কথা। তার পরও ব্যাপারটি নিশ্চিত করতে, সেমি-ফাইনালে এই জার্সি পরে খেলতে ফিফার কাছে অনুমতি চেয়েছে আর্জেন্টিনার ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন। সেই চাওয়ার পেছনের কারণও তুলে এনেছে আর্জেন্টাইন সংবাদমাধ্যম। মূল কারণ, কুসংস্কার! ইংল্যান্ডের বিপক্ষে আর্জেন্টিনার সবচেয়ে স্মরণীয় লড়াই, বিশ্বকাপ ফুটবল ইতিহাসেই সবচেয়ে আলোচিত-সমালোচিত ম্যাচগুলির একটি যেটি, সেই ম্যাচে এই নীল জার্সিই পরেছিল আর্জেন্টিনা দল। সেটি কোন ম্যাচ, নিশ্চয়ই আর বলে দিতে হবে না। ১৯৮৬ বিশ্বকাপের যে ম্যাচে দিয়েগো মারাদোনার 'হ্যান্ড অব গড' গোল এবং 'গোল অব দ্য সেঞ্চুরি' কোয়ার্টার-ফাইনাল থেকে ছিটকে দিয়েছিল ইংল্যান্ডকে। ফুটবল ইতিহাসের তুমুল চর্চিত সেই দুই গোল নিয়ে নতুন করে বলার আছে সামান্যই। মেক্সিকো সিটির ঐতিহাসিক আসতেকা স্টেডিয়ামে প্রায় ১ লাখ ১৫ হাজার দর্শকের সামনে ম্যাচের ৫১তম মিনিটে প্রথম গোলটি করেন মারাদোনা। গোলকিপার পিটার শিলটনের সামনে লাফিয়ে উঠে হেড করার জন্য নাগাল না পেয়ে হাতের ঝাপটায় বল জালে পাঠান আর্জেন্টিনার মহানায়ক। ইংলিশদের প্রবল আপত্তি উপেক্ষা করে গোল বহাল রাখেন রেফারি। সেই গোলের রেশ থাকতেই মিনিট চারেক পর আবার চমকে দেন মারাদোনা। এবার পাঁচজনকে কাটিয়ে গোলকিপারকেও এড়িয়ে চোখধাঁধানো এক গোল করেন তিনি, যেটিকে অনেকেই বলে থাকেন সর্বকালের সেরা গোল। পরে গ্যারি লিনেকার একটি গোল করলেও ইংল্যান্ড আর ম্যাচে ফিরতে পারেনি। হাত দিয়ে করা সেই গোলকে মারাদোনা পরে বলেছিলেন 'ঈশ্বরের হাত।' বছরে পর বছর ধরেই সেই গোল নিয়ে কাটাছেঁড়া হয়েছে অনেক। আর্জেন্টাইনরা সেটিকে গর্ব নিয়েই স্মরণ করে, তবে ইংলিশরা সেটিকে এখনও দেখে থাকে জঘন্য এক অপরাধ হিসেবে। আর্জেন্টিনার সংবাদপত্র 'ক্রনিকা' মেসির একটি ছবি দিয়ে বড় করে শিরোণাম করেছে, 'আমি তোমাদের সঙ্গে দেখা করার কথা ভাবছিলাম।' এই দেখা ইংল্যান্ডের সঙ্গে মেসির। ক্যারিয়ারে প্রথমবার ইংলিশদের বিপক্ষে খেলবেন আর্জেন্টাইন জাদুকর। সংবাদপত্রটি নিজেদেরকেই প্রশ্ন করে, মেসির কি কোনো কিছুর অভাব আছে? এবং উত্তরও তারাই দিয়ে দেয়, হ্যাঁ। ইংল্যান্ডের মুখোমুখি হওয়া। এরপর সেখানে যোগ করা হয়, এমন একটি ম্যাচ এটির, যেটির রয়েছে অনেক ইতিহাস এবং দিয়েগোর (মারাদোনা) অবিস্মরণীয় স্মৃতি। একই জার্সি দিয়ে সেই স্মৃতি ফেরাতে চায় আর্জেন্টিনা। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে আর্জেন্টিনার গাঢ় নীল জার্সির সুখস্মৃতির শেষ নয় সেখানেই। দুই দল আবার মুখোমুখি হয় ১৯৯৮ বিশ্বকাপের শেষ ষোলোর ম্যাচটির আগেও যথারীতি ছিল তুমুল উত্তেজনা। ১৯৮৬ বিশ্বকাপের স্মৃতি ফিরে আসছিল, ফকল্যান্ড দ্বীপ নিয়ে বিরোধে দুই দেশের যুদ্ধও প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠছিল। সেই ম্যাচেও উত্তেজনা ছড়িয়েছিল প্রবলভাবে। দিয়েগো সিমিওনেকে ফাউল করে লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়তে হয় ডেভিড বেকহ্যামকে। সিমিওনে অভিনয় করে রেফারিকে বিভ্রান্ত করেন, এমন অভিযোগে উঠেছিল তখন। প্রথমার্ধেই চার গোল হওয়া সেই ম্যাচে পরে আর গোল হয়নি। টাইব্রেকারে ৪-৩ গোলে জিতে কোয়ার্টার-ফাইনালে যায় আর্জেন্টিনা। আর্জেন্টিনায় কাবালা বা কুসংস্কারের প্রভাব ব্যাপক। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে স্মরণীয় দুটি জয়ে যেমন তারা গাঢ় নীল জার্সি পরেছিল, তেমনি আকাশি-সাদা জার্সিতে বিশ্বকাপে ইংলিশদের কাছে হেরেছে ১৯৬২, ১৯৬৬ ও ২০০২ আসরে। কাজেই জার্সির পছন্দ আর্জেন্টিনার জন্য সহজই ছিল!

অনুশীলনে রোহিতের সঙ্গে কথা বললেও, বিরাটকে এড়িয়ে গেলেন গম্ভীর

সংবাদ সংস্থা, বার্মিংহাম, ১৪ জুলাইঃ ভারত বনাম ইংল্যান্ড ওয়ানডে সিরিজ শুরুর আগেই ভারতীয় শিবিরে নতুন করে জোর জল্পনা শুরু হয়েছে। আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছেন দলের দুই সবচেয়ে আলোচিত ব্যক্তিত্ব- তারকা ব্যাটার বিরাট কোহলি এবং প্রধান কোচ গৌতম গম্ভীর। বার্মিংহামে প্রথম ওয়ানডের আগে অনুশীলন সেশনে দু'জনকে একে অপরের থেকে স্পষ্ট দূরত্ব বজায় রাখতে দেখা যায়। শুধু তাই নয়, পুরো অনুশীলন জুড়ে তাঁদের মধ্যে কোনও কথাবার্তাও চোখে পড়েনি বলে দাবি করা হয়েছে। আর তাতেই ভারতীয় ড্রেসিংরুমের পরিবেশ নিয়ে নতুন করে শুরু হয়েছে আলোচনা। ইংল্যান্ড সফর এখনও পর্যন্ত ভারতের কাছে হতাশারই গল্প লিখেছে। সীমিত ওভারের ক্রিকেটে প্রত্যাশার ধারেকাছেও পৌঁছতে পারেনি মেন ইন ব্লু। একের পর এক পরাজয়ে শুধু সমর্থকদের হতাশাই বাড়েনি, বেড়েছে দলের উপর চাপও। আর সেই চাপের সবচেয়ে বড় অংশ গিয়ে পড়েছে প্রধান কোচ গৌতম গম্ভীরের কাঁধে, যাঁর কোচিংয়ে দল এখনও কাঙ্ক্ষিত ছন্দ খুঁজে পায়নি। এই পরিস্থিতিতে ওয়ানডে সিরিজ ভারতের কাছে শুধুই আরও একটি দ্বিপাক্ষিক সিরিজ নয়, বরং ঘুরে দাঁড়ানোর সেরা সুযোগ। টানা ব্যর্থতার ধাক্কা কাটিয়ে সাদা বলের ক্রিকেটে নিজেদের শক্তি ও সামর্থ্যের প্রমাণ দিতে মরিয়া ভারতীয় দল। একই সঙ্গে হারানো আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে এনে সমালোচনার জবাব দেওয়ার মঞ্চও হতে চলেছে এই সিরিজ। রিপোর্ট অনুযায়ী, প্রথম ওয়ানডের আগের দিনের অনুশীলনে বিরাট কোহলি ও গৌতম গম্ভীরের মধ্যে কোনও কথোপকথন দেখা যায়নি। মাঠে কোহলিকে সতীর্থদের সঙ্গে স্বাভাবিক ভাবেই কথা বলতে দেখা গেলেও প্রধান কোচের সঙ্গে তাঁর কোনও যোগাযোগ চোখে পড়েনি। বিশেষ করে ব্যাটিং কোচ সীতাংশু কোটাকের সঙ্গে কোহলির দীর্ঘ আলোচনা নজর কেড়েছে। নেটে ব্যাট করার সময় তাঁকে বেশ প্রাণবন্ত দেখাচ্ছিল। পরে রোহিত শর্মার সঙ্গেও কথা বলতে দেখা যায় তাঁকে। কিন্তু সেই সময়ও গম্ভীরকে দূরেই থাকতে দেখা যায়। অন্যদিকে, রোহিত ব্যাটিং অনুশীলনে নামার পর গম্ভীরকে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করতে দেখা যায়। সেই দৃশ্যের পরই কোহলি-গম্ভীর সম্পর্ক নিয়ে জল্পনা আরও জোরালো হয়েছে।

বিশ্বকাপে হারলেও অসলোতে ওডেগার্ড-হালান্ডদের বীরের অভ্যর্থনা!

সংবাদ সংস্থা, অসলো, ১৪ জুলাইঃ ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে কোয়ার্টার ফাইনালে অতিরিক্ত সময়ে ২-১ গোলে হেরে সেমিফাইনালের স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ট্রফিহীন এক বুক হতাশা নিয়ে দেশে ফিরে নরওয়ের ফুটবলাররা যা দেখলেন, তা হয়তো নিজেদের সেরা স্বপ্নের চেয়েও অনেক বড়! রাজধানী অসলোর রাস্তায় নেমেছিল ১ লক্ষেরও বেশি মানুষের সুনামি। দীর্ঘ ২৮ বছর করায়, পরের কানেক্টিং ফ্লাইট ধরতে তাঁরা আগেই অন্য বিমানে অসলো ছেড়ে যান। রাজপ্রাসাদ থেকে ১.৩ কিলোমিটার দূরের সিটি হল স্কোয়ারে যাওয়ার পথে তৈরি হয় নতুন বিড়ম্বনা। সমর্থকদের উন্মাতাল ভিড় ঠেলে পুলিশের পক্ষেও পথ ফাঁকা করা অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। এমনকি ফুটবলারদের ছাদখোলা বাসটির ছাদ এতটাই উঁচুতে ছিল যে, মাথার ওপর ঝুলে থাকা বৈদ্যুতিক তারের জন্য বাসটি এগোতে

রাজকীয় ভাইকিং রো-তে মাতল ১ লক্ষ সমর্থক

পর বিশ্বকাপে উঠে যে দুর্দান্ত লড়াকু ফুটবল উপহার দিয়েছেন মার্টিন ওডেগার্ড ও এরলিং হালান্ডরা, তাকে কুর্নিশ জানিয়ে হারকে এক লহমায় জাতীয় উৎসবে পরিণত করল নরওয়ে। সোমবার যুক্তরাষ্ট্র থেকে নরওয়ে টিম বিমানবন্দর স্পর্শ করতেই পারছিল না। ফলে কোয়ার্টার ফাইনালের বিতর্ককে একটু উস্কে দিয়েই ছাদের ওপর দাঁড়িয়ে থাকা সব ফুটবলারকে সটান বসে পড়তে হয়। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ম্যাচে জুড বেলিংহ্যামের গোলটির আগে মাঠের ওপরের ক্যামেরার তারে বল লেগেছিল বলে নরওয়ে

ঐতিহ্যবাহী ওয়াটার ক্যানন স্যালুট দিয়ে শুরু হয় রাজকীয় বরণ। সেখান থেকেই খোলা বাসে যাত্রা শুরু হয়। খোলা বাসে করে দল সোজা পৌঁছায় রাজপ্রাসাদে। সেখানে ফুটবলারদের স্বাগত জানান রাজা হ্যারাল্ড। এরপরই শুরু হয় আসল মহোৎসব ও ভাইকিং রো-র গর্জন। রাজপ্রাসাদের সিঁড়িতে ওডেগার্ডরা আসতেই সমবেত এক লক্ষ মানুষের গর্জনে কেঁপে ওঠে 'কার্ল জোহানস গেট' রাস্তা। নরওয়ের এই ঐতিহাসিক 'ভাইকিং রো' উদযাপনে বিশেষ চমক ছিলেন স্বয়ং ক্রাউন প্রিন্স হাকন। তিনি নিজেই ঢাক বাজিয়ে সমর্থকদের সেই উন্মাদনার নেতৃত্ব দেন। তবে এই রাজকীয় আসরে ছিলেন না দলের সবচেয়ে বড় তারকা এরলিং হালান্ড এবং মিডফিল্ডার সান্ডার বের্গে। যুক্তরাষ্ট্র থেকে তাঁদের বিমান ৪ ঘণ্টা দেরি কোচ স্তালে সলবাকেন যে দাবি করেছিলেন, ওসলোর রাস্তায় যেন তার এক জীবন্ত রূপক তৈরি হল! সমর্থকদের এই বাঁধভাঙা ভালবাসায় আবেগ ধরে রাখতে পারেননি অধিনায়ক মার্টিন ওডেগার্ড। নরওয়ের রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যমকে তিনি বলেন, ''এমন কিছু হবে, কেউ কল্পনাও করতে পারেনি। আমরা মার্কিন মাটিতে যে সমর্থন পেয়েছি এবং দেশে ফিরে মানুষ যেভাবে আমাদের ভালোবেসে জড়িয়ে নিয়েছে, তা আমাদের সব প্রত্যাশাকে ছাপিয়ে গিয়েছে। এটা সত্যিই অবিশ্বাস্য!'' বিশেষজ্ঞদের মতে, ১৯৯৮ সালের পর বিশ্বমঞ্চে ফিরে ট্রফি না জিতলেও, ওডেগার্ড-হালান্ডের নরওয়ে বুঝিয়ে দিল যে তাঁরা গোটা দেশের মন জয় করতে পুরোপুরি সফল। ওসলোর এই রূপকথা আসলে এক সোনালী অধ্যায়ের সূচনা মাত্র।

ছিয়াশির স্মৃতি, ফকল্যান্ড যুদ্ধের উত্তাপ ফিরছে মেসি-হ্যারি কেনদের লড়াইয়ে!

নিজস্ব প্রতিবেদন

১৯৮৬-র ফিফা বিশ্বকাপে মেক্সিকোর অ্যাজটেকা স্টেডিয়ামে আর্জেন্টিনা-ইংল্যান্ডের কোয়ার্টার ফাইনাল। ঈশ্বরের বাঁ পা ততদিনে দুনিয়ার দেখা হয়ে গেছে। এ ম্যাচে দুনিয়া দেখল ঈশ্বরের বাঁ হাত। না, মানে দেখা ঠিক যায়নি। রেফারি, লাইন্সম্যানেরা বুঝতেই পারেননি। ইংল্যান্ডের ডিফেন্ডার স্টিভ হজ বল ক্লিয়ার করতে গিয়ে ভুলবশত নিজেদের পেনাল্টি বক্সের দিকে বলটি বাতাসে ভাসিয়ে দেন। বল লুফে নেওয়ার জন্য লাফিয়ে ওঠেন ব্রিটিশ গোলকিপার পিটার শিল্টন। তিনি মারাদোনার চেয়ে প্রায় ৮ ইঞ্চি বেশি লম্বা। মারাদোনা জানতেন তিনি মাথায় বল পাবেন না। তাই, তিনি অত্যন্ত চতুরতার সাথে বাঁ হাতের আলতো টোকায় শিলটনের মাথার ওপর দিয়ে বল জালে পাঠিয়ে দেন। ম্যাচ শেষ হওয়ার পর গোল নিয়ে প্রশ্ন করা হলে দিয়েগো সাংবাদিকদের বলেছিলেন, গোলটা হয়েছে কিছুটা মারাদোনার মাথা দিয়ে আর কিছুটা ঈশ্বরের হাত দিয়ে। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে এই ম্যাচ ছিল আর্জেন্টিনার কাছে ফকল্যান্ড যুদ্ধে হারের প্রতিশোধ নেওয়ার পালা। ১৮৩৩ সাল থেকে আর্জেন্টিনার উপকূলের কাছে দক্ষিণ আটলান্টিকের ফকল্যান্ড আইল্যান্ড ছিল ব্রিটিশদের দখলে। আর্জেন্টিনা দীর্ঘদিন ধরেই দাবি করে আসছিল যে এই দ্বীপগুলো ঐতিহাসিকভাবে তাদের এবং ব্রিটিশরা তা অবৈধভাবে দখল করে রেখেছে। সালটা ছিল ১৯৮২। আর্জেন্টিনায় তখন চলছে জেনারেল

লিওপোল্ডো গালটিয়েরির অধীনে এক স্বৈরাচারী সামরিক সরকার। দেশজুড়ে তীব্র মুদ্রাস্ফীতি, মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ থেকে মানুষের মন সরাতে তিনি জাতীয়তাবাদ উস্কে দেওয়ার চেষ্টা করেন। ফকল্যান্ডে সেনা পাঠিয়ে দেন। দ্বীপপুঞ্জে থাকা হাতে গোনা কিছু ব্রিটিশ সেনা আর্জেন্টিনার বাহিনীর কাছে পরাজিত হয়। ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী তখন মার্গারেট থ্যাচার। তিনি পাল্টা ব্রিটিশ সেনার একটা বিশাল বাহিনীকে ফকল্যান্ডে পাঠান। শুরু হয়ে যায় পুরোদস্তুর যুদ্ধ। জল, স্থল ও আকাশ - তিন ফ্রন্টেই লড়াই হয়। ব্রিটিশরা আর্জেন্টিনার যুদ্ধজাহাজ ডুবিয়ে দেয়। আর্জেন্টিনার বিমানবাহিনীও ব্রিটিশ নৌবহরের ব্যাপক ক্ষতি করে। শেষমেষ স্থলযুদ্ধ শুরু হলে ব্রিটিশ সেনার উন্নত সামরিক সরঞ্জামের সামনে পিছু হঠতে বাধ্য হয় আর্জেন্টিনার সেনা। যুদ্ধের ৭৪ দিনের মাথায় তারা আত্মসমর্পণ করে। জেনারেল লিওপোল্ডো ইস্তফা দেন। আর্জেন্টিনায় গণতন্ত্র ফেরে। আর লৌহমানবী আখ্যা পেয়ে মার্গারেট থ্যাচার পরের ভোটে জয়ী হয়ে আবার ব্রিটেনে ক্ষমতায় ফেরেন। মারাদোনা তাঁর আত্মজীবনী 'আই অ্যাম দ্য দিয়েগো-য়' লিখেছেন, 'প্রথম গোল হওয়ার পর আমার মনে হয়েছিল যে আমি যেন ইংরেজদের পকেট কেটেছি। আমরা যুদ্ধের সাথে ফুটবলকে মেলাতে চাইনি। কিন্তু, আমরা ফকল্যান্ডসের জন্য খেলেছিলাম। আমরা এমন একটা দেশকে হারিয়েছিলাম যারা আমাদের দেশের এত বড় ক্ষতি করেছে।' সেদিনের হ্যান্ড অফ গডে ঈশ্বরের মহিমা একটুও টাল খায়নি। বিতর্কিত গোলের ঠিক ৪ মিনিট পরই ফের ঝলসে ওঠে ঈশ্বরের বাঁ পা। নিজেদের রক্ষণ থেকে বল নিয়ে একে একে ইংল্যান্ডের পাঁচজন খেলোয়াড় ও শেষে গোলরক্ষক পিটার শিল্টনকে কাটিয়ে মারাদোনা এক অবিশ্বাস্য গোল করেন। ফিফা একে শতাব্দীর সেরা গোলের স্বীকৃতি দেয়। আর্জেন্টিনা ২-১ গোলে জয়লাভ করে। ফাইনালে পশ্চিম জার্মানিকে হারিয়ে ছিয়াশির বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন হয় মারাদোনার আর্জেন্টিনা।

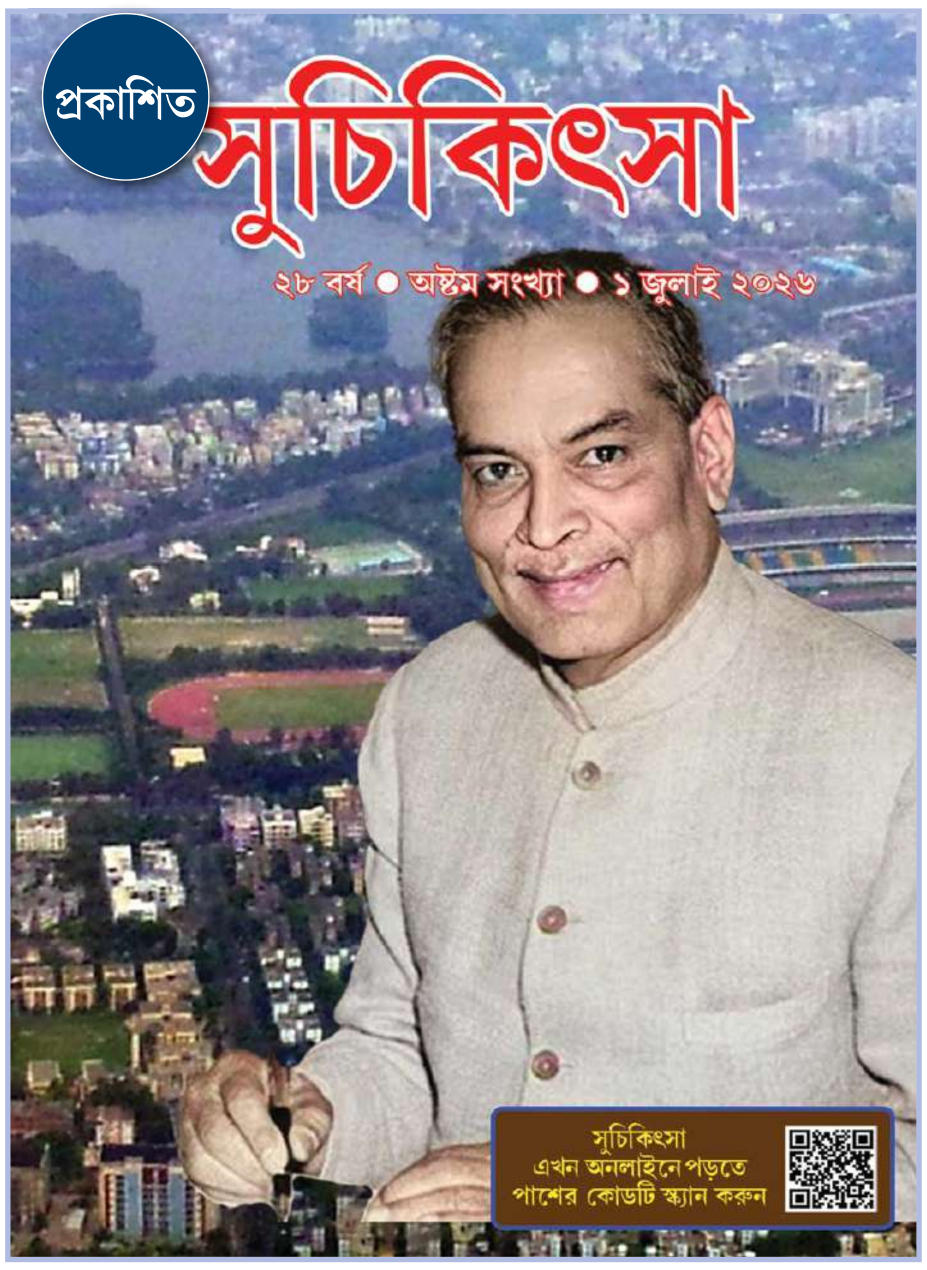

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com